আগমনকাল

১ম সপ্তাহ

রবিবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - ইসা ৬:১-১৩

ইসাইয়াকে আহ্বান

যে বছর উজ্জিয়া রাজার মৃত্যু হয়, সেই বছরে আমি দেখতে পেলাম, উচ্চ ও উন্নত এক সিংহাসনে প্রভু সমাসীন। মন্দির তাঁর বসনের প্রান্তভাগে পরিপূর্ণ। তাঁর ঊর্ধ্বে রয়েছে এক দল সেরাফ, তাঁদের প্রত্যেকের ছ'টা করে ডানা; দু'টো ডানা দিয়ে তাঁরা নিজ মুখ ঢেকে রাখছেন, দু'টো ডানা দিয়ে পা ঢেকে রাখছেন, দু'টো ডানা দিয়ে উড়ে যাচ্ছেন। তাঁরা উচ্চকণ্ঠে একে অপরকে বলছিলেন,

'পবিত্র, পবিত্র, পবিত্র সেনাবাহিনীর প্রভু।
সমগ্র পৃথিবী তাঁর গৌরবে পরিপূর্ণ।'

তাঁদের উচ্চকণ্ঠের স্বরধ্বনিতে প্রবেশদ্বারের কবাট কাঁপছিল, একইসময়ে গৃহ ধোঁয়ায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। আমি তখন বলে উঠলাম,

'হায়, এবার আমার বিনাশ উপস্থিত!
আমি যে অশুচি ওষ্ঠ-মানুষ,
আমি যে অশুচি ওষ্ঠ-জাতির মাঝে বাস করছি;
অথচ আমার চোখ রাজাকে, সেনাবাহিনীর সেই প্রভুকে দেখল।'

তখন সেরাফদের একজন আমার কাছে উড়ে এলেন, তাঁর হাতে এক টুকরো জ্বলন্ত অঙ্গার, তা তিনি চিমটে দিয়ে বেদির উপর থেকে নিয়েছিলেন। তা দিয়ে তিনি আমার মুখ স্পর্শ করে বললেন,

'দেখ, এ তোমার ওষ্ঠ স্পর্শ করেছে,
তোমার শঠতা ঘুচে গেল,
তোমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হল।'

পরে আমি প্রভুর কণ্ঠ শুনতে পেলাম, তিনি বলছিলেন, 'কাকে আমি প্রেরণ করব? আমাদের হয়ে কেইবা যাবে?' আমি উত্তর দিয়ে বললাম, 'এই যে আমি, আমাকে প্রেরণ কর।' তিনি বললেন,

'তবে যাও, এই জনগণকে বল:
তোমরা শুনতে থাক, কিন্তু কখনও বুঝো না!
তোমরা দেখতে থাক, কিন্তু কখনও উদ্বুদ্ধ হয়ো না!
তুমি এই জনগণের হৃদয় স্থূল কর,
এদের কান খাটো কর, এদের চোখ বন্ধ করে দাও,
পাছে এরা চোখে দেখতে পায়, কানে শুনতে পায়, হৃদয়ে বোঝে,
এবং পথ ফিরিয়ে নিরাময় হয়।'

আমি বললাম, 'প্রভু, কতদিন ধরে?' তিনি উত্তরে বললেন, 'যতদিন না শহরগুলো বিধ্বস্ত ও নিবাস-বিহীন

হয়, বাড়ি-ঘর জনশূন্য হয়, ভূমি ধ্বংসস্থান হয়ে একেবারে উৎসন্ন হয়, সেনাবাহিনীর প্রভু লোকদের দূর করেন, দেশ সম্পূর্ণরূপে পরিত্যক্ত হয়, ততদিন ধরে। তার দশ ভাগের এক ভাগ অবশিষ্ট থাকলে তাও দাহনে আবার গ্রাস করা হবে, সেই ওক্ ও তার্পিন গাছের মত, যার পতন হলে তার শুধু গুঁড়ি থাকে; হ্যাঁ, এই জাতির মূলকাণ্ড হবে পবিত্র এক বংশ।'

শ্লোক যাত্রা ৪:১৩; সাম ৮০:২

প্র প্রভু আমার, দোহাই তোমার, অন্য যার দ্বারা পাঠাতে চাও, পাঠাও! দেখ তোমার আপন জনগণের দুর্দশা।
উ তোমার কথামত আমাদের ত্রাণ করতে এসো।
প্র হে ইস্রায়েলের পালক, কান পেতে শোন; তুমি যে যোসেফকে মেষপালের মতই চালিত কর, তুমি যে খেরুব বাহনে সমাসীন,
উ তোমার কথামত আমাদের ত্রাণ করতে এসো।

দ্বিতীয় পাঠ - রিভোর মঠাধ্যক্ষ সাধু এল্‌রেডের উপদেশাবলি **প্রভুর আগমন, উপদেশ ১**

আগমনকালের উদ্দেশ্য আমরা যেন প্রভুর দ্বিবিধ আগমন স্মরণ করি

এ মঙ্গলময় কাল, যা আমরা আগমনকাল বলি, আমাদের ধ্যানের জন্য দ্বিবিধ আনন্দের কারণ উপস্থাপন করে, কেননা তা দ্বিবিধ দান আমাদের দান করে।

আগমনকাল আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় প্রভুর দ্বিবিধ আগমনের কথা। প্রথমত, সেই মাধুর্যপূর্ণ আগমন যা সুদির্ঘ দিন ধরে সকল পিতৃপুরুষ অপেক্ষা করেছিলেন, উত্তপ্ত হৃদয়ে আকাঙ্ক্ষাও করেছিলেন—যে আগমনে *আদমসন্তানদের মধ্যে সেই সুন্দরতম, সর্বজাতির সেই আকাঙ্ক্ষিত* ব্যক্তি তথা ঈশ্বরের পুত্র পাপীদের ত্রাণ করতে এ পৃথিবীতে এসে এজগতে রক্তমাংসের দেহে তাঁর আপন দৃশ্যমান উপস্থিতি প্রকাশ করলেন। দ্বিতীয়ত, আগমনকাল স্মরণ করিয়ে দেয় সেই দ্বিতীয় আগমন যার জন্য আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের চেয়েও কম প্রত্যাশী নই। তাঁর পুনরাগমনের অপেক্ষায় আমাদের আশা সুনিশ্চিত এবং অবিচল বটে, অথচ চোখের জল ফেলে আমরা বারবার স্মরণ করি সেই দিনের কথা, যেদিন যিনি প্রথমে আমাদের আপন মাংসের গুপ্ত অবস্থায় আমাদের কাছে এলেন, তিনি প্রভুর উপযুক্ত গৌরবে উজ্জ্বলভাবে আত্মপ্রকাশ করবেন—যেমনটি সামসঙ্গীত বলে, *আমাদের পরমেশ্বর আসছেন।* সেদিন হল সেই বিচারের দিন যখন খ্রীষ্ট সকলের দৃষ্টিগোচরে বিচারকর্তা রূপে আসবেন। আমাদের প্রভুর প্রথম আগমনের কথা স্বল্পসংখ্যক সৎমানুষের কাছেই মাত্র জানা ছিল; তাঁর দ্বিতীয় আগমনে তিনি কিন্তু ভাল মন্দ সকলেরই কাছে পূর্ণবিকাশে আত্মপ্রকাশ করবেন—যেমনটি নবী স্পষ্ট আভাস দিয়ে বলেন, *সকল মানুষ দেখতে পাবে পরমেশ্বরের পরিত্রাণ।*

আমাদের প্রভুর জন্মের স্মরণে আমরা কিছুদিন পর যে দিন উদ্‌যাপন করব, সেই দিনটি প্রভুকে নবজাত শিশুরূপেই আমাদের কাছে উপস্থাপন করে, এবং বিশেষভাবে জগতে তাঁর আগমনের দিন ও ক্ষণটিকে আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়। অন্যদিকে, বড়দিনের এ পূর্বকাল আমাদের কাছে আকাঙ্ক্ষিতজনেরই কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, অর্থাৎ কিনা স্মরণ করিয়ে দেয় সেই পুণ্য পিতৃপুরুষদের আকাঙ্ক্ষা যাঁরা তাঁর আগমনের আগে জীবন যাপন করেছিলেন।

মণ্ডলী অধিক সুবুদ্ধির সঙ্গেই ব্যবস্থা করেছে আমরা যেন একালে তাঁদের বাণী পাঠ করি ও তাঁদের যত আকাঙ্ক্ষার কথা স্মরণ করি যাঁরা প্রভুর প্রথম আগমনের আগেকার মানুষ। আমরা তাঁদের সেই আকাঙ্ক্ষা একদিন মাত্র নয়, দীর্ঘকাল ধরেই স্মরণ করে চলি; আর তা যুক্তিসঙ্গত, কেননা আমরা যা যা অন্তর দিয়ে আকাঙ্ক্ষা করি, তা কিছুকালের মত স্থগিত হলে আরও মধুর লাগবে যখন যা ভালবাসি তা উপস্থিত হয়।

সুতরাং, প্রিয়তম ভ্রাতৃগণ, পুণ্য পিতৃগণের আদর্শ পালন করা ও তাঁদের যত আকাঙ্ক্ষা আপন করা আমাদের

কর্তব্য, যাতে আমাদের অন্তর খ্রীষ্টপ্রেমে ও তাঁর আগমনের প্রত্যাশায় জ্বলে ওঠে।

প্রভুর প্রথম আগমনের জন্য আমাদের পুণ্য পিতৃপুরুষদের ব্যাকুল প্রত্যাশা ধ্যান ক'রে আমরা যেন অনুপ্রেরণা পাই এবং তাঁদের আদর্শে যেন প্রভুর দ্বিতীয় আগমনের জন্য গভীরতম আকাঙ্ক্ষা শিখতে পারি, এ উদ্দেশ্যেই তো এ উপাসনাকাল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাঁর প্রথম আগমনে প্রভু আমাদের যে কতগুলি মঙ্গলদান এনে দিয়েছেন, এবং তাঁর দ্বিতীয় আগমনে তিনি যে মহত্তর মঙ্গলদান দান করবেন, এ নিয়ে আমাদের ধ্যানরত থাকা উচিত—একথা উপলব্ধি করার ফলে আমরা যেন তাঁর জন্ম রহস্য আরও ভালবাসতে পারি এবং তাঁর দ্বিতীয় আগমন যেন আরও আকাঙ্ক্ষা করতে পারি। আর খ্রীষ্টের পুনরাগমনের ক্ষণ আকাঙ্ক্ষা করতে সাহসী তেমন সরল বিবেক যদি আমাদের না থাকে, তাহলে আমরা যেন কমপক্ষে সেই পুনরাগমনের কথা ভয়ই করি আর সেই ভয়ে যেন আমাদের দোষত্রুটি সংশোধন করি। কেননা যদি এমনটি ঘটে যে আমরা এখন ভয় না করে পারি না, তবু তিনি যখন আসবেন তখন আমরা কমপক্ষে যেন ভয় না ক'রে বরং নিরুদ্বিগ্নই হতে পারি।

শ্লোক যেরে ৩১:১০; ৪:৫ দ্রঃ

প্র জাতি-বিজাতি, প্রভুর বাণী শোন, পৃথিবীর শেষ প্রান্ত পর্যন্ত তা প্রচার কর,
উ সুদূর উপকূলকে বল, আমাদের ত্রাণকর্তা আসছেন!
প্র শুভসংবাদ ঘোষণা কর, তা সকলকে শোনাও, চিৎকার করে তা জ্ঞাত কর;
উ সুদূর উপকূলকে বল, আমাদের ত্রাণকর্তা আসছেন!

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - ইসা ১:১-১৮

ঈশ্বর আপন জনগণকে ভর্ৎসনা করেন

আমোজের সন্তান ইসাইয়ার দর্শন; তিনি যুদা-রাজ উজ্জিয়া, যোথাম, আহাজ ও হেজেকিয়ার সময়ে যুদা ও যেরুসালেম সম্বন্ধেই এই দর্শন পান।

শোন, আকাশমণ্ডল; কান দাও, পৃথিবী; কারণ প্রভু কথা বলছেন:
'আমি সন্তানদের লালন-পালন করেছি, তাদের পোষণ করেছি,
কিন্তু তারা আমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে।
বলদ তার মনিবকে জানে, গাধাও তার প্রভুর জাবপাত্র জানে,
কিন্তু ইস্রায়েল জানে না; না, আমার জনগণ বোঝে না।'
ধিক্ সেই পাপিষ্ঠ জাতিকে, শঠতায় ভারগ্রস্ত সেই জনগণকে!
আহা, অপকর্মার বংশ, বিকৃত-মনা সন্তানেরা!
তারা প্রভুকে ত্যাগ করেছে, ইস্রায়েলের সেই পবিত্রজনকে অবজ্ঞা করেছে,
তাঁর প্রতি পিঠ ফিরিয়েছে!
তোমাদের আর কেন প্রহারিত হতে হবে? তোমরা তো বিদ্রোহ করে চল!
গোটা মাথাই ব্যথিত, গোটা হৃদয়ই পীড়িত।
পায়ের তালু থেকে মাথা পর্যন্ত সুস্থ কোন স্থান নেই;
শুধু ক্ষত, প্রহারচিহ্ন, খোলা ঘা,
যা পরিষ্কার করা হয়নি, বাঁধা হয়নি, তেল দিয়ে নরমও করা হয়নি।
তোমাদের দেশ একটা ধ্বংসস্থান,
তোমাদের শহরগুলো আগুনে পোড়া,

তোমাদের ভূমি—তা তো বিদেশীরা তোমাদের চোখের সামনেই গ্রাস করছে,
হ্যাঁ, তা এমন ধ্বংসস্থানের মত, যা বিদেশীদের হাতে বিনষ্ট।
সিয়োন কন্যা একা হয়ে পড়েছে, তা যেন আঙুরখেতে কুটিরের মত,
শসাখেতে কুড়েঘরের মত, অবরুদ্ধ এক নগরীর মত!
সেনাবাহিনীর প্রভু যদি আমাদের জন্য কিছুটা লোককে অবশিষ্ট না রাখতেন,
তবে আমরা সদোমের মত হতাম, গমোরার সদৃশ।
সদোমের শাসনকর্তারা, প্রভুর বাণী শোন;
গমোরার লোকেরা, আমাদের পরমেশ্বরের নির্দেশবাণীতে কান দাও।
প্রভু একথা বলছেন, 'তোমাদের এই অসংখ্য যজ্ঞবলিতে আমার কী?
ভেড়ার আহুতির প্রতি ও বাছুরের চর্বির প্রতি আমার আর রুচি নেই;
বৃষ বা মেষশাবক বা ছাগ—এই সমস্তের রক্তে আমি তো প্রীত নই!
তোমরা যখন আমার শ্রীমুখদর্শন করতে আস,
তখন তোমাদের কাছে কেইবা এমন দাবি রেখেছে যে,
এতগুলো পা আমার সমস্ত প্রাঙ্গণ মাড়াবে?
এই সমস্ত শস্য-নৈবেদ্য আমার কাছে আর নিয়ে এসো না;
সেগুলির ধূম আমার কাছে জঘন্যই লাগে;
অমাবস্যা, সাব্বাৎ, ধর্মসভা—অধর্ম ও সেইসঙ্গে পর্বোৎসব, আমি তা সহ্য করি না;
তোমাদের অমাবস্যা ও যত সম্মেলন আমি ঘৃণা করি;
তা আমার পক্ষে এমন বোঝা যা আমি বইতে ক্লান্ত হয়েছি।
তোমরা হাত বাড়ালে আমি তোমাদের কাছ থেকে চোখ ফিরিয়ে নিই;
যদিও তোমরা তোমাদের প্রার্থনা শতগুণে বাড়াও, তবু আমি কান দেব না।
তোমাদের হাত বেয়ে রক্তই ঝরে!
তোমরা নিজেদের ধৌত কর, শোধন কর,
আমার দৃষ্টি থেকে তোমাদের অপকর্ম সরিয়ে দাও;
অনাচার ত্যাগ কর;
সদাচরণ করতে শেখ:
ন্যায়ের সন্ধান কর, অত্যাচারীকে শাসন কর;
এতিমের সুবিচার কর, বিধবার পক্ষ সমর্থন কর।
এসো, একসঙ্গে চিন্তা-ভাবনা করি—একথা বলছেন প্রভু,—
সিঁদুরে-লাল হলেও তোমাদের পাপ তুষারের মত শুভ্র হয়ে উঠবে;
টকটকে লাল হলেও হয়ে উঠবে পশমের মত।

শ্লোক ইসা ১:১৬,১৮,১৭

প্র তোমরা নিজেদের ধৌত কর, শোধন কর, আমার দৃষ্টি থেকে তোমাদের অপকর্ম সরিয়ে দাও।
উ সিঁদুরে-লাল হলেও তোমাদের পাপ তুষারের মত শুভ্র হয়ে উঠবে।
প্র অনাচার ত্যাগ কর, সদাচরণ করতে শেখ: ন্যায়ের সন্ধান কর:
উ সিঁদুরে-লাল হলেও তোমাদের পাপ তুষারের মত শুভ্র হয়ে উঠবে।

খ্রীষ্টের দ্বিবিধ আগমন

আমরা খ্রীষ্টের আগমনের কথা প্রচার করি—একটিমাত্র আগমনের কথা শুধু নয়, বরং অধিক গৌরবময় দ্বিতীয় আগমনটির কথাও প্রচার করি, কেননা প্রথম আগমন যন্ত্রণার কথা তুলে ধরেছিল, দ্বিতীয় আগমন কিন্তু ঐশরাজ্যের মুকুট নিয়ে আসবে।

আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্টের সঙ্গে যা কিছু সম্পর্কযুক্ত, তা সাধারণতই দ্বিবিধ। জন্ম দ্বিবিধ: একটা অনাদিকালের আগে ঈশ্বর থেকে; আর একটা, সময় পূর্ণ হলে, কুমারী মারীয়া থেকে। তাঁর অবতরণও দ্বিবিধ: প্রথমবার তিনি মেষলোমের উপরে শিশিরপাতের মত প্রচ্ছন্নভাবেই অবতীর্ণ হয়েছিলেন, কিন্তু দ্বিতীয়বার তিনি ভাবীকালে প্রকাশ্যভাবেই অবতরণ করবেন। প্রথম আগমনে তিনি গোশালায় কাপড়ে জড়ানো ছিলেন, দ্বিতীয় আগমনে তিনি উত্তরীয়ের মত আলোতেই সজ্জিত হবেন। প্রথম আগমনে তিনি অপমান অস্বীকার না করে ক্রুশ বহন করেছিলেন, দ্বিতীয় আগমনে তিনি গৌরবমণ্ডিত হয়ে সহচর দূতবাহিনীর মাঝে আগমন করবেন।

তাই আমরা তাঁর প্রথম আগমনের কথা নিয়ে যেন বসে না থাকি! বরং এসো, তাঁর দ্বিতীয় আগমন প্রত্যাশা করি। তাঁর প্রথম আগমনে আমরা যেমন বলেছিলাম, *যিনি প্রভুর নামে আসছেন, তিনি ধন্য*, তেমনি হবে তাঁর দ্বিতীয় আগমনের সময়ে—আমরা তখন স্বর্গদূতদের সঙ্গে প্রভুকে বরণ করতে গিয়ে তাঁকে পূজা করে চিৎকার করে বলে উঠব, *যিনি প্রভুর নামে আসছেন, তিনি ধন্য।*

পুনরায় বিচারিত হবার জন্য যে ত্রাণকর্তা আসবেন, তেমন নয়। বরং, যারা দণ্ডবিচারের জন্য তাঁকে আহ্বান করেছিল, তিনি ন্যায়বিচারের জন্য তাদেরই আহ্বান করতে আসবেন। তাঁর সেই বিচারের সময়ে তিনি তো নীরব থাকলেন; এবার কিন্তু, তাঁকে ক্রুশে দেওয়ার সময়ে যারা তাঁর প্রতি নির্মমভাবে ব্যবহার করেছিল, তিনি তাদের এক একজনকে সেই সবকিছু স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলবেন, *তুমি তাই করেছ, আমি কিন্তু নীরব থাকলাম।*

সেই প্রথমবার তিনি দয়ার ব্যবস্থা নিয়ে মানুষের মন কোমলভাবে জয় করার জন্য শিক্ষা দিতে এসেছিলেন; ভাবীকালে কিন্তু—ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত ভাবেই হোক—সকলকেই তাঁর রাজশাসন মেনে নিতে হবে।

নবী মালাখি উভয় আগমনের কথা উল্লেখ করে বলেন: *সেই যে প্রভুর তোমরা অন্বেষণ করছ, তিনি হঠাৎ আপন মন্দিরে আসবেন*—এই যে প্রথম আগমন। তারপর দ্বিতীয় আগমন সম্বন্ধে তিনি বলেন, *সেই যে সন্ধির দূতকে তোমরা আকাঙ্ক্ষা করছ, দেখ! তিনি আসছেন, … তাঁর আগমনের দিন কে সহ্য করতে পারবে? তিনি দেখা দিলে কে দাঁড়াতে পারবে? কারণ তিনি ধাতুশোধকের আগুনের মত, রজকের ক্ষারের মত। তিনি নিখাদ করতে ও শোধন করতে আসন নেবেন।* তীতের প্রতি লেখা পত্রে পলও দু'টো আগমনের কথা ইঙ্গিত করেন: *ঈশ্বরের অনুগ্রহ প্রকাশিত হয়েছে ও সমস্ত মানুষের জন্য পরিত্রাণ এনে দিয়েছে। এই অনুগ্রহ আমাদের এই শিক্ষা দেয়, ভক্তিহীনতা ও পার্থিব যত অভিলাষ অস্বীকার ক'রে আমরা যেন এই বর্তমান যুগে আত্মসংযত, ধর্মময় ও ভক্তিময় জীবন যাপন করি, এবং সেই সুখময় আশার প্রতীক্ষায়, এবং আমাদের মহান ঈশ্বর ও ত্রাণকর্তা সেই যীশুখ্রীষ্টেরই গৌরবপ্রকাশের প্রতীক্ষায় থাকি।* লক্ষ কর, প্রথম আগমনের কথা উল্লেখ করে তার জন্য তিনি কেমন যেন ধন্যবাদ জানান; অপর আগমনের কথাও বলেন বটে, কিন্তু এমন আগমন যার জন্য আমরা এখনও প্রতীক্ষায় রয়েছি।

তাই যে বিশ্বাসমন্ত্রে আমরা বিশ্বাসী, যে বিশ্বাসমন্ত্র এখন তোমাদের কাছে হস্তান্তরিত হল, তার একটা বাণী অনুসারে আমরা তাঁকেই বিশ্বাস করি 'যিনি স্বর্গারোহণ করলেন, পিতার দক্ষিণ পাশে উপবিষ্ট আছেন, জীবিত ও মৃতদের বিচারার্থে সগৌরবে আগমন করবেন এবং যাঁর রাজ্যের অন্ত হবে না।'

সুতরাং আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্ট স্বর্গলোক থেকে আগমন করবেন; জগৎ-শেষে অন্তিম দিবসেই তিনি

সগৌরবে আগমন করবেন—তখন এ জগতের বিলুপ্তি ঘটবে এবং এ সৃষ্ট জগৎ নবায়িত হবে।

শ্লোক

প্র দূর থেকে তাকিয়ে আমি হঠাৎ দেখতে পেলাম : ঈশ্বরের প্রতাপ আসছে, সমগ্র বিশ্ব আবৃত একটি মেঘের আবরণে।
উ তাঁকে বরণ করতে গিয়ে জিজ্ঞাসা কর,
প্র 'আমাদের বল, তুমি কি সেই ব্যক্তি,
উ ইস্রায়েল জাতির উপরে যাঁর রাজত্ব করার কথা?'
প্র হে সকল জগদ্বাসী, ধনী-নির্ধন যত মানবসন্তান,
উ তাঁকে বরণ করতে গিয়ে জিজ্ঞাসা কর,
প্র 'হে ইস্রায়েলের পালক, কান পেতে শোন, তুমি যে যোসেফকে মেষপালের মতই চালিত কর,
উ আমাদের বল, তুমি কি সেই ব্যক্তি?'
প্র হে নেতৃবৃন্দ, তোরণদ্বারের শির উত্তোলন কর; উত্তোলিত হও, সনাতন সিংহদ্বার; প্রবেশ করুন সেই গৌরবের রাজা,
উ ইস্রায়েল জাতির উপরে যাঁর রাজত্ব করার কথা।
প্র দূর থেকে তাকিয়ে আমি হঠাৎ দেখতে পেলাম : ঈশ্বরের প্রতাপ আসছে, সমগ্র বিশ্ব আবৃত একটি মেঘের আবরণে।
উ তাঁকে বরণ করতে গিয়ে জিজ্ঞাসা কর,
প্র 'আমাদের বল, তুমি কি সেই ব্যক্তি,
উ ইস্রায়েল জাতির উপরে যাঁর রাজত্ব করার কথা?'

সোমবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - ইসা ৭:১-১৭

ইম্মানুয়েলের চিহ্ন

যুদা-রাজ উজ্জিয়ার পৌত্র যোথামের সন্তান আহাজের সময়ে আরাম-রাজ রেজিন ও রেমালিয়ার সন্তান ইস্রায়েল-রাজ পেকা যেরুসালেম আক্রমণ করার জন্য রণ-অভিযানে এগিয়ে এলেন, কিন্তু তা জয় করতে পারলেন না। দাউদকুলকে এই খবর দেওয়া হল, 'আরামীয়েরা এফ্রাইম অঞ্চলে শিবির বসিয়েছে।' তখন তাঁর হৃদয় ও তাঁর প্রজাদের হৃদয় আলোড়িত হয়ে উঠল, ঠিক যেমন বনের গাছপালা বাতাসের আঘাতে আলোড়িত হয়। তখন প্রভু ইসাইয়াকে বললেন, 'তুমি ও তোমার ছেলে শেয়ার-যাশুব দু'জনে বেরিয়ে পড়; উপরের দিঘির নালার শেষ মাথায় গিয়ে ধোপার মাঠের রাস্তায় আহাজের সঙ্গে দেখা কর। তুমি তাকে একথা বলবে : সাবধান, অস্থির হয়ো না; ওই দুই ধূমময় কাঠের টুকরোর জন্য, আরামীয়দের সেই রেজিনের ও রেমালিয়ার সন্তানের প্রচণ্ড ক্রোধের কারণে ভয় পেয়ো না, তোমার হৃদয় ভেঙে না পড়ুক। এই কারণেও ভয় পেয়ো না যে, আরাম, এফ্রাইম ও রেমালিয়ার সন্তান তোমার বিনাশের জন্য ষড়যন্ত্র করছে; তারা নাকি বলছে, এসো, আমরা যুদার বিরুদ্ধে রণ-অভিযান চালাই, তাকে ধ্বংস করি, আমাদের পক্ষে যোগ দিতে তাকে বাধ্য করি; তারপর সেখানে রাজপদে টাবেয়েলের সন্তানকে বসাব। প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন :

তেমন কিছু ঘটবে না, তা কখনও হবে না!

কারণ আরামের মাথা দামাস্কাস,
ও দামাস্কাসের মাথা রেজিন ;
আরও পঁয়ষট্টি বছর কেটে যাবে,
পরে এফ্রাইম জাতিরূপে আর থাকবে না।
সামারিয়ার মাথা এফ্রাইম,
ও এফ্রাইমের মাথা রেমালিয়ার সন্তান।
কিন্তু তোমরা যদি আমার উপর আস্থা না রাখ,
সুস্থির হয়ে দাঁড়াতে পারবে না।’

প্রভু আহাজের সঙ্গে আর একবার কথা বললেন ; তাঁকে বললেন, ‘তোমার পরমেশ্বর প্রভুর কাছে একটা চিহ্ন যাচনা কর, তা অধোলোক কিংবা ঊর্ধ্বলোকের চিহ্ন হোক।’ কিন্তু আহাজ উত্তরে বললেন, ‘আমি যাচনা করব না ; আমি প্রভুকে যাচাই করব না।’ তখন তিনি বললেন,

‘হে দাউদকুল, তোমরা একবার শোন :
মানুষের ধৈর্য যাচাই করতে তোমরা কি এখনও ক্ষান্ত নও যে,
এবার আমার পরমেশ্বরেরও ধৈর্য যাচাই করবে ?
তাই প্রভু নিজেই তোমাদের একটা চিহ্ন দেবেন।
দেখ, যুবতীটি গর্ভবতী হয়ে একটি পুত্রসন্তান প্রসব করবে,
তাঁর নাম রাখবে ইম্মানুয়েল।
বালকটি দধি ও মধু খাবে
যতদিন যা অমঙ্গল তা অগ্রাহ্য করবার,
এবং যা মঙ্গল তা বেছে নেবার জ্ঞান না হয়।
যা অমঙ্গল তা অগ্রাহ্য করবার,
এবং যা মঙ্গল তা বেছে নেবার জ্ঞান বালকটির না হওয়ার আগেই
যে দেশের দুই রাজাকে তুমি ভয় পাচ্ছ,
সেই দেশ পরিত্যক্ত হয়ে পড়বে।
তোমার প্রতি, তোমার জনগণের প্রতি ও তোমার পিতৃকুলের প্রতি
প্রভু এমন দিনগুলি প্রেরণ করবেন,
এফ্রাইম যেসময়ে যুদা থেকে পৃথক হল,
সেসময় থেকে যার মত দিন আর কখনও দেখা হয়নি :
তিনি আসিরিয়ার রাজাকে প্রেরণ করবেন।’

শ্লোক লুক ১:৩১-৩২

℟ গর্ভধারণ করে তুমি একটি পুত্রের জন্ম দেবে ;
℣ তুমি তাঁর নাম রাখবে যীশু।
℟ প্রভু পরমেশ্বর তাঁকে দান করবেন তাঁর পিতৃপুরুষ দাউদের সিংহাসন।
℣ তুমি তাঁর নাম রাখবে যীশু।

দ্বিতীয় পাঠ - সাধু আগস্তিন-লিখিত ‘সামসঙ্গীত-মালায় উপদেশাবলি’ সাম ১১৯, ২০:১

সর্বজাতির আকাঙ্ক্ষিত ত্রাণকর্তা

তোমার ত্রাণলাভের জন্য ম্রিয়মাণ আমার প্রাণ। তেমন অনুভূতি ভাল, কেননা এ অনুভূতি এমন মঙ্গলেরই

আকাঙ্ক্ষা ইঙ্গিত করে যা এখনও প্রাপ্ত না হলেও তবু মহা একাগ্রতা ও ব্যাকুলতার সঙ্গে প্রত্যাশিত। সেই মনোনীত জাতি, সেই রাজকীয় যাজকসমাজ, সেই পবিত্র জনগণ, সেই জনগণ যাকে ঈশ্বর আপন বলেই ঘোষণা করেছেন, এরা ছাড়া কেবা সেই কথা উচ্চারণ করছে? মানবজাতির আদিকাল থেকে এ জগৎসংসারের শেষ দিন পর্যন্ত, যারা একসময় জীবনযাপন করেছে, এখন করছে ও ভবিষ্যতে করবে, তাদেরই হয়ে এ জাতি খ্রীষ্টকে আকাঙ্ক্ষা করে এসেছিল। সেই পুণ্যবান প্রাচীন ব্যক্তি সিমেয়োন যখন খ্রীষ্টকে কোলে তুলে নিয়েছিলেন, তিনি তখন হলেন এ আকাঙ্ক্ষার সাক্ষী; তিনি তখন বলেছিলেন, *হে মহাপ্রভু, তোমার কথামত এখন তোমার এ দাসকে শান্তিতে বিদায় দাও, কারণ আমার চোখ দেখেছে তোমার সেই পরিত্রাণ যা তুমি প্রস্তুত করেছ সকল জাতির সামনে।* তাঁকে অলৌকিক ভাবে কথা দেওয়া হয়েছিল, প্রভুর প্রতিশ্রুত খ্রীষ্টকে না দেখা পর্যন্ত তাঁর মৃত্যু হবে না।

এখন আমাদের বিশ্বাস করতে হবে যে, যে আকাঙ্ক্ষা সেই প্রাচীন ব্যক্তির অন্তরে ছিল, সেই আকাঙ্ক্ষা প্রাচীনকালের সকল পুণ্যবান ও পুণ্যবতী ব্যক্তিদের অন্তরেও ছিল। স্বয়ং প্রভু আপন শিষ্যদের বলেছিলেন, *তোমরা যা যা দেখতে পাচ্ছ, অনেক নবী, অনেক রাজা তা দেখবার ইচ্ছা করেছিলেন, তবু তাঁরা তা দেখতে পাননি; তোমরা যা যা শুনতে পাচ্ছ, তাঁরা তা শোনার ইচ্ছা করেছিলেন, তবু তাঁরা তাও শুনতে পাননি;* তিনি একথা বলেছিলেন যাতে *তোমার ত্রাণলাভের জন্য ম্রিয়মাণ আমার প্রাণ,* সামসঙ্গীতের এ উক্তিতে আমরা সেই সকল ব্যক্তির কণ্ঠস্বর চিনতে পারি।

সেই সাধুসাধ্বীরা এ আকাঙ্ক্ষায় কখনও ক্ষান্ত হননি; খ্রীষ্টের দেহ অর্থাৎ মণ্ডলীও শেষ দিন পর্যন্ত এ আকাঙ্ক্ষায় কখনও ক্ষান্ত হবে না, যতক্ষণ নবীর প্রতিশ্রুতি অনুসারে *সর্বজাতির আকাঙ্ক্ষিত ব্যক্তি না আসেন।* তাই প্রেরিতদূত একথা বলেন, *আমার জন্য কেবল সেই ধর্মময়তার মুকুটই বাকি রয়েছে, যা ধর্মময় বিচারক স্বয়ং প্রভু সেই দিনটিতে আমাকে দান করবেন—আর শুধু আমাকে নয়, তাদের সকলকেও দান করবেন যারা ভক্তিভরে তাঁর আবির্ভাবের প্রত্যাশায় রয়েছে।* সুতরাং, আমরা যে আকাঙ্ক্ষার কথা বলি, তা খ্রীষ্টের আবির্ভাবের ভক্তি থেকে নির্গত, যে আবির্ভাবের বিষয়ে পল বলেন, *খ্রীষ্ট যখন আবির্ভূত হবেন—তিনিই তো তোমাদের জীবন—তখন তোমরাও তাঁর সঙ্গে গৌরবে আবির্ভূত হবে।*

তাই কুমারীর প্রসবের আগে, খ্রীষ্টমণ্ডলীর সেই পূর্বকালে, এমন সাধুসাধ্বীর উদ্ভব ঘটল যাঁরা খ্রীষ্টের দেহগত আগমনের আকাঙ্ক্ষা করছিলেন, কিন্তু তাঁর স্বর্গারোহণের সময় থেকে শুরু ক'রে এ বর্তমানকালের সাধুসাধ্বীরা তাঁর সেই ভাবী আবির্ভাবের আকাঙ্ক্ষায় রয়েছেন যখন তিনি জীবিত ও মৃতদের বিচারক রূপেই আবির্ভূত হবেন। শিষ্যদের সঙ্গে দেহধারী অবস্থায় খ্রীষ্টের সেই জীবনকাল ছাড়া, আদি থেকে অন্তিমকাল পর্যন্ত খ্রীষ্টমণ্ডলীর অন্তরে এ আকাঙ্ক্ষার কখনও ঘাটতি পড়েনি। সেইজন্যে এ সামসঙ্গীতের উক্তিতে ইহজীবনে ব্যাকুলিত খ্রীষ্টের গোটা দেহটির এই কণ্ঠস্বর শোনা যায়, *তোমার ত্রাণলাভের জন্য ম্রিয়মাণ আমার প্রাণ* এবং *আমি তোমার বাণীতে আশা রাখি।* এ 'বাণী' তাঁর একটা প্রতিশ্রুতি; এবং এ 'আশার' গুণে বিশ্বাসীরা যা এখনও দেখে না তা ধৈর্যের সঙ্গে প্রত্যাশা করতে পারে।

শ্লোক

প্র দেখ কতই না মহান সেই ব্যক্তি যিনি সর্বজাতিকে ত্রাণ করতে আসছেন,
উ সেই ধর্মরাজ যাঁর রাজ্যের অন্ত হবে না।
প্র আমাদের খাতিরে খ্রীষ্ট আমাদের আগে স্বর্গারোহণ করে, হয়ে উঠলেন মেল্কিসেদেকের রীতি অনুসারে চিরকালের মত যাজক,
উ সেই ধর্মরাজ যাঁর রাজ্যের অন্ত হবে না।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - ইসা ১:২১-২৭; ২:১-৫

চরমকালীন রাজ্যের কেন্দ্র যে সিয়োন
তার বিচার ও মুক্তি প্রতিশ্রুত

দেখ, বিশ্বস্ত নগরী কেমন বেশ্যা হয়েছে!
সে তো ন্যায়নীতিতে পূর্ণ ছিল,
ধর্মময়তা তার মধ্যে বসবাস করত,
কিন্তু এখন—সে খুনী!
তোমার রুপো খাদে পরিণত হয়েছে,
তোমার আঙুররসে এখন জল মেশানো।
তোমার জননায়কেরা বিদ্রোহী;
তারা চোরদের সঙ্গী;
প্রত্যেকেই উপহার ভালবাসে,
উৎকোচের অন্বেষী;
তারা এতিমের সুবিচার আর করে না,
বিধবার বিবাদও তাদের কাছে আর কখনও এসে পৌঁছে না।
সেজন্য—সেনাবাহিনীর প্রভু, ইস্রায়েলের সেই শক্তিশালী প্রভুর উক্তি:
'আহা, আমি আমার বিরোধীদের কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ দাবি করব,
আমার শত্রুদের প্রতিফল দেব।
তোমার উপরে আমার হাত বাড়াব,
তোমার যত খাদ পটাশ দিয়ে শোধন করব,
তোমার সমস্ত গাদ একেবারে সরিয়ে দেব।
আমি তোমার বিচারকদের পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করব—ঠিক যেমনটি আগে ছিল,
তোমার মন্ত্রীদেরও—ঠিক যেমনটি আদিতে ছিল।
তারপরে তোমাকে ধর্মময়তার নগরী ও বিশ্বস্ত নগরী বলে ডাকা হবে।'
সিয়োন ন্যায্যতা দ্বারা মুক্ত করা হবে,
ও তার যে লোকেরা ফিরবে, তারা ধর্মময়তা দ্বারা মুক্তি পাবে।

আমোজের সন্তান ইসাইয়া যুদা ও যেরুসালেম সম্বন্ধে এ দর্শন পান:

সেই চরম দিনগুলিতে এমনটি ঘটবে,
প্রভুর গৃহের পর্বত পর্বতশ্রেণীর চূড়ায় প্রতিষ্ঠিত হবে,
উঁচু হয়ে উঠবে সমস্ত উপপর্বতের চেয়ে,
তখন সকল দেশ তার কাছে ভেসে আসবে।
বহু জাতি এসে বলবে,
'চল, আমরা গিয়ে উঠি প্রভুর পর্বতে,
যাকোবের পরমেশ্বরের গৃহে,
তিনি যেন আমাদের দেখিয়ে দেন তাঁর মার্গসকল,
আর আমরা যেন তাঁর সকল পথ ধরে চলতে পারি।'

কারণ সিয়োন থেকেই বেরিয়ে আসবে নির্দেশবাণী,
যেরুসালেম থেকেই প্রভুর বাণী।
তিনি দেশে দেশে বিচার সম্পাদন করবেন,
বহু জাতির বিবাদ মিটিয়ে দেবেন।
তারা নিজেদের খড়্গা পিটিয়ে পিটিয়ে করবে লাঙলের ফলা,
নিজেদের বর্শাকে করবে কাস্তে।
এক দেশ অন্য দেশের বিরুদ্ধে খড়্গা উঁচু করবে না,
তারা রণশিক্ষাও আর করবে না।
যাকোবকুল, চল,
প্রভুর আলোতে চলি।

শ্লোক মিখা ৪:২, যোহন ৪:২৫

℟ বহুদেশ এসে বলবে: চল, আমরা গিয়ে উঠি প্রভুর পর্বতে, তিনি যেন আমাদের দেখিয়ে দেন তাঁর মার্গসকল,
℣ আমরা যেন তাঁর সকল পথ ধরে চলতে পারি।
℟ খ্রীষ্ট বলে অভিহিত মসীহ আসছেন; তিনি যখন আসবেন, তখন সমস্তই আমাদের জানাবেন,
℣ আমরা যেন তাঁর সকল পথ ধরে চলতে পারি।

দ্বিতীয় পাঠ - সাধু ভিক্টর গির্জার সভ্য হুগের উপদেশাবলি **উপদেশ ৫**

প্রভুর আগমনের জন্য দেহ-মনের প্রস্তুতি

হে ইস্রায়েল, প্রভুকে বরণ করার জন্য প্রস্তুত হও, কারণ তিনি আসছেন। ভাইবোনেরা, এই তো প্রভুর আগমনকাল, যে কাল আধ্যাত্মিক চর্চার মাধ্যমে নিজেদের প্রস্তুত ক'রেই অতিবাহিত করা প্রয়োজন। এ হল সেই বিশেষ কাল, যে কালে ঈশ্বর আমাদের মুক্তিমূল্য দিতে, আমাদের মুক্তিকর্ম সাধন করতে, আমাদের ধর্মময় করে তুলতে, আমাদের আনন্দ দিতেই আমাদের কাছে মানবরূপে আগমন করেন। তিনি আমাদের পাপের মুক্তিমূল্য দিতে, দণ্ড থেকে আমাদের মুক্তিকর্ম সাধন করতে, ঐশঅনুগ্রহ দ্বারা আমাদের ধর্মময় করে তুলতে, স্বর্গীয় গৌরবে আমাদের আনন্দ দিতেই আগমন করেন। তাই আমরা যেন পূর্ণমাত্রায় তাঁর অনুগ্রহ পেতে পারি, সেজন্য এই পুণ্য আগমনকালে অধিক একাগ্রতার সঙ্গে আমাদের সৎকর্ম সাধনে রত থাকা প্রয়োজন। একটি রাজা যদি প্রসন্ন হয়ে আমাদের মাঝে এসে বাস করতেন, তাঁকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য আমরা অবশ্যই একাগ্রতার সঙ্গে নিজেদের এবং আমাদের পরিবেশ প্রস্তুত করতাম।

হয় তো আজ পর্যন্ত আমরা বাহ্যিক ও নীচু ধরনের কাজের বন্দি ছিলাম। তাহলে এখন আমাদের হৃদয়-কক্ষে ঢুকতে চেষ্টা করতে হবে, জানালা খুলে দিতে হবে; আমাদের দেখতে হবে এ কক্ষে মন্দ কী কী রয়েছে। মাকড়সার জাল ঝেড়ে ফেলতে হবে, মেঝেতে ঝাড়ু দিতে হবে, ধুলা ও ময়লা জায়গা পরিষ্কার করতে হবে, পরিষ্কার করা মেঝেতে সুগন্ধি দ্রব্য ও ফুল ছড়াতে হবে, রঙ্গীন কাগজ দিয়ে ঘর সাজাতে হবে। তারপর ভাল ভাল পোশাক পরে এবং ভোজের ব্যবস্থা করে আনন্দগান করতে করতে প্রভুকে অভ্যর্থনা জানাতে পুলকিত প্রাণে বেরিয়ে পড়ব। আমরা যদি এতক্ষণে বাহ্যিক ও নীচু ধরনের কাজে জড়িত, অর্থাৎ কিনা আমরা যদি পাপে লিপ্ত, তাহলে আমাদের হৃদয়ে ফিরে আসতে হবে—নবী নিজেই তো একথা বললেন, *পাপী মানুষ, তোমরা নিজেদের হৃদয়ে ফিরে এসো।*

আধ্যাত্মিক ইন্দ্রিয়গুলি হল এ কক্ষের জানালা। সেগুলির মধ্য দিয়ে ঐশপ্রজ্ঞা আমাদের উপর আলোকপাত করে এবং আমাদের মনের গভীরতম স্থান আলোকিত করে। তাই আমরা সচেতনতার মধ্য দিয়ে এ

জানালাগুলো খুলে দেব, গর্ব নমিত করে মাকড়সার জাল ঝেড়ে ফেলব, পাপস্বীকার করে মেঝেতে ঝাড়ু দেব, তপস্যা করে মেঝেতে ফুল ছড়াব, সদ্‌গুণ চর্চা করে রঙ্গীন কাগজ দিয়ে কক্ষটি সাজাব, সদাচরণের মধ্য দিয়ে ভাল ভাল পোশাক পরব, পবিত্র শাস্ত্র পাঠ ও ধ্যান করে ভোজের ব্যবস্থা করব, প্রভুর অবিরত বন্দনা করে সামসঙ্গীত গান করব। প্রভুকে বরণ করতে হলে এটি হল আমাদের আবশ্যক প্রস্তুতি। তবে আমরা তাঁরই আগমনের যোগ্য হয়ে উঠব, যিনি বিশ্বরাজ ও জীবনেশ্বর রূপে যুগে যুগে বিরাজমান। আমেন।

শ্লোক যোয়েল ২:১৫; ইসা ৬২:১১; যেরে ৪:৫ দ্রঃ

প্র সিয়োনে তুরি বাজাও, উপবাস পালনে নিজেদের পবিত্র কর, মহাসভা আহ্বান কর, সকলের কাছে সুসমাচার প্রচার কর :

উ আমাদের ত্রাণেশ্বর আসছেন।

প্র শুভসংবাদ ঘোষণা কর, তা সকলকে শোনাও, চিৎকার করে তা জ্ঞাত কর :

উ আমাদের ত্রাণেশ্বর আসছেন।

মঙ্গলবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - ইসা ৮:১-১৮

নবীর সন্তান চিহ্ন হিসাবে উপস্থাপিত

প্রভু আমাকে বললেন, ‘বড় একটা ফলক নাও, ও সাধারণ একটা কলম দিয়ে লেখ, মাহের-শালাল-হাশ-বাসের সমীপে। এবং বিশ্বাসযোগ্য সাক্ষীরূপে যাজক উরিয়া ও যেবারাখিয়ার সন্তান জাখারিয়াকে নাও।’ পরে নারী-নবীর সঙ্গে আমার মিলন হলে তিনি গর্ভবতী হয়ে একটি পুত্রসন্তান প্রসব করলেন। প্রভু আমাকে বললেন, ‘এর নাম মাহের-শালাল-হাশ-বাস রাখ, কারণ বালকটির “বাপ-মা” একথা উচ্চারণ করার জ্ঞান হওয়ার আগেই দামাস্কাসের ঐশ্বর্য ও সামারিয়ার লুণ্ঠিত সম্পদ আসিরিয়ার রাজার চোখের সামনেই কেড়ে নেওয়া হবে।’

প্রভু আমার সঙ্গে আর একবার কথা বললেন; তিনি আমাকে বললেন, ‘যেহেতু এই লোকেরা সিলোয়ার শান্ত গতি-জলস্রোত অগ্রাহ্য করে এবং রেজিনকে ও রেমালিয়ার সন্তানকে নিয়ে মেতে ওঠে, সেজন্য দেখ, প্রভু নদীর প্রবল ও প্রচুর জলরাশি, অর্থাৎ আসিরিয়া-রাজ ও তার সমস্ত প্রতাপ তাদের বিরুদ্ধে আনবেন; নদীটা ফেঁপে উঠে সমস্ত খাল ভরে দেবে, তার সমস্ত কূল ছাপিয়ে যাবে; তা যুদা দেশের মধ্যে প্রবেশ করবে, উথলে উঠে সবকিছুর উপর দিয়ে বয়ে বয়ে ঘাড় পর্যন্ত উঠবে; আর তার বিস্তৃত ডানা, হে ইম্মানুয়েল, তোমার সমগ্র দেশের বিস্তার ঢেকে দেবে।

জাতিসকল, কম্পিত হও, তোমাদের টুকরো টুকরো করা হবে;
সুদূর দেশগুলো, তোমরা সকলে শোন :
অস্ত্র বেঁধে নাও, তবু তোমাদের টুকরো টুকরো করা হবে,
হ্যাঁ, অস্ত্র বেঁধে নাও, তবু তোমাদের টুকরো টুকরো করা হবে।
মতলব আঁট, তবু তা ব্যর্থ হবে;
ঘোষণাপত্র প্রস্তুত কর, তবু তা নিষ্ফল হবে,
কারণ ঈশ্বর আমাদের সঙ্গে আছেন।’
কেননা, যখন প্রভুর প্রবল হাত আমাকে ধারণ করল,

যখন তিনি এই জাতির পথে পা বাড়াতে আমাকে নিষেধ করলেন,
তখন প্রভু আমাকে ঠিক একথা বললেন :
‘এই জাতি যা চক্রান্ত বলে ডাকে, তা তোমরা চক্রান্ত বলো না ;
এরা যাতে ভীত, তাতে তোমরা ভীত হয়ো না—না, আতঙ্কিত হয়ো না।’
সেনাবাহিনীর প্রভু যিনি, কেবল তাঁকেই তোমরা পবিত্র বলে মান ;
কেবল তিনিই হোন তোমাদের ভয় ও আতঙ্কের কারণ।
তিনিই হবেন পবিত্রধাম ;
আবার, ইস্রায়েলের উভয় কুলের জন্য তিনি হবেন
এমন প্রস্তর যা পদস্খলন ঘটাবে, এমন পাথর যাতে লোকে হোঁচট খাবে :
যেরুসালেম-বাসীদের জন্য একটা ফাঁদ, একটা ফাঁস।
তাদের মধ্যে অনেকে হোঁচট খেয়ে পড়বে—তারা চূর্ণবিচূর্ণ হবে ;
ধরা পড়বে, বন্দি হবে।
এই সাক্ষ্যবাণীতে বাঁধন দেওয়া হোক,
এই নির্দেশবাণী সীলমোহরে যুক্ত করা হোক আমার শিষ্যদের হৃদয়ে !
আমি প্রভুতে আস্থা রাখি, যিনি যাকোবকুল থেকে শ্রীমুখ লুকিয়ে রাখছেন ;
হ্যাঁ, আমি তাঁর উপরেই আশা রাখি।
এই দেখ, আমি ও সেই সন্তানেরা, প্রভু যাদের আমাকে দিয়েছেন,
সিয়োন পর্বতে যাঁর আবাস, সেনাবাহিনীর সেই প্রভুর পক্ষ থেকে
এই আমরা ইস্রায়েলের কাছে চিহ্ন ও অলৌকিক লক্ষণ স্বরূপ।

শ্লোক যেরে ৩১:১০; ৪:৫ দ্রঃ

℟ জাতি-বিজাতি, প্রভুর বাণী শোন, পৃথিবীর শেষ প্রান্ত পর্যন্ত তা প্রচার কর,
℣ সুদূর উপকূলকে বল, আমাদের ত্রাণকর্তা আসছেন !
℟ শুভসংবাদ ঘোষণা কর, তা সকলকে শোনাও, চিৎকার করে তা জ্ঞাত কর ;
℣ সুদূর উপকূলকে বল, আমাদের ত্রাণকর্তা আসছেন !

দ্বিতীয় পাঠ - সাধু বার্নার্ডের উপদেশাবলি **প্রভুর আগমন, উপদেশ ৭**

ত্রাণকর্তার আগমনের প্রয়োজনীয়তা

আমরা যখন প্রভুর আগমনকাল কৃতজ্ঞচিত্তে উদ্‌যাপন করি, তখন আমাদের কর্তব্য ছাড়া আমরা বেশি কিছু করি না, কেননা তিনি যে আমাদের কাছে এলেন তা শুধু নয়, তিনি বরং আমাদের খাতিরেই এলেন—আমরা তাঁকে যা কিছু দিতে পারি না কেন, তাঁর পক্ষে এর কোন প্রয়োজনই নেই। তাছাড়া যে মহান উদারতা নিয়ে তিনি প্রসন্ন হয়ে আমাদের সঙ্গে ব্যবহার করেন, তাতে স্পষ্ট প্রকাশ পায় আমাদেরই প্রয়োজনের মাত্রা। আসলে, যেমন ঔষধের দাম থেকে রোগের অবস্থা অনুমান করা যায়, তেমনি বিবিধ প্রতিকার থেকে বিভিন্ন রোগ-ব্যাধির আভাস পাওয়া যায়। আমরা যদি বিভিন্ন ধরনের যন্ত্রণায় না ভুগতাম, তাহলে কেন বিবিধ প্রকার ঐশঅনুগ্রহ বিতরণ করা হল?

আমাদের বিভিন্ন ধরনের প্রয়োজনের কথা একটা উপদেশের সীমিত সময়ের মধ্যে বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করা অবশ্যই কঠিন ; যাই হোক, আপাতত তিন ধরনের প্রয়োজনের কথা আমার মনে পড়ে, যেগুলো সর্বপ্রধান ও সকলের বেলায় প্রযোজ্য। আমাদের মধ্যে এমন কেউই নেই যিনি পরামর্শ বা শক্তি বা রক্ষার কথা মাঝে মাঝে প্রয়োজন না মনে করেন। মানবস্বরূপে যে ত্রিবিধ দুর্বলতা বিদ্যমান, একথা সন্দেহের অতীত। আমরা

যারা মৃত্যু-ছায়ার দেশে বাস করি, যারা দুর্বল শরীরের অধিকারী এবং প্রলোভন দ্বারা আক্রান্ত, আমরা সবাই এ ব্যাপারে গভীর চিন্তা-ভাবনা করলে অবশ্যই একমত হব যে সত্যি আমরা এ ত্রিবিধ প্রতিবন্ধনের দীনাবস্থায় ভুগছি। আমাদের প্রচেষ্টায় আমরা অক্ষম, প্রতিরোধের সময়ে দুর্বল; ফলে খুব সহজে পথভ্রষ্ট হয়ে পড়ি। ভাল-মন্দ নির্ণয় করতে গিয়ে আমরা তো প্রবঞ্চিত; সৎকাজ করতে গিয়ে অকৃতকার্য; মন্দ কিছু প্রতিরোধ করতে গিয়ে পরাভূত ও পরাজিত!

তাই ত্রাণকর্তার আগমন প্রয়োজন ছিল। তেমন দুর্বলতায় আক্রান্ত মানুষের পক্ষে খ্রীষ্টের উপস্থিতি অপরিহার্য। আহা, অনুগ্রহপূর্বক তিনি আপন মঙ্গলময়তায় আমাদের কাছে আসুন, যেন বিশ্বাস গুণে আমাদের অন্তরে বাস ক'রে তিনি আমাদের অন্ধতা আলোকিত করেন, আমাদের সঙ্গে থেকে আমাদের দুর্বলতায় বলবান করেন, আমাদের পক্ষে দাঁড়িয়ে আমাদের ভঙ্গুরতায় রক্ষা ও পালন করেন! তিনি আমাদের অন্তরে থাকলে কে আমাদের প্রবঞ্চনা করবে? তিনি আমাদের সঙ্গে থাকলে, তবে যিনি আমাদের বলবান করেন, তাঁর মধ্যে থাকলে আমাদের পক্ষে কঠিন আর কীবা থাকতে পারে? তিনি আমাদের পক্ষে দাঁড়ালে, কেবা দাঁড়াবে আমাদের বিপক্ষে? তিনি এমন সুমন্ত্রণাদাতা যিনি প্রবঞ্চনা করেন না, প্রবঞ্চিতও হতে পারেন না; তিনি এমন বলবান সহায় যিনি কখনও ক্লান্তি বোধ করেন না, তিনি এমন প্রকৃত বীর যিনি পলকেই শয়তানকে পদদলিত করে তার যত ফন্দি বাতাসে উড়িয়ে দেবেন।

ঈশ্বরের প্রজ্ঞা বলে খ্রীষ্টের কাছে অজ্ঞকে প্রবুদ্ধ করা সহজ। ঈশ্বরের শক্তি বলে তাঁর কাছে পাপীকে পুনরুজ্জীবিত করা ও বিপদমুখীকে উদ্ধার করা অধিক স্বাভাবিক। তবে এসো, সন্দেহের সময়ে এ মহান গুরুর কাছে যাই, দুর্দশার সময়ে এ ইচ্ছুক সহায়ককে ডাকি, সংগ্রামের দিনে এ নির্ভরযোগ্য রক্ষাকর্তার হাতে প্রাণ সঁপে দিই। আমাদের মধ্যে, আমাদের সঙ্গে, আমাদের জন্য বাস ক'রে আমাদের অন্ধকার আলোকিত করার জন্য, আমাদের কষ্ট হালকা করার জন্য, যত বিপদ আমাদের ঘিরে ফেলে সেই সবকিছু দূর করার জন্য—ঠিক এ উদ্দেশ্যেই তো তিনি জগতে এলেন।

শ্লোক হাবা ২:৩; হিব্রু ১০:৩৭ দ্রঃ

℟ তাঁর কথামত তিনি শেষে আবির্ভূত হবেন।
℣ তিনি দেরি করলেও তাঁর প্রতীক্ষায় থাক, কারণ তাঁর আগমন আবশ্যক।
℟ অতি অল্পকাল বাকি আছে, আর যাঁর আসবার কথা তিনি এসে উপস্থিত হবেন।
℣ তিনি দেরি করলেও তাঁর প্রতীক্ষায় থাক, কারণ তাঁর আগমন আবশ্যক।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - ইসা ২:৬-২২; ৪:২-৬

ঈশ্বর আপন জনগণের বিচার করেন

তুমি তো তোমার আপন জনগণকে,
সেই যাকোবকুলকে পরিত্যাগ করেছ,
কারণ তারা পুবদেশের মন্ত্রজালিকে ভরা,
ফিলিস্তিনিদের মত দৈবগণনা চর্চা করে,
বিজাতীয়দের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে চলে।
দেশ রুপো ও সোনায় ভরা, তার ধনরাশির সীমা নেই;
দেশ ঘোড়ায় ভরা, তার রথের সংখ্যা নেই।
দেশ দেবমূর্তিতে ভরা:

তারা তাদের নিজেদের হাতের কাজের সামনে প্রণত হয়,
হ্যাঁ, তাদের আঙুল যা গড়েছে, তারই সামনে!
এজন্য আদমকে অবনমিত করা হবে,
মানুষকে নমিত করা হবে;
তুমি তাদের আবার উচ্চ করো না।
শৈলের মধ্যে যাও, ধুলায় লুকাও,
ভয়ঙ্কর প্রভুর দর্শনে অভিভূত হয়ে,
তাঁর জ্যোতির্ময় মহিমায় সন্ত্রাসিত হয়ে।
আদম নিজের উদ্ধত চোখ নত করবে,
অবনমিত হবে মানুষের গর্ব;
সেদিন কেবল প্রভুই উন্নীত হবেন।
কেননা যা কিছু গর্বিত ও উদ্ধত,
যা কিছু উচ্চ করা হয়, সেই সমস্ত কিছুরই বিরুদ্ধে
সেনাবাহিনীর প্রভুর এমন দিন আসছে,
যেন তাদের সকলকে নত করা হয়—
হ্যাঁ, লেবাননের উচ্চ ও উন্নত সমস্ত এরসগাছের বিরুদ্ধে,
বাশানের সমস্ত ওক্ গাছের বিরুদ্ধে,
উচ্চ যত পর্বতের বিরুদ্ধে,
গর্বোদ্ধত সমস্ত উপপর্বতের বিরুদ্ধে,
অতি উচ্চ যত দুর্গের বিরুদ্ধে,
অগম্য সমস্ত নগরপ্রাচীরের বিরুদ্ধে,
তার্সিসের সমস্ত জাহাজের বিরুদ্ধে,
বহুমূল্য বলে যা গণ্য, সেই সবকিছুর বিরুদ্ধে!
আদমের দর্প নত করা হবে,
মানুষের গর্ব অবনমিত করা হবে;
সেদিন কেবল প্রভুই উন্নীত হবেন,
আর যত দেবমূর্তি নিঃশেষে বিলুপ্ত হবে।
লোকেরা শৈলের গুহাতে ও পৃথিবীর ফাটলের মধ্যে যাবে,
ভয়ঙ্কর প্রভুর দর্শনে অভিভূত হয়ে,
তাঁর জ্যোতির্ময় মহিমায় সন্ত্রাসিত হয়ে,
যখন তিনি পৃথিবীকে কম্পান্বিত করতে উত্থিত হবেন।

সেদিন প্রত্যেকেই পূজার জন্য তৈরি করা যত রুপোর মূর্তি ও সোনার মূর্তি ইঁদুরের ও বাদুড়ের কাছে ফেলে দেবে,

এবং শৈলের ফাটলে ও খাড়া পাহাড়ের ফাঁকের মধ্যে যাবে,
ভয়ঙ্কর প্রভুর দর্শনে অভিভূত হয়ে,
তাঁর জ্যোতির্ময় মহিমায় সন্ত্রাসিত হয়ে,
যখন তিনি পৃথিবীকে কম্পান্বিত করতে উত্থিত হবেন।
তাই তোমরা আদম-সঙ্গ ত্যাগ কর,

যার নাকে রয়েছে শ্বাসমাত্র!
তাকে কী মূল্য দেওয়া যায়?
সেদিন প্রভুর সেই বীজাঙ্কুর কান্তিতে ও গৌরবে বেড়ে উঠবে;
ইস্রায়েলের যারা রেহাই পাবে,
তখন দেশভূমির ফল হবে তাদের গর্ব, তাদের ভূষণ।
সিয়োনে যাদের অবশিষ্ট রাখা হবে,
যেরুসালেমে যে কেউ বাকি থাকবে,
তারা পবিত্র বলে অভিহিত হবে,
—অর্থাৎ তারা, যেরুসালেমে জীবিত থাকবে বলে যাদের নাম লেখা আছে।
প্রভু বিচারের আত্মা ও দহনের আত্মা দ্বারা
সিয়োন কন্যাদের মলিনতা ধৌত করার পর,
যেরুসালেমের মধ্য থেকে যত রক্তচিহ্ন মুছে দেবার পর
প্রভু সিয়োন পর্বতের সমস্ত আবাসের উপরে
ও সেখানে সমবেত সকলের উপরে সৃষ্টি করবেন
দিনের বেলায় একটি মেঘ,
ও রাতের বেলায় উজ্জ্বল অগ্নিশিখাময় ধূম;
হ্যাঁ, সমস্ত কিছুর উপরে
ঐশগৌরব যেন চাঁদোয়ার মত বিরাজ করবে,
পর্ণকুটিরের মত দিনমানের গরমে দেবে ছায়া,
ঝড় ও বর্ষার দিনে দেবে আশ্রয় ও ছাউনি।

শ্লোক ইসা ২:১১; মথি ২৪:৩০ দ্রঃ

প্ সেদিন উদ্ধত মানুষের চোখ নত করা হবে, অবনমিত করা হবে দাম্ভিকদের গর্ব;
উ কেবল প্রভুই উন্নীত হবেন।
প্ তারা দেখতে পাবে, মানবপুত্র আকাশের মেঘবাহনে মহাপরাক্রমে ও মহাগৌরবে আসছেন;
উ কেবল প্রভুই উন্নীত হবেন।

দ্বিতীয় পাঠ - মথি-রচিত সুসমাচারে সাধু পাস্কাসিউসের ব্যাখ্যা **৪র্থ পুস্তক, ৬ষ্ঠ অধ্যায়**

প্রভুর পুনরাগমনের জন্য ভক্তদের আকাঙ্ক্ষা

যত কর্তৃত্ব, আধিপত্য ও শক্তি ধ্বংস করার পর খ্রীষ্ট মহাপ্রতাপে তাঁর আপন রাজ্য এই আমাদের সকলকে পিতা ঈশ্বরের হাতে অর্পণ করবেন, যেন আমরা যারা সেই সবকিছুর দিকে চোখ নিবদ্ধ রাখি যা তিনি আপন ভক্তদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছেন—*যা কোন চোখ কখনও দেখেনি, কোন কান কখনও শোনেনি, কোন মানুষের মন কখনও উপলব্ধি করেনি*—আমাদের সবার মধ্যে তিনি যেন সবই হতে পারেন। নিঃসন্দেহে তেমন রাজ্যেরই কথা তখন প্রদর্শিত, যখন জগৎশেষে মনোনীতদের কাছে বলা হবে, *এসো, আমার পিতার আশীর্বাদের পাত্র যে তোমরা, জগৎপত্তনের সময় থেকে যে রাজ্য তোমাদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে, তা উত্তরাধিকাররূপে গ্রহণ কর।*

তাই যে কেউ সেই রাজ্যে স্থান পেয়েছ বলে উল্লসিত, এসো। বিশ্বাস গভীরতর কর, আশায় আরও ধৈর্যশীল হও, ভক্তির সীমা বিস্তারিত কর, মনোযোগের সঙ্গে ও সর্বান্তঃকরণে প্রার্থনা কর যেন এ রাজ্য দৈনন্দিন বিশ্বাসীদের সংখ্যাবৃদ্ধির দিক থেকেই শুধু না বাড়ে, বরং সকল খ্রীষ্টভক্তের অন্তরেই তার সীমা বিস্তারলাভ

করে। প্রার্থনা কর যেন অনিষ্ট সম্পূর্ণ রূপে ধ্বংসিত হয়, এবং রাজ্য যেন সদ্‌গুণাবলির আলোতে উজ্জ্বলতর হয়ে ওঠে।

তাছাড়া তোমার মনশ্চক্ষু যেন সেই চরম প্রতিশ্রুত দিনটির দিকে নিবদ্ধ থাকে, যেদিন তুমি তোমার দত্তকপুত্রত্ব লাভে অধ্যবসায়ী হয়ে থাকলে একথা শুনতে পাবে, *এসো, আমার পিতার আশীর্বাদের পাত্র যে তোমরা, রাজ্য উত্তরাধিকাররূপে গ্রহণ কর।* তোমার বিশ্বাস ও ভক্তির চোখ বিস্তারলাভ করুক, প্রার্থনার মধ্য দিয়ে তোমার সেই চোখ যেন এক নিমেষে সেই সবকিছু দেখতে পায় যা সদ্‌গুরু স্বল্প কথার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। প্রার্থনা কর যেন পিতা ঈশ্বরের রাজ্য প্রত্যেক জনের অন্তরে আগমন করতে পারে; প্রার্থনা কর যেন যত পাপ বিলীন হলে পর সেই রাজ্য বিশ্বাসীদের সদ্‌গুণাবলির মধ্য দিয়ে তাদের অন্তরে সীমা বিস্তারিত ক'রে ঐশস্বরূপের যথাযোগ্য মর্যাদা গুণে উজ্জ্বলতর হয়ে উঠতে পারে। এ পর্যায়ে রাজ্যের সাময়িক মাত্রা সমাপ্তি লাভ করে, আর এ সমাপ্তির বৈশিষ্ট্য হবে চিরস্থায়ী অধিকতর দিব্য গৌরবের আরম্ভ।

তেমন প্রার্থনা করতে কোন পাপী মানুষ কখনও সাহস করবে না, কেননা পাপীরা বিচারকের বিচারালয় দেখতে আকাঙ্ক্ষা করে না। তাঁর আগমনে বিজয়মালার পুরস্কার পাবার কোন আশা নেই তো তাদের! তাদের বরং এ ভয় আছে, তাদের নিজেদের বিবেকের সাক্ষ্যদানের ফলেও তারা নিজেদের অপরাধের জন্য শাস্তি ভোগ করবে।

তাই যে কোন শ্রেণির মানুষ, এসো। ইহজীবনে থাকাকালে তুমি কমপক্ষে ঘৃণ্য রিপু বর্জন করতে আকাঙ্ক্ষা কর; তাও আকাঙ্ক্ষা কর, যেন সদ্‌গুণের রাজ্য তোমার অন্তরে আগমন করে, কেননা ঈশ্বর সদ্‌গুণেরই ঈশ্বর, রিপুর ঈশ্বর নন। খ্রীষ্টের অঙ্গগুলির সংখ্যায় পরিগণিত হতে আকাঙ্ক্ষা কর, যাতে গোটা দেহ যার জন্য প্রার্থনা করুক না কেন, তুমিও অঙ্গ হিসাবে সেই প্রার্থনায় অন্তর্ভুক্ত হতে পার—অবশ্যই, তুমি যদি ইতিমধ্যে আশা, বিশ্বাস ও ভক্তি গুণে নবসৃষ্ট হয়ে থাক! তবে প্রার্থনা, সৎকাজ ও জীবনাচরণের মধ্য দিয়ে তুমিও মাথা ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কাজে বিশ্বস্ততার সঙ্গে যোগ দিতে পারবে। তা না হলে সেই বিচারের আগমন যতই অপছন্দ কর না কেন, তুমি সেই বিচার কোন মতে এড়াতে পারবেই না, এবং তোমার দুরাচারের জন্য যে শাস্তি ভয় করছ, ঠিক সেই শাস্তি ভোগ করবে।

আমার কত না ইচ্ছে, তুমি যেন সহিষ্ণুতা শেখ এবং অক্লান্তিকর পরিশ্রমে তোমার যেন অভ্যাস হয়। ভেবে দেখ কত দিন আগে ঈশ্বরের পবিত্র মণ্ডলী *তোমার রাজ্যের আগমন হোক* এ প্রার্থনা করতে শুরু করল; আর যদিও তা দৈনন্দিন বৃদ্ধি পায়, তবুও সেই রাজ্যের আগমন এখনও স্থগিত রয়েছে। আমি একথা বললাম যেন তুমি এ প্রার্থনা করা সত্ত্বেও যদি সঙ্গে সঙ্গে প্রার্থনার ফল না দেখ, তবুও তুমি যেন মহা একাগ্রতার সঙ্গে সংগ্রামে রত থেকে কোন ক্লান্তি না মান, কেননা এ বিলম্বের কারণেই তো ঈশ্বরের রাজ্যকে অন্বেষণ করা হয়। বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে যার দিকে অগ্রসর হচ্ছি, নিশ্চিত আশার মধ্য দিয়ে তা ইতিমধ্যে পেয়েই গেছি, এবং আমাদের জ্বলন্ত ভক্তির উদ্দীপনায় যত বাধা অতিক্রম করছি। সেই ভক্তি প্রেরণা দেয় আমরা যেন অবিরত পরিশ্রম করি—যতক্ষণ না ঐশরাজ্যের আগমন হয়।

শ্লোক ফিলি ৩:২০-২১; তীত ২:১২-১৩

প্র আমরা তো পরিত্রাতারূপে প্রভু যীশুখ্রীষ্টেরই প্রতীক্ষায় রয়েছি।
উ তিনি আমাদের হীনাবস্থার এই দেহটি রূপান্তরিত ক'রে তাঁর আপন গৌরবময় দেহের সমরূপ করবেন।
প্র এসো, আমরা এই বর্তমান যুগে আত্মসংযত, ধর্মময়, ভক্তিময় জীবন যাপন করি, এবং সেই সুখময় আশার প্রতীক্ষায়, এবং আমাদের মহান ঈশ্বরের গৌরবপ্রকাশের প্রতীক্ষায় থাকি।
উ তিনি আমাদের হীনাবস্থার এই দেহটি রূপান্তরিত ক'রে তাঁর আপন গৌরবময় দেহের সমরূপ করবেন।

বুধবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - ইসা ৯:১-৬

শান্তিরাজের আগমন

যে জাতি অন্ধকারে পথ চলত, তারা মহান এক আলো দেখতে পেল ;
যারা মৃত্যু-ছায়ার দেশে বসে ছিল, তাদের উপর আলো জ্বলে উঠল।
তুমি বাড়িয়েছ পুলক, আনন্দ করেছ মহান,
তোমার সম্মুখে তারা আনন্দ করে,
যেইভাবে শস্য কেটে লোকে আনন্দ করে,
যেইভাবে লুটের মাল ভাগ ক'রে লোকে পুলকিত হয়।
কারণ সেই যে জোয়াল তাদের উপর চেপে ছিল,
তাদের কাঁধে সেই বাঁক, তাদের অত্যাচারীর সেই দণ্ড
তুমি ভেঙে ফেলেছ মিদিয়ানের সেদিনের মত।
তুমুল যুদ্ধে পরা যত সৈন্যের পাদুকা,
রক্তমাখা যত পোশাক
পুড়িয়ে দেওয়া হবে, হবে আগুনের ইন্ধন।
কারণ এক শিশু জন্ম নিয়েছেন আমাদের জন্য,
এক পুত্রসন্তানকে দেওয়া হয়েছে আমাদের,
তাঁর কাঁধে রয়েছে আধিপত্য-ভার,
তাঁর নাম রাখা হল 'আশ্চর্য মন্ত্রণাদাতা, শক্তিশালী ঈশ্বর,
সনাতন পিতা, শান্তিরাজ'।
সীমাহীন শান্তিতে তিনি আধিপত্য প্রসারিত করবেন
দাউদের সিংহাসন ও রাজ্যের উপর,
ন্যায় ও ধর্মময়তায় তা দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত ও সুদৃঢ় করার জন্য
এখন থেকে চিরকাল ধরে।
এসব কিছু সাধন করবে সেনাবাহিনীর প্রভুর উত্তপ্ত প্রেম।

শ্লোক   লুক ১:৩২; ইসা ৯:৫

℟ প্রভু ঈশ্বর তাঁকে দান করবেন তাঁর পিতৃপুরুষ দাউদের সিংহাসন,
℣ আর তিনি যাকোবকুলের উপর রাজত্ব করবেন চিরকাল।
℟ তাঁর নাম হবে শক্তিশালী ঈশ্বর, সনাতন পিতা, শান্তিরাজ।
℣ আর তিনি যাকোবকুলের উপর রাজত্ব করবেন চিরকাল।

দ্বিতীয় পাঠ - সাধু পিতর দ্য ক্লুয়ার উপদেশাবলি **প্রভুর আগমন, উপদেশ ৩**

খ্রীষ্টের ত্রিবিধ আগমন

আমরা যেন এই বর্তমান যুগে আত্মসংযত, ধর্মময়, ভক্তিময় জীবন যাপন করি, এবং সেই সুখময় আশার প্রতীক্ষায়, আমাদের মহান ঈশ্বর ও ত্রাতা যীশুখ্রীষ্টের গৌরব প্রকাশের প্রতীক্ষায়—সাধু পল অনুসারে এ হল ইহজগতে আমাদের কর্তব্য।

প্রভুর আগমন ত্রিবিধ: প্রথমটা মাংসগত ভাবে, দ্বিতীয়টা মানুষের আত্মায়, তৃতীয়টা শেষ বিচার উপলক্ষে। প্রথমটা ঘটেছিল মাঝরাতের দিকে, দ্বিতীয়টা প্রভাতে, তৃতীয়টা মধ্যাহ্নে। প্রথমটার বেলায় সুসমাচারের এ সত্যবাণী খাটে, *মাঝরাতে রব উঠল, দেখ, বর!* মাঝরাতে বলতে আমি পূর্ণ নিস্তব্ধতায় রাত্রিকালীন প্রহরগুলির মন্থর গতিধারা বুঝি। ইহুদী ও গ্রীক উভয় জাতি অন্ধকারেই চলছিল; বরের আগমনে রব উঠল। তখন রাতের নিস্তব্ধতা ভেঙে গেল: যিনি অন্ধকারের গভীরতায় আলো-বহনকারী, তিনি এসে রাত্রি দূর করে দিয়ে দিবস গড়লেন।

রাতে সেই যে রব উঠল, কার্ রব? সবকিছুর উপরে নিস্তব্ধতা বিরাজ করছিল, রজনী অর্ধপথ পেরিয়ে যাচ্ছিল আর সেই সর্বশক্তিমান বাণী আপন রাজাসন ছেড়ে নেমে আসবার মনস্থ করছিলেন, এমন সময় নবীরা খ্রীষ্টের আগমনের কথা জানতে পেরে আনন্দরব তুলে নিস্তব্ধতা ভেঙে দিলেন। কলরব তখন অতি উচ্চ বটে, কেননা এক একজন নবী নিজ নিজ প্রেরণা মতই রব তুলছিলেন, আবার সকলে একই সময়ে।

যদি চাই খ্রীষ্টের আগমন আমাদের পক্ষে মুক্তিদায়ী হবে, তাহলে এসো, তাঁর আসার জন্য নিজেদের প্রস্তুত করি। ইস্রায়েলকে উদ্দেশ্য করে নবী আমাদেরও শিক্ষা দিয়ে বলেন, *ইস্রায়েল, তোমার ঈশ্বরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে প্রস্তুত হও। ভ্রাতৃগণ, প্রস্তুত থাক, কেননা যে ক্ষণ তোমরা কল্পনা করবে না, সেই ক্ষণে মানবপুত্র আসবেন।* খ্রীষ্টের প্রথম আগমন হয়েই গেছে: মানুষের মাঝে সেই খ্রীষ্ট *দৃশ্যমান হয়ে মানুষের সঙ্গে বসবাস করে গেছেন।* আমাদের খাতিরে নিজের দেহে বিধান পূর্ণ করার জন্যই খ্রীষ্ট এসেছিলেন; কেননা, প্রেরিতদূতের কথা অনুসারে, যেহেতু একটা উইল দাতার মৃত্যুর পরেই মাত্র কার্যকর হয়, সেজন্য তিনি আমাদের মুক্তির সন্ধি ক্রুশের উপরেই নিজ বাণী, আত্মা ও কর্মে কার্যকর করেছেন।

আমরা তাঁর দ্বিতীয় আগমনের পর্যায়ে রয়েছি—অবশ্যই, আমরা যদি এমন, যার ফলে তিনি আমাদের কাছে আসতে প্রসন্ন হবেন। তাঁকে ভালবাসলে, তবে আমরা নিশ্চিত যে তিনি এসে আমাদের সঙ্গে থাকবেন। সুতরাং তাঁর এ আগমন একটা শর্তের উপর নির্ভর করে।

তাঁর তৃতীয় আগমন সম্বন্ধে নিশ্চিত কথা যে তা ঘটবেই ঘটবে, কিন্তু যে কখন ঘটবে তা সম্পূর্ণ রূপে অনিশ্চিত। মৃত্যুর চেয়ে নিশ্চিত কী আছে? অথচ মৃত্যুক্ষণের চেয়ে অনিশ্চিত আর কিছু নেই। এ জীবনকালে আমাদের একমাত্র নিশ্চয়তা হল যে আমাদের কোন নিশ্চয়তা নেই। কবে আমরা সুস্থ আর কবে অসুস্থ; কবে সৌভাগ্যের জন্য আনন্দিত আর কবে দুর্ভাগ্যের জন্য দুঃখিত; কবে জীবিত আর কবে মৃত। বয়স বা লিঙ্গ, মৃত্যু কোন কিছুরই মন রেখে চলে না।

আহা, কতই না ধন্য সেই মানুষ যে নিশ্চয়তার সঙ্গে বলতে পারে, *আমার অন্তর সুস্থির, হে পরমেশ্বর, আমার অন্তর সুস্থির!* তেমন ব্যক্তিই তো প্রভুর প্রথম আগমন থেকে অনুগ্রহের ফল সংগ্রহ ক'রে তাঁর দ্বিতীয় আগমন থেকে পরিত্রাণ ও গৌরবের ফল সংগ্রহ করবে; কেননা প্রথম আগমন দ্বিতীয়টার পথ খুলে দেয়, এবং দ্বিতীয়টা তৃতীয়টার জন্য আমাদের প্রস্তুত করে। প্রথমটা ছিল গুপ্ত ও বিনীত, দ্বিতীয়টা হচ্ছে রহস্যময় ও অপরূপ, তৃতীয়টা হবে প্রকাশ্য ও ভয়ঙ্কর। প্রথম আগমনে তিনি আমাদের কাছে নেমে এসেছিলেন যাতে দ্বিতীয় আগমনে আমাদের অন্তরেই ঢুকতে পারেন; দ্বিতীয় আগমনে তিনি আমাদের অন্তরে এলেন যাতে তৃতীয় আগমনকালে তাঁকে আমাদের বিরুদ্ধেই না আসতে হয়। প্রথম আগমনে তিনি করুণা দেখিয়েছিলেন, দ্বিতীয় আগমনে অনুগ্রহ দান করেন, তৃতীয় আগমনে গৌরব দান করবেন, কেননা *প্রভু অনুগ্রহ দান করেন, দান করেন গৌরব।*

প্রভু পুণ্যজনদের তাদের পরিশ্রমের যোগ্য মজুরি দেবেন। তাঁর এ আগমন সম্বন্ধে তিনি বলেন, *দেখ, আমি শীঘ্রই আসছি; দেওয়ার মজুরি আমার কাছে থাকবে, আমি প্রত্যেককে যে যার কর্ম অনুযায়ী প্রতিফল দেব।* আমরা যাঁকে পরিত্রাতা রূপে গ্রহণ করেছি, বিচারক রূপে যাঁর অপেক্ষায় রয়েছি, সেই খ্রীষ্ট যীশু আমাদের দুষ্কর্ম না ধরে বরং তাঁর মহাকরুণা গুণেই আমাদের ত্রাণ করুন।

শ্লোক প্রজ্ঞা ১০:১৭ দ্রঃ

℟ দেখ, আমাদের রাজা আসবেন, তাঁর সকল পুণ্যজন তাঁর সঙ্গে,
℣ তাদের পরিশ্রমের মজুরি দেবার জন্য।
℟ দেখ, রাজাধিরাজ প্রভু আসবেন,
℣ তাদের পরিশ্রমের মজুরি দেবার জন্য।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - ইসা ৫:১-৭

আঙুরলতা বিষয়ক গান :
আপন অবিশ্বস্ত জনগণের প্রতি প্রভুর ভালবাসা

আমার সখার উদ্দেশে আমি একটা গান গাইব,
তার আঙুরখেতের প্রেমগান।
আমার সখার ছিল একটা আঙুরখেত,
উর্বরতম এক উপপর্বতের উপর।
সে তার চারপাশ কোদাল দিয়ে কোপাল, তার যত পাথর তুলে ফেলল,
সেখানে পুঁতল সেরা আঙুরগাছ;
তার মাঝখানে একটা উচ্চ দুর্গ গেঁথে তুলল,
মাড়াইকুন্ডও খুঁড়ে নিল।
সে প্রত্যাশা করছিল, লতায় ফল ধরবে,
কিন্তু ধরল বুনো আঙুর।
তাই এখন, যেরুসালেম-অধিবাসীরা ও যুদার মানুষ, বিনয় করি,
আমার ও আমার আঙুরখেতের মধ্যে তোমরাই বিচার কর।
আমার আঙুরখেতে আমার পক্ষে আর এমন কী করার ছিল, যা আমি করিনি?
আমি যখন প্রত্যাশা করছিলাম, আঙুরফল ধরবে,
তখন কেন তাতে ধরল বুনো আঙুর?
এখন শোন, আমার আঙুরখেতের প্রতি যা করতে যাচ্ছি,
তা তোমাদের জানিয়ে দেব:
আমি তার বেড়া উঠিয়ে দেব যাতে খেতটা চারণমাঠ হয়ে যায়;
তার প্রাচীর ভেঙে ফেলব যাতে খেতটা পদদলিত হয়।
আমি তা মরুভূমি করব,
তার লতা ছাঁটা হবে না, খেত কোদাল দিয়ে কোপানো হবে না,
সেখানে গজে উঠবে শেয়ালকাঁটা ও কাঁটাগাছ;
মেঘপুঞ্জকে আজ্ঞা দেব, যেন তার উপর বৃষ্টির জল আর বর্ষণ না করে।
আচ্ছা, সেনাবাহিনীর প্রভুর সেই আঙুরখেত, সে তো ইস্রায়েলকুল;
তাঁর সুখের সেই চারাগাছ, তা তো যুদার মানুষ;
তিনি ন্যায় প্রত্যাশা করছিলেন, কিন্তু দেখ, অন্যায়!
তিনি ধর্মময়তা প্রত্যাশা করছিলেন, কিন্তু দেখ, অত্যাচারিতের চিৎকার!

শ্লোক সাম ৮০:১৪,৩,১৬,১৫ দ্রঃ

প্র তোমার আঙুরলতা বিলুপ্ত! চেয়ে দেখ, প্রভু, জাগাও তোমার পরাক্রম,

উ তোমার নিজের হাত যা পুঁতেছে, তা যেন না মরে যায়।

প্র হে সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর, স্বর্গ থেকে চেয়ে দেখ, এই আঙুরলতার প্রতি যত্ন নাও,

উ তোমার নিজের হাত যা পুঁতেছে, তা যেন না মরে যায়।

দ্বিতীয় পাঠ - সাধু বার্নার্ডের উপদেশাবলি **প্রভুর আগমন, উপদেশ ৫:১-৩**

ঈশ্বরের বাণী আমাদের অন্তরে আগমন করবেন

আমরা প্রভুর ত্রিবিধ আগমনের কথা জেনে থাকি। তৃতীয়টার স্থান অপর দু'টোর মাঝখানে। অপর দু'টো আগমন প্রকাশমান, কিন্তু তৃতীয়টা প্রকাশমান নয়। প্রথম আগমনে তিনি এ পৃথিবীতে দৃশ্যমান ছিলেন, মানবের সঙ্গে মেলামেশা করলেন; তখন মানুষ, যেইভাবে তিনি নিজে সাক্ষি দিলেন, তাঁকে দেখল, ঘৃণাও করল। তাঁর চরম আগমনে কিন্তু *সমস্ত মানবকুল প্রভুর পরিত্রাণ দেখতে পাবে*, এবং *তারা যাঁকে বিদ্ধ করেছে তাঁর দিকে চেয়ে দেখবে।* মধ্যবর্তী আগমন গুপ্ত, এই পর্যায়ে কেবল মনোনীত ব্যক্তিরাই নিজেদের অন্তরে তাঁকে দেখতে পায়, আর এতে তাদের পরিত্রাণ ঘটে। অতএব প্রথম আগমনে তিনি মাংসগত ভাবে ও দুর্বল অবস্থায় এসেছিলেন; মধ্যবর্তী এ আগমনে তিনি আত্মা ও শক্তির শরণে আসেন; চরম আগমনে তিনি গৌরব ও মহিমায় ভূষিত হয়ে আসবেন।

যেহেতু এ আগমন অন্য দু'টোর মাঝখানে, সেজন্য তা এমন এক পথের মত যা ধরে প্রথমটা থেকে চরম আগমনে যাওয়া যায়: প্রথম আগমনে খ্রীষ্ট ছিলেন আমাদের মুক্তি, চরম আগমনে তিনি আমাদের জীবন বলে আবির্ভূত হবেন, এ বর্তমান আগমনে তিনি আমাদের বিশ্রাম ও সান্ত্বনা।

এ মধ্যবর্তী আগমন সম্বন্ধে যা কিছু বলেছি, কেউই যেন তা কল্পনার কথা না মনে করে, এজন্য তোমরা তাঁর নিজের বাণী শোন, *যে কেউ আমাকে ভালবাসে, সে আমার বাণী পালন করবে, তখন আমার পিতা তাকে ভালবাসবেন আর আমরা তার কাছে আসব।* অন্যত্র লেখা রয়েছে, *যে প্রভুকে ভয় করে, সে সৎকাজ সাধন করবে।* কিন্তু যে ভালবাসে, তার বেলায় অধিক কিছু বলা হয়, যথা সে প্রভুর বাণী পালন করবে। তথাপি প্রশ্ন দাঁড়ায়, কোথায় সেই বাণীকে পালন করতে হবে? যাতে কারও মনে লেশমাত্র সন্দেহ না থাকে, নবী একথা বলেন, *তোমার বিরুদ্ধে পাছে করি পাপ, আমি আমার হৃদয়েই তোমার বচনগুলি লুকিয়ে রেখেছি।*

যেহেতু *তারাই সুখী, যারা সেই বাণী রক্ষা করে*, সেজন্য তুমি এইভাবে ঈশ্বরের বাণী রক্ষা কর, তা যেন তোমার আত্মার অন্তঃস্থলে প্রবেশ ক'রে তোমার যত আবেগ-অনুভূতিতে ও তোমার আচার-আচরণে পরিব্যাপ্ত হতে পারে। মঙ্গলকর যা কিছু আছে তা-ই খাও, তবেই তোমার আত্মা রুচিকর খাদ্য আস্বাদনে তৃপ্তি পাবে। সেই রুটি খেতে ভুলে যেয়ো না, পাছে তোমার হৃদয় ম্লান হয়ে পড়ে; তোমার আত্মা বরং যেন সুস্বাদু ও পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণে পরিতৃপ্ত হয়ে ওঠে। ঈশ্বরের বাণী এইভাবে পালন করলে নিঃসন্দেহে সেই বাণী তোমাকে পালন করবে, কেননা পুত্র পিতার সঙ্গে তোমার কাছে আসবেন, আসবেন সেই মহানবী যিনি যেরুসালেমকে নবায়ন করবেন, আর তিনি সবকিছু নবীভূত করে তুলবেন। এ বর্তমান আগমনের ফলে আমাদের এমনটি ঘটবে যে, *আমরা যেমন সেই মৃন্ময়ের প্রতিমূর্তি ধারণ করেছি, তেমনি সেই স্বর্গীয়জনের প্রতিমূর্তিও ধারণ করব।* প্রাক্তন আদম যেমন সমস্ত মানবসত্তা জুড়ে পরিব্যাপ্ত হয়ে সমস্ত মানুষটাকে দখল করেছিল, তেমনিভাবে সমস্ত মানুষটাকে পুনরায় লাভ করুন সেই খ্রীষ্ট যিনি মনুষ্যত্বের সবই সৃষ্টি করেছেন, সবই মুক্ত করেছেন ও সবই করে তুলবেন গৌরবমণ্ডিত।

শ্লোক সাম ২৯:১১; ইসা ৪০:১০ দ্রঃ

প্র দেখ, প্রভু আসছেন, মহিমা ও শক্তিতে পরিবৃত হয়ে তিনি নেমে আসছেন :

উ আপন জাতির কাছে এসে তিনি শান্তি ও অনন্ত জীবন দান করবেন।

প্র দেখ, আমাদের প্রভু মহাপরাক্রমে আসছেন :

উ আপন জাতির কাছে এসে তিনি শান্তি ও অনন্ত জীবন দান করবেন।

বৃহস্পতিবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - ইসা ১০:৫-২২

প্রভুর দিন

ধিক্ আসিরিয়াকে! সে আমার ক্রোধের দন্ড!
তাদের হাতে সেই লাঠিই আমার রোষ!
আমি তাকে ভক্তিহীন এক জাতির বিরুদ্ধে প্রেরণ করছি,
যারা আমার কোপের পাত্র, সেই জাতির বিরুদ্ধেই তাকে আজ্ঞা দিচ্ছি,
সে যেন তাদের সবকিছু লুট করে নেয়,
সেই লুটের মাল নিয়ে যায়,
সেই জাতিকে পথের কাদার মত মাড়িয়ে দেয়।
কিন্তু তার সঙ্কল্প সেরকম নয়,
তার হৃদয়ের ভাবনাও সেরকম নয়,
বরং তাদের নিশ্চিহ্ন করা, অসংখ্য জাতিকে উচ্ছেদ করাই তার ভাব।
এমনকি সে বলে :
'আমার নেতারা কি সকলে রাজা নন?
কাল্নো কি কার্কেমিশের মত নয়?
হামাৎ কি আর্পাদের মত নয়?
সামারিয়া কি দামাস্কাসের মত নয়?
সেই দেব-দেবীর রাজ্যগুলো
যেখানে যেরুসালেমের ও সামারিয়ার মূর্তিগুলোর চেয়েও মূর্তির সংখ্যা বেশি ছিল,
আমার হাত যখন সেই সকল রাজ্যের নাগাল পেয়েছে,
তখন আমি কি সামারিয়া ও তার দেব-দেবীর প্রতি যেমন ব্যবহার করেছি,
যেরুসালেম ও তার যত প্রতিমার প্রতিও সেইমত ব্যবহার করব না?'

সিয়োন পর্বতে ও যেরুসালেমে তাঁর আপন কাজ সমাধা করার পর প্রভু আসিরিয়া-রাজের হৃদয়ের উদ্ধত কর্মফল ও তার চোখের স্পর্ধা-ভরা ভাবকে শাস্তি দেবেন; কারণ সে নাকি বলল :

'আমার নিজের হাতের বলে ও আমার নিজের প্রজ্ঞা দ্বারাই
আমি এসব কিছু করলাম—আমি কেমন বুদ্ধিমান!
আমি জাতিসকলের সীমানা উপড়ে ফেললাম,
তাদের সঞ্চিত ধন লুট করে নিলাম,
রাজাসনে আসীন ছিল যারা, মহাবীরের মতই আমি তাদের নামিয়ে দিলাম।

আমার হাত জাতিসকলের ধন পাখির নীড়ের মতই খুঁজে পেল,
ফেলানো ডিম যেমন জড় করা হয়,
তেমনি আমি সমগ্র পৃথিবীকে জড় করলাম;
কোন পাখা নড়ল না,
কিচমিচ শব্দ করতেও কেউই ঠোঁট খুলল না।'
কুড়াল দিয়ে যে কাটে, কুড়াল কি তার উপর আস্ফালন করবে?
করাত যে চালায়, করাত কি তার চেয়ে নিজেকেই বড় মনে করবে?
এ যেন, লাঠি যার হাতে রয়েছে, লাঠিই তাকে চালাতে চায়!
কিংবা যেন, যা কাঠের নয়, বেত তা উচ্চ করতে চায়!
এজন্য সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর প্রভু
তার বলিষ্ঠ যোদ্ধাদের শরীরে রোগের শীর্ণতা এনে দেবেন,
তার গরিমার তলে এমন জ্বালা জ্বলতে থাকবে, যা আগুনের জ্বালার মত।
হ্যাঁ, ইস্রায়েলের আলো আগুন হয়ে উঠবে,
তার পবিত্রজন যিনি, তিনি হয়ে উঠবেন এমন অগ্নিশিখার মত,
যা একদিনের মধ্যে শেয়ালকাঁটা ও কাঁটাগাছ সবই গ্রাস করে ছাই করে;
তিনি তার বন ও উদ্যানের গৌরব নিশ্চিহ্ন করবেন,
প্রাণ ও দেহ সবই সংহার করবেন;
তখন তা এমন রোগীর মত হবে, যার ক্ষয় হচ্ছে;
আর তার বনের যে সমস্ত গাছপালা রেহাই পাবে,
তা এমন অল্পই হবে যে, একটা বালকও তার হিসাব করতে পারবে।
সেদিন এমনটি ঘটবে,
ইস্রায়েলের অবশিষ্টাংশ ও যাকোবকুলে যারা রেহাই পেয়েছে তারাও
তার উপর আর ভর করবে না যে তাদের প্রহার করেছিল,
কিন্তু বিশ্বস্ততার সঙ্গে ইস্রায়েলের পবিত্রজন সেই প্রভুর উপর ভর করবে।
একটা অবশিষ্টাংশ, যাকোবেরই সেই অবশিষ্টাংশ,
শক্তিশালী ঈশ্বরের কাছে ফিরে আসবে।

শ্লোক যোয়েল ২:১-২; ২ পি ৩:১০ দ্রঃ

℟ সকল মর্তবাসী কম্পিত হবে, কারণ প্রভুর দিন আসছে, হ্যাঁ, সেই দিন কাছেই এসে গেছে:
℣ দিনটি তমসা ও কালিমার দিন, মেঘ ও অন্ধকারের দিন।
℟ প্রভুর দিন চোরের মত আসবে; তখন আকাশমণ্ডল প্রচণ্ড হুহুঙ্কারে মিলিয়ে যাবে, যত মৌল উপাদান পুড়ে গিয়ে বিলীন হবে, এবং পৃথিবী ও তার যত কর্ম বিচারিত হবে।
℣ দিনটি তমসা ও কালিমার দিন, মেঘ ও অন্ধকারের দিন।

দ্বিতীয় পাঠ - ক্লুনির মঠাধ্যক্ষ সাধু অদিলোর উপদেশাবলি **উপদেশ ১০**

দেখ, আমি আমার দূত পাঠাব আমার আগে

তমসার কর্তা মৃত্যু ও অজ্ঞতার যে ঘোর অন্ধকার সর্বত্রই ছড়িয়ে দিয়েছিল, তা পরাভূত ও দূরীকৃত করার জন্য সেই আলোর আগমনের প্রয়োজন ছিল, যে আলো সমগ্র জগৎকে আলোকিত করে। কিন্তু এও প্রয়োজন ছিল যে, সেই অনির্বচনীয় ও সনাতন আলোর আগে সময়সাপেক্ষ ও মানবীয় বহুসংখ্যক প্রদীপ আবির্ভূত হবে:

এতে আমি প্রাক্তন সন্ধির আমাদের সেই কুলপতিদের দিকে অঙুলি নির্দেশ করছি, যাঁদের আদর্শ, সদ্‌গুণ ও শিক্ষায় আলোকিত ও দীক্ষিত হয়ে প্রভুর বিশ্বস্ত জনগণ তাদের দীর্ঘকালীন অন্ধতার ছায়া ঘুচিয়ে দিয়ে সেই আলোর আগমনে, যদিও সম্পূর্ণরূপে নয়, কমপক্ষে আংশিকভাবেই সেই আলো চিনতে সক্ষম হয়ে উঠেছিলেন।

সেই পিতৃগণ নিজেদের থেকে নয়, অন্যান্য উৎস থেকেও নয়, বরং সেই দিব্য আলো থেকেই আলো পেয়েছিলেন, যে আলো তাঁদের আলোকিত করছিল: তাঁরা ঐশ আজ্ঞাবলি পালন করেছিলেন—কেউ বিধানের আগে আবার কেউ বিধানের সময়ে; অন্য কেউ বিচারকদের, রাজাদের বা নবীদের সময়ে প্রভুর জন্ম, যন্ত্রণাভোগ, পুনরুত্থান ও স্বর্গারোহণের মর্মসত্য পূর্বঘোষণা করেছিলেন।

তাঁদের পরে ঘটল প্রভুর অগ্রদূত সেই যোহনেরই উজ্জ্বল আবির্ভাব, যিনি সকল কুলপতির পূর্বঘোষণা ও নবীদের ভবিষ্যদ্বাণী সম্পূর্ণরূপে আলোকিত করে তুলেছেন। এ সাধু ব্যক্তি শুধু ধর্মিষ্ঠ ছিলেন না, তিনি ধর্মিষ্ঠ পরিবারের বংশধরও ছিলেন—প্রচারকাজে ধর্মিষ্ঠ, জীবনাচরণে ধর্মিষ্ঠ, সাক্ষ্যমরণে ধর্মিষ্ঠ। গাব্রিয়েল মহাদূত তাঁর জন্ম, তাঁর ধর্মিষ্ঠতা ও তাঁর পবিত্রতার সংবাদ দিয়েছিলেন এবং সুসমাচারেও তা বিস্তারিত ভাবে বর্ণিত।

মানবীয় জ্ঞানে অলঙ্কৃত কোন প্রশংসাবাদ ব্যক্ত করতে পারবে না কতই না মহান ছিল সেই পবিত্রতা ও দিব্য অনুগ্রহের দানগুলি যা প্রভুর অগ্রদূতকে আরোপ করা হয়েছিল; তবু তাঁর বিষয়ে ও তাঁর কাছে যে কি বলা হয়েছে তা উল্লেখ না করা উচিত নয়। সাধারণ একটি মানুষের বাণী কি তেমন মহান ব্যক্তিত্বের গৌরবের বৃদ্ধি করতে পারে? যখন সেই সর্বোচ্চ ঐশ্বরিক ত্রিত্ব নিজেই তেমন মহাত্মার কথা বলেন, তখন মানবীয় ক্ষুদ্রতা কী বলতে পারে?

তাঁর বিষয়ে পিতা ঈশ্বর একটি সামসঙ্গীতে ও সুসমাচারে কথা বলেন; সামসঙ্গীতে লেখা আছে, *আমার অভিষিক্তজনের জন্য জ্বালিয়ে রাখব এক প্রদীপ*; এবং সুসমাচার-রচয়িতা বলেন, *তিনি ছিলেন এক জ্বলন্ত ও দীপ্তিমান প্রদীপ।* সুসমাচারে তাঁকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়, *তুমি যাঁর উপরে আত্মাকে নেমে এসে থাকতে দেখবে, তিনিই দীক্ষাস্নান সম্পাদন করেন।*

ইসাইয়া ও যেরেমিয়ার মুখ দিয়ে পবিত্র আত্মা এমন কয়েকটা সাক্ষ্য ধ্বনিত করেন, যেগুলো প্রকৃতপক্ষে ত্রাণকর্তাকেই লক্ষ করলেও তবু নবীদের শিক্ষা ও কাথলিক ব্যাখ্যা অনুসারে তাঁর অগ্রদূতের বেলায়ও উপযুক্তভাবে আরোপ করা যেতে পারে।

তাঁর বিষয়ে অধিক স্পষ্টতর ভাবে সাক্ষ্যদান করেছেন স্বয়ং পবিত্র আত্মা, যে পবিত্র আত্মায় যোহন মাতৃগর্ভ থেকেই পরিপূর্ণ ছিলেন: সুসমাচারের কথা অনুসারে, প্রভুর মাতার আগমনে তিনি বিস্ময়কর ভাবে উল্লাস করেছিলেন—প্রাকৃতিক প্রবৃত্তিতে নয়, বরং অনুগ্রহের প্রেরণাতেই।

স্বয়ং খ্রীষ্ট প্রভু, যাঁর পরিচয় দীক্ষাগুরু নিজের শিষ্যদের কাছে একথা বলে প্রকাশ করেছিলেন, *ওই দেখ, ঈশ্বরের মেষশাবক, জগতের পাপ যিনি হরণ করেন,* তিনি নিজেই আপন প্রচারকালে তাঁর বিষয়ে বলেছিলেন, *নারী-গর্ভজাতদের মধ্যে দীক্ষাগুরু যোহনের চেয়ে মহান কেউই কখনও আবির্ভূত হয়নি।* নারী-গর্ভজাতদের মধ্যে তাঁকেই সকলের চেয়ে মহান বলে খ্রীষ্ট স্পষ্ট দেখিয়েছেন, দীক্ষাগুরুর মধ্যে চপলতার মত রিপু নেই, নেই কোন বাহ্যিক কামনার আসক্তি; তাছাড়া তিনি তাঁকে নবী, এমনকি নবীর চেয়েও মহান বললেন, কেননা আপন ঐশক্ষমতাবলে তিনি এমন মহা বিশেষ অধিকার, সদ্‌গুণ ও অনুগ্রহ দানে তাঁকে ধন্য করেছিলেন যা অন্য কোন মানুষের গুণাবলির সঙ্গে তুলনার অতীত। অবশেষে মালাখির ভবিষ্যদ্বাণীর মধ্য দিয়ে তিনি তাঁকে তাঁর আপন দূত বলে আখ্যায়িত করেছিলেন, যে দূত তাঁর আগে প্রেরিত হয়ে তাঁর পরিত্রাণের পথ প্রস্তুত করবেন।

শ্লোক যোহন ৫:৩৫; মথি ৩:১; মার্ক ১:৪ দ্রঃ

℟ ইনি সেই অগ্রদূত, প্রভুর আগে সেই উজ্জ্বল প্রদীপ,

ℛ ইনি সেই যোহন যিনি মরুপ্রান্তরে প্রভুর জন্য পথ প্রস্তুত ক'রে, মানুষের মন আলোকিত ক'রে ঈশ্বরের মেষশাবকের পরিচয় দিলেন।

ℭ মরুপ্রান্তরে আবির্ভূত হয়ে যোহন মনপরিবর্তনের দীক্ষাস্নানের কথা প্রচার করলেন।

ℛ ইনি সেই যোহন যিনি মরুপ্রান্তরে প্রভুর জন্য পথ প্রস্তুত ক'রে, মানুষের মন আলোকিত ক'রে ঈশ্বরের মেষশাবকের পরিচয় দিলেন।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - ইসা ১৬:১-৫; ১৭:৪-৮

মোয়াবীয়েরা যুদা-রাজ্যে আশ্রয় নেয়;
এফ্রাইমের মনপরিবর্তন

মরুপ্রান্তরের নিকটবর্তী সেলা থেকে
তোমরা দেশ-শাসকের কাছে মেষশাবক পাঠিয়ে দাও।
যেমন পলাতক পাখি, যেমন বিক্ষিপ্ত নীড়,
আর্নোনের ঘাটগুলিতে মোয়াব-কন্যারা তেমনি হবে।
মন্ত্রণা কর, সিদ্ধান্ত নাও,
মধ্যাহ্নে তোমার ছায়া রাত্রিকালের মত কর;
বিতাড়িত লোকদের লুকিয়ে রাখ,
পলাতকদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করো না।
মোয়াবের বিতাড়িত লোকদের তোমার ঘরে গ্রহণ কর,
সংহারকের সামনে তাদের আশ্রয় রূপে দাঁড়াও।
একবার উৎপীড়ন শেষ হলে ও বিনাশ ক্ষান্ত হলে,
যারা দেশকে পদদলিত করছে, একবার তারা চলে গেলে
সিংহাসনটা কৃপায় দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত হবে;
দাউদের তাঁবুতে বিশ্বস্ততার সঙ্গে এমন বিচারক সেই আসনে বসবেন,
যিনি সুবিচারে তৎপর, যিনি ধর্মময়তার সাধক।
যখন সেই দিন আসবে,
তখন যাকোবের গৌরব সঙ্কুচিত হবে,
তার হৃষ্টপুষ্ট দেহ শীর্ণ হবে।
এমনটি ঘটবে, যেমন শস্যকাটিয়ে হাত বাড়িয়ে শিষ কেটে
শস্য সংগ্রহ করে;
কিংবা যেমন রেফাইম উপত্যকায়
লোকে পড়ে থাকা শিষ কুড়োয়;
হ্যাঁ, কিছুই থাকবে না, কেবল সামান্য কিছুই অবশিষ্ট থাকবে,
যেমনটি ঘটে জলপাই গাছ থেকে ঝেড়ে নেওয়ার সময়ে:
একটা গাছের চূড়ায় দু' তিনটে ফল,
ফলবান একটা শাখার উপরে চার পাঁচটা ফল।
—ইস্রায়েলের পরমেশ্বর প্রভুর উক্তি।

সেদিন মানুষ আপন নির্মাতার দিকে দৃষ্টি রাখবে, তার চোখ ইস্রায়েলের সেই পবিত্রজনের প্রতি নিবদ্ধ

থাকবে। নিজের হাতের কাজ সেই যজ্ঞবেদির দিকে সে আর দৃষ্টি রাখবে না, তার চোখও নিজের আঙুলের তৈরী বস্তু সেই পবিত্র দণ্ডগুলো বা নানা ধূপবেদির প্রতি নিবদ্ধ থাকবে না।

শ্লোক যেরে ৩৩:১৫; ইসা ১৬:৫ দ্রঃ

℣ আমি দাউদের জন্য ধর্মময়তার এক অঙ্কুর পল্লবিত করব। তিনি পৃথিবীতে ন্যায় ও ধর্মময়তা অনুশীলন করবেন।

℟ তাঁকে এনামে ডাকা হবে, প্রভু-আমাদের-ধর্মময়তা।

℣ সিংহাসনটা কৃপায় দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত হবে; সেখানে বসে তিনি ন্যায়বিচার সম্পাদন করবেন ও সুবিচারের অন্বেষণ করবেন।

℟ তাঁকে এনামে ডাকা হবে, প্রভু-আমাদের-ধর্মময়তা।

দ্বিতীয় পাঠ - দিয়াতেসারনে সাধু এফ্রেমের ব্যাখ্যা ১৮:১৫-১৭

জাগ্রত থাক: তিনি আবার আসবেন

শিষ্যেরা যেন তাঁর পুনরাগমন প্রসঙ্গে প্রশ্ন না রাখেন, সেজন্য খ্রীষ্ট তাঁদের বললেন, *সেই ক্ষণের কথা কেউই জানে না, স্বর্গদূতেরাও নয়, স্বয়ং পুত্রও নয়। সেই সময় ও সেই লগ্ন তোমাদের জানার বিষয় নয়।* তিনি এসব কিছু আমাদের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখলেন আমরা যেন জাগ্রত থাকি, আমাদের এক একজন যেন মনে করে যে সেই ক্ষণ আমাদের জীবনকালেই উপস্থিত হতে পারে। তিনি যদি আপন আগমনের সময় জানিয়ে দিতেন, তাহলে তাঁর আগমনের গুরুত্ব হ্রাস পেত এবং তাঁর আবির্ভাবও ভাবী জাতিগুলি ও ভাবী প্রজন্মের কাছে আকাঙ্ক্ষার বিষয় হত না। তিনি বললেন যে তিনি আসবেন, কিন্তু যে কবে আসবেন সে কথা তিনি বলেননি; ফলে ভাবীযুগের সকল মানুষ ব্যাকুল হয়ে তাঁর অপেক্ষায় আছে।

প্রভু আপন আগমনের কিছুটা লক্ষণ নির্দেশ করেছিলেন বটে, কিন্তু সেগুলোর পূর্ণতাকাল স্পষ্টভাবে বোঝা যায় না, কেননা বিবিধ পরিবর্তনের মধ্য দিয়েই তো সেগুলো যেমন এসেছে আবার চলেও গেছে, এমনকি এখনও ঘটতে থাকে। বাস্তবিকই তাঁর চরম আগমন তাঁর প্রথমটার মত। যেইভাবে ধার্মিকেরা ও নবীরা তাঁর অপেক্ষায় ছিলেন কেননা মনে করছিলেন তিনি তাঁদের আপন জীবনকালেই আবির্ভূত হবেন, তেমনিভাবে যেহেতু তিনি আপন আগমনের সময় স্পষ্ট করেননি, সেজন্য আজকের সকল বিশ্বাসীও এক একজন নিজ নিজ জীবনকালেই তাঁকে বরণ করতে আকাঙ্ক্ষা করে: এর প্রধান কারণ, যাতে কেউই না মনে করে যে, কাল ও ঋতুচক্র যাঁর আধিপত্য ও প্রভুত্বের উপর নির্ভরশীল, তিনি সেই কাল ও ভাগ্যের অধীনস্থ। তিনি যা নিরূপণ করেছিলেন, তা কি করে তাঁর কাছে গুপ্ত থাকতে পারে যখন তিনি নিজেই আপন আগমনের লক্ষণগুলি বর্ণনা করলেন? সুতরাং *সেই ক্ষণের কথা কেউই জানে না, ... স্বয়ং পুত্রও নয়,* তিনি একথা বলেছিলেন প্রধানত যাতে শিষ্যেরা আর কোন প্রশ্ন না করেন এবং নির্দিষ্ট লক্ষণগুলি দেওয়ার কারণ যেন কার্যকর হয়, অর্থাৎ কিনা তিনি সেই লক্ষণগুলির উপর জোর দিলেন যেন সেইদিন থেকে যুগযুগ ধরে সর্বকালের সকল মানুষ মনে করে যে তাদের আপন আপন জীবনকালেই তাঁর আগমন ঘটবে।

জাগ্রত থাক, কেননা যখন দেহ সুপ্ত, তখন আমাদের স্বভাব প্রভুত্ব চালায় আর যা কিছু ঘটে তা আমাদের ইচ্ছা অনুসারে নয়, স্বভাবেরই প্রবণতামত ঘটে। আর যখন নিরুৎসাহ বা নিরাশার মত ঘোর ঘুম আত্মার উপর প্রভুত্ব করে, তখন শত্রুই প্রভুত্ব চালিয়ে আত্মাকে এমন কাজ করায় যা করতে আত্মা অনিচ্ছুক। স্বভাবের উপর জৈব শক্তি প্রভুত্ব করে, আর আত্মার উপর শত্রুই প্রভুত্ব চালায়।

তাই যে সতর্কতাপূর্ণ জাগরণের কথা প্রভু আদেশ করেছেন, তা মানুষের উভয় অংশেরই জন্য আদিষ্ট: শরীরের জন্য, যাতে তা ঘোর নিদ্রায় প্রবণ না হয়; আত্মার জন্য, যাতে তা তন্দ্রাবেশ ও নিরুৎসাহ থেকে

নিজেকে রক্ষা করে,—যেইভাবে শাস্ত্র বলে: *ধার্মিকজন সকল, জাগ্রত থাক*; এবং: *জেগে উঠে আমি তখনও তোমার সঙ্গে আছি*; আবার: *ক্লান্তি মেনো না, এজন্য আমরা সেবার দায়িত্ব পালনে ক্ষান্ত হই না।*

শ্লোক ইসা ৫৫:৩-৪; শিষ্য ২৮:২৮ দ্রঃ

প্র দাউদের প্রতি আমার মহাকৃপা স্থির রেখে আমি তোমাদের সঙ্গে চিরস্থায়ী এক সন্ধি স্থাপন করব: আমি তাঁকে নিযুক্ত করেছি সর্বজাতির জন্য সাক্ষীরূপে,

উ সর্বদেশের উপরে জননায়ক ও বিধানকর্তা রূপে।

প্র ঈশ্বরের পরিত্রাণ সেই খ্রীষ্ট বিজাতীয়দের কাছে প্রেরিত, আর তারা তাঁকে গ্রহণ করবে

উ সর্বদেশের উপরে জননায়ক ও বিধানকর্তা রূপে।

শুক্রবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - ইসা ১১:১০-১৬

নির্বাসনের দেশ থেকে ঈশ্বরের জনগণের প্রত্যাগমন

সেদিন যেসের শিকড়—যিনি জাতিসকলের নিশানারূপে দাঁড়ান—
হবেন দেশগুলির অন্বেষার পাত্র,
তাঁর বিশ্রামস্থান গৌরবময় হয়ে উঠবে।
সেদিন এমনটি ঘটবে,
প্রভু আপন জনগণের অবশিষ্টাংশকে,
অর্থাৎ আসিরিয়া ও মিশরে, পাথ্রোস, ইথিওপিয়া ও এলামে,
শিনার, হামাৎ ও সমুদ্রের দ্বীপপুঞ্জে যারা বেঁচে রয়েছে,
সেখান থেকে তাদের মুক্ত করে আনবার জন্য আবার হাত বাড়াবেন।
তিনি দেশগুলির জন্য একটা নিশানা উত্তোলন করবেন,
ইস্রায়েলের বিতাড়িত সকলকে জড় করবেন;
পৃথিবীর চার কোণ থেকে যুদার বিক্ষিপ্ত লোকদের সম্মিলিত করবেন।
এফ্রাইমের ঈর্ষা ক্ষান্ত হবে,
যুদার যত বিরোধীকে উচ্ছেদ করা হবে,
না, এফ্রাইম যুদার উপরে আর ঈর্ষা করবে না,
যুদাও এফ্রাইমের বিরুদ্ধে আর শত্রুতা করবে না।
বরং তারা মিলে পশ্চিম দিকে উড়ে গিয়ে ফিলিস্তিনিদের পিঠে নেমে পড়বে,
তারা মিলে পুবদেশের লোকদের সম্পদ লুট করবে;
এদোম ও মোয়াবের উপরে হাত বাড়াবে,
এবং আম্মোনীয়েরা তাদের বশ্যতা স্বীকার করবে।
প্রভু মিশরীয় সমুদ্রের খাড়ি শুকনো করে দেবেন,
আপন ফুৎকারের প্রতাপে [ইউফ্রেটিস] নদীর উপর হাত বাড়াবেন,
তা সাত খালে বিভক্ত করবেন,
তখন লোকেরা পায়ে জুতো পরেই তা পার হবে।
যখন ইস্রায়েল মিশর দেশ থেকে বেরিয়ে এসেছিল,

তখন তার জন্য যেমন পথ হয়েছিল,
তেমনি যারা আসিরিয়া থেকে রেহাই পাবে,
তাঁর আপন জনগণের সেই অবশিষ্টাংশের জন্যও থাকবে এক রাস্তা।

শ্লোক ইসা ৫:২৬; ৫৬:৮; ৫৫:১৩

প্র প্রভু দূরবর্তী দেশগুলির জন্য একটা নিশানা উত্তোলন করবেন ;
উ তিনি ইস্রায়েলের নির্বাসিত যত মানুষকে জড় করবেন।
প্র এমনটি ঘটবে প্রভুর সুনামের উদ্দেশে, এমন চিরস্থায়ী চিহ্ন, যা লোপ পাবে না :
উ তিনি ইস্রায়েলের নির্বাসিত যত মানুষকে জড় করবেন।

দ্বিতীয় পাঠ - ইগ্নির মঠাধ্যক্ষ ধন্য গেরিকের উপদেশাবলি **প্রভুর আগমন, উপদেশ ৩**

প্রভুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য প্রস্তুত হও

ইস্রায়েল, তোমার ঈশ্বরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে প্রস্তুত হও, কারণ তিনি আসছেন। তুমিও প্রস্তুত হয়ে থেকো, কেননা *মানবপুত্র এমন সময় আসবেন, যা তুমি জান না।* তিনি যে আসবেন, এর চেয়ে নিশ্চিত কথা নেই; তিনি যে কবে আসবেন, এর চেয়ে অনিশ্চিত কথা নেই। তাঁর আপন অধিকারে পিতা কোন্ সময়, কোন্ কাল নিরূপণ করেছেন, তা আমাদের জানার ক্ষমতার বাইরে, এমনকি সেই স্বর্গদূত যাঁরা তাঁর সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছেন, তাঁদেরও সেই দিন ও ক্ষণের কথা জানতে দেওয়া হয়নি।

আমাদের শেষ দিন সম্বন্ধে অতি নিশ্চিত কথা যে, সেদিন আমাদের উপর এসে পড়বে, কিন্তু সেদিন যে কখন, কোথায় বা কোত্থেকে আসবে তা বড় অনিশ্চিত। আমরা যা জানি, তা প্রাচীন প্রবাদের কথামত হলো যে, বৃদ্ধের দরজায় যা করাঘাত করে তা যুবকের জন্য ওত পেতে রয়েছে। মৃত্যুকেই আমাদের বেশি ভয় করতে হয়, কেননা মৃত্যু ওত পেতে আছে বিধায় আমরা তা সহজে দেখতে পাই না, ফলে তার হাত থেকে রক্ষা পাওয়াও কঠিন। একটিমাত্র নিরাপত্তা আছে, আর তা হল নিজেদের কখনও নিরাপদ মনে না করা। এইভাবে আমাদের ভয় আমাদের নিজেদের বিষয়ে সতর্ক হতে প্রেরণা দিয়ে আমাদের সবসময়ের মত প্রস্তুত করে রাখে, যতক্ষণ না ভয় নিরাপত্তাকে স্থান দেয়—নিরাপত্তা যে ভয়কে স্থান দেবে তেমন নয়!

নিরুদ্বিগ্নে মৃত্যুর সম্মুখীন হওয়া ভালই বটে ; কিন্তু সদ্বিবেকের সাক্ষ্যদান গুণে মৃত্যুক্ষণে গৌরবময় জয় লাভ করা, এই তো সত্যিকারে ভাল ও প্রশংসনীয়। অথচ, দুঃখের কথা! তোমরা আমার মত এমন কম্পিত মানুষকে দেখতে পাবে, যে মানুষ দণ্ডদান স্থগিত রাখতে চেষ্টা করে, কিন্তু পারে না ; যে মানুষ নিজ বিবেকের অভিযোগ শুনে মনপরিবর্তনের তেল কিনতে চায়, কিন্তু দেখে যে আর সময় নেই!

জানি, মৃত্যুর ঝাঁকুনির সামনে ভীত হওয়া স্বাভাবিক, কেননা পরিপক্ক মানুষও পুরাতন দেহ-বস্ত্র ছেড়ে দিতে তত ইচ্ছুক নয়, সেও বরং চায় পুরাতন দেহের উপরেই নতুন দেহ পরিয়ে দেওয়া হোক। অপরদিকে যারা কোন পাপের বিষয়ে সচেতন নয়, তাই ব'লে তারা ক্ষমা পাবেই এমন নয় জেনে, তারাও অবশ্যই সেই দণ্ডাদেশ ভয় করছে যার বিষয়ে তারা এখনও অজ্ঞ। যাই হোক, আমার আত্মার উদ্বেগ আমার মানবীয় অনুভূতি থেকে বা অধ্যাত্ম কোন দুর্বলতা থেকে কিংবা বিচারের ভয় থেকেই আসুক না কেন, আমি কিন্তু সামসঙ্গীত-মালার ধর্মিষ্ঠ লেখকের সঙ্গে বলতে পারি, *তুমি, প্রভু, তোমার দয়ার কথা স্মরণ করবে; তুমি তোমার কৃপা ও বিশ্বস্ততা পাঠিয়ে আমার প্রাণ সিংহপালের মাঝ থেকে উদ্ধার করবে।* তখন, ভয় করার পর, *সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়ে* আমি বিশ্রাম পাব।

সুতরাং, হে সত্যকার *ইস্রায়েল, তোমার ঈশ্বরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে প্রস্তুত হও;* তিনি এসে করাঘাত করলে তুমি যে দরজা খুলে দিতে প্রস্তুত থাকবে, শুধু তা নয়; বরং তিনি দূরে থাকতেই তুমি তৎপর হয়ে

আনন্দিত মনে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য বেরিয়ে পড়তে প্রস্তুত হও। বিচারের দিন সম্বন্ধে ভরসা রেখে তুমি এবার সমস্ত হৃদয় দিয়ে তাঁর রাজ্যের আগমনের জন্য প্রার্থনা করতে পারবে।

তাই প্রভু, তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য আমি যেমন ছুটে চলি, তুমিও তেমনি *আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য উত্থিত হও।* যে হাত আমাকে গড়েছে, তুমি তোমার সেই ডান হাত না বাড়ালে দুর্বল মানুষ আমি তোমার পর্বতচূড়ায় গিয়ে পৌঁছতে পারব না: তাই *আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে উত্থিত হও, দেখ আমার মধ্যে কোন পাপময় পথ আছে কিনা।* পাপময় পথ খুঁজে পেলে, তুমি আমার অন্তর থেকে তা বের করে দাও, তোমার বিধান অনুসারে জীবনযাপন করতে আমাকে অনুগ্রহ কর, *আমাকে চালিত কর সনাতন পথে,* অর্থাৎ সেই খ্রীষ্টে যিনি আমাদের যাত্রাপথ, যিনি আমাদের যাত্রার সনাতন গন্তব্যস্থান—তিনিই নিখুঁত পথ ও আশিসপূর্ণ বাসস্থান।

শ্লোক মিখা ৪:৯; ইসা ৪০:২৭

℟ যেরুসালেম, তোমার পরিত্রাণ শীঘ্রই আসবে। তুমি এখন এত জোরে চিৎকার করছ কেন?
℣ তোমার মন্ত্রীরা কি বিলুপ্ত হল? তবে কেন প্রসবিনীর যন্ত্রণার মত যন্ত্রণা ধরেছে তোমায়? ভয় করো না, আমি তোমাকে উদ্ধার করব, মুক্ত করব।
℟ যাকোব, তুমি কেমন করে বলতে পার, তুমিও, ইস্রায়েল, কেমন করে বলতে পার, আমার পথ প্রভুর কাছ থেকে গুপ্ত, আমার অধিকার আমার পরমেশ্বরের অবহেলার বিষয়?
℣ তোমার মন্ত্রীরা কি বিলুপ্ত হল? তবে কেন প্রসবিনীর যন্ত্রণার মত যন্ত্রণা ধরেছে তোমায়? ভয় করো না, আমি তোমাকে উদ্ধার করব, মুক্ত করব।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - ইসা ১৯:১৬-২৫

মিশর ও আসিরিয়ার মানুষেরাও
প্রভুর কথা জানবে ও তাঁর সেবা করবে

সেদিন মিশরীয়েরা স্ত্রীলোকের মত হবে; সেনাবাহিনীর প্রভু তাদের বিরুদ্ধে হাত নাড়ালেই তারা কেঁপে উঠবে, সন্ত্রাসিত হবে। যুদা দেশভূমি হয়ে উঠবে মিশরের সন্ত্রাস: সেনাবাহিনীর প্রভু তার বিরুদ্ধে যে পরিকল্পনা করেছেন, তার জন্য যখন যুদার কথা উল্লেখ করা হবে মিশর আতঙ্কিত হয়ে পড়বে।

সেদিন মিশর দেশে পাঁচটা শহর থাকবে, যেগুলো কানানের ভাষায় কথা বলবে ও সেনাবাহিনীর প্রভুর দিব্যি দিয়ে শপথ করবে; সেগুলোর একটা সূর্যপুর বলে অভিহিত হবে।

সেদিন মিশর দেশের মাঝে সেনাবাহিনীর প্রভুর উদ্দেশে একটা যজ্ঞবেদি থাকবে, এবং সীমানার কাছাকাছিতে প্রভুর উদ্দেশে একটা স্মৃতিস্তম্ভ থাকবে: মিশর দেশে এ হবে সেনাবাহিনীর প্রভুর বিষয়ে চিহ্ন ও সাক্ষ্য স্বরূপ। বিরোধীদের সামনে তারা যখন প্রভুর কাছে চিৎকার করবে, তখন তিনি তাদের উদ্ধার করতে এক ত্রাণকর্তা ও মহাবীরকে প্রেরণ করবেন। প্রভু মিশরীয়দের কাছে নিজেকে প্রকাশ করবেন, আর সেদিন মিশরীয়েরা প্রভুকে স্বীকার করবে, বলি ও শস্য-নৈবেদ্য নিবেদন করে তাঁর সেবা করবে, প্রভুর কাছে ব্রত নিয়ে তা উদ্‌যাপন করবে। প্রভু মিশরকে আবার আঘাত করবেন, কিন্তু একবার তাদের আঘাত করার পর তাদের নিরাময় করবেন। তারা প্রভুর কাছে ফিরবে, আর তিনি সাড়া দিয়ে তাদের নিরাময় করবেন।

সেদিন মিশর থেকে আসিরিয়ার দিকে এক রাস্তা থাকবে; আসিরিয়ার মানুষ মিশরে, ও মিশরের মানুষ আসিরিয়াতে যাতায়াত করবে; মিশর ও আসিরিয়ার মানুষ মিলে উপাসনা করবে।

সেদিন মিশরের ও আসিরিয়ার সঙ্গে তৃতীয় ব্যক্তিরূপে ইস্রায়েল পৃথিবীর কেন্দ্রস্থলে আশীর্বাদ স্বরূপ হয়ে দাঁড়াবে। সেনাবাহিনীর প্রভু একথা বলে তাকে আশীর্বাদ করবেন, 'আমার জনগণ মিশর, আমার হাতের রচনা

আসিরিয়া, ও আমার উত্তরাধিকার ইস্রায়েল আশিসধন্য হোক!'

শ্লোক ইসা ১৯:২১; লুক ১৩:২৯

℣ সেদিন মিশরীয়েরা প্রভুকে স্বীকার করবে,
℟ বলি ও শস্য-নৈবেদ্য নিবেদন করে তাঁর সেবা করবে।
℣ পুব-পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণ থেকে এসে তারা ঈশ্বরের রাজ্যে আসন পাবে;
℟ বলি ও শস্য-নৈবেদ্য নিবেদন করে তাঁর সেবা করবে।

দ্বিতীয় পাঠ - সাধু আনসেলমো-লিখিত 'প্রশ্লোগিয়োন' ১ম অধ্যায়

ঈশ্বরকে দেখার আকাঙ্ক্ষা

হে দীনদুঃখী মানুষ, কিছুকালের মত তোমার যত কর্মকান্ড ছেড়ে পালিয়ে যাও; তোমার যত কোলাহলপূর্ণ চিন্তা-ভাবনা থেকে কিছুক্ষণ নিজেকে লুকিয়ে রাখ। তোমার দুর্বহ উদ্বেগ এবার ছেড়ে দাও, সরিয়ে দাও ক্লান্তিকর যত ব্যাপার। ঈশ্বরের জন্য একটু সময় কর, তাঁর মধ্যে একটু বিশ্রাম কর।

তোমার মন-কক্ষে প্রবেশ কর; ঈশ্বরকে ছাড়া এবং তাঁর অন্বেষণের জন্য তোমাকে যা সহায়তা করতে পারে তাছাড়া অন্য সবকিছু বাইরে রেখে দরজা বন্ধ করে তাঁর অন্বেষণ কর। অন্তর আমার, এবার ঈশ্বরকে বল, *তোমার শ্রীমুখ অন্বেষণ করছি; হে প্রভু, তোমার শ্রীমুখ অন্বেষণ করছি।*

তবে তুমি এখন, হে প্রভু আমার পরমেশ্বর, আমার অন্তরকে শেখাও সে কোথায় ও কেমন করে তোমার অন্বেষণ করবে, কোথায় ও কেমন করে তোমাকে খুঁজে পাবে। প্রভু, তুমি এখানে না থাকলে কোথায় অনুপস্থিত সেই তোমার অন্বেষণ করব? আর তুমি সর্বত্রই থাকলে কেন আমি তোমাকে দেখতে পাই না? অবশ্যই, তুমি তো অগম্য আলোতেই বাস কর। কিন্তু কোথায় সেই অগম্য আলো? বা কেমন করে আমি সেই অগম্য আলোতে গিয়ে পৌঁছতে পারব? কে আমাকে চালিত করবে, কে আমাকে সেই আলোতে নিয়ে যাবে আমি যেন সেখানে তোমাকে দেখতে পাই? তাছাড়া কোন্ লক্ষণে, কোন্ আকারেই বা আমি তোমাকে চিনতে পারব? হে প্রভু আমার পরমেশ্বর, আমি যে তোমাকে কখনও দেখিনি; আমি যে জানি না তোমার শ্রীমুখের কী রূপ!

কী করবে, হে পরাৎপর প্রভু, কীবা করবে তোমার এ দূরবর্তী নির্বাসিত দাস? তোমার প্রেমের জন্য একাগ্র, তোমার শ্রীমুখ থেকে দূরে বিক্ষিপ্ত তোমার এ দাস কী করবে? তোমাকে দেখবার জন্য সে তো ব্যাকুল, অথচ তোমার শ্রীমুখ তার কাছ থেকে দূরেই রয়েছে। সে তো তোমার কাছে আসতে বাসনা করে, কিন্তু তোমার আবাস যে অগম্য! সে তোমাকে খুঁজে পেতে আকাঙ্ক্ষা করে, কিন্তু তোমার স্থান সে তো জানে না। সে তোমার অন্বেষণ করতে ইচ্ছা করে, কিন্তু তোমার শ্রীমুখ সে চেনেই না।

হে প্রভু, তুমি আমার ঈশ্বর, তুমি আমার প্রভু, আমি কিন্তু তোমাকে কখনও দেখিনি। তুমি আমাকে নির্মাণ করেছ, পুনর্নির্মাণও করেছ, ভাল আমার যা কিছু আছে তুমিই তো তা আমাকে দিয়েছ; অথচ আমি এখনও তোমাকে চিনি না। অবশেষে, তোমাকে দেখবার জন্যই আমি গঠিত হয়েছি; অথচ যার জন্য গঠিত হয়েছি, আমি এখনও তা করতে পারিনি।

তুমি কিন্তু, প্রভু, আর কতকাল? আর কতকাল তুমি আমাকে ভুলে থাকবে? আর কতকাল আমাদের কাছ থেকে শ্রীমুখ লুকিয়ে রাখবে? কখন তুমি তাকিয়ে আমাদের সাড়া দেবে? কখন তুমি আমাদের চোখ আলোকিত করবে? কখন আমাদের কাছে শ্রীমুখ দেখাবে? কখন তুমি আবার নিজেকে দান করবে আমাদের কাছে?

চেয়ে দেখ, প্রভু; সাড়া দাও, আমাদের আলোকিত করে তোল, দেখা দাও। আমাদের যেন মঙ্গল হয়, তাই তুমি আবার নিজেকে দান কর আমাদের কাছে; তুমি না থাকলে আমাদের সবকিছু যে অমঙ্গলকর! তোমার জন্য আমাদের ব্যাকুলতা, আমাদের প্রচেষ্টার উপর সদয় দৃষ্টিপাত কর, কেননা তোমাকে ছাড়া আমরা সম্পূর্ণ

রূপে অক্ষম।

তোমার অন্বেষণ করতে আমাকে শেখাও, অন্বেষীর কাছে দেখা দাও। কেননা তুমি শিখিয়ে না দিলে আমি তোমার অন্বেষণ করতে অক্ষম; তুমি দেখা না দিলে আমি তোমাকে খুঁজে পেতেও অক্ষম। তোমাকে বাসনা ক'রে আমি যেন অন্বেষণ করি, অন্বেষণ ক'রে যেন বাসনা করি, ভালবেসে যেন খুঁজে পাই, খুঁজে পেয়ে যেন ভালবাসি।

শ্লোক সাম ৮০:১৯,২০; ১০৬:৪

প্র তোমাকে ছেড়ে আমরা চলে যাব না; তুমি আমাদের সঞ্জীবিত করবে, প্রভু, আর আমরা করব তোমার নাম।
উ শ্রীমুখ উজ্জ্বল করে তোল, তবেই আমরা পাব পরিত্রাণ।
প্র তোমার জাতির প্রতি প্রসন্ন হয়ে আমাদের স্মরণে রেখ, প্রভু; তোমার পরিত্রাণদানে আমাদের দেখতে এসো।
উ শ্রীমুখ উজ্জ্বল করে তোল, তবেই আমরা পাব পরিত্রাণ।

শনিবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - ইসা ১৩:১-২২

প্রভুর দিন

বাবিলন সংক্রান্ত দৈববাণী, যা আমোজের সন্তান ইসাইয়া দর্শনযোগে পান।
গাছশূন্য এক পর্বতের উপরে একটা নিশানা উত্তোলন কর,
তাদের জন্য চিৎকার কর,
হাত দিয়ে ইশারা কর,
যেন তারা নৃপতি-তোরণদ্বারে প্রবেশ করে।
আমার পবিত্রীকৃত যোদ্ধাদের জন্য আমি আজ্ঞা জারি করেছি,
আমি আমার ক্রোধের সেবকরূপে আমার বীরপুরুষদের,
আমার গর্বিত মহাবীরদের আহ্বান করেছি।
পর্বতে পর্বতে ভিড়ের শব্দ,
যেন বিপুল জনসমাজের শব্দ!
বহু রাজ্যের, সম্মিলিত জাতিসকলের উদাত্ত শব্দের মত শব্দ!
সেনাবাহিনীর প্রভু যুদ্ধের জন্য সৈন্যদল পরিদর্শন করছেন।
তারা দূর দেশ থেকে, আকাশমন্ডলের প্রান্ত থেকেই আসছে;
সমগ্র দেশ উচ্ছেদ করার জন্য
প্রভু ও তাঁর ক্রোধের সেবকেরা আসছেন।
হাহাকার কর, কারণ প্রভুর সেই দিন আসন্ন;
দিনটি বিনাশকের কাছ থেকে সর্বনাশের মতই আসছে।
এজন্য সকলের বাহু দুর্বল,
প্রতিটি মানুষের হৃদয় নিঃশেষিত;
তারা সন্ত্রাসিত,

নানা যন্ত্রণা ও ব্যথায় আক্রান্ত,
প্রসবিনী নারীর মত মোচড় খাচ্ছে;
একে অপরের দিকে হতাশ হয়ে তাকাচ্ছে,
তাদের মুখ অগ্নিশিখার মুখ!
দেখ, প্রভুর দিন নির্দয় হয়ে আসছে:
পৃথিবীকে মরুভূমি করার জন্য,
যত পাপীকে উচ্ছেদ করার জন্য
কুপিত, রুষ্ট, ক্রুদ্ধই সেই দিন!
কেননা আকাশের তারানক্ষত্র ও কালপুরুষ আর আলো দেবে না;
সূর্য উদয়কালে অন্ধকারময় হবে,
চাঁদও আপন জ্যোৎস্না আর ছড়িয়ে দেবে না।
আমি জগৎকে তার অধর্মের জন্য,
দুর্জনদের তাদের শঠতার জন্য যোগ্য শাস্তি দেব;
আমি অহঙ্কারীদের দর্প ক্ষান্ত করে দেব,
দুর্দান্তদের গর্ব অবনমিত করব।
আমি মানুষকে খাঁটি সোনার চেয়েও দুষ্প্রাপ্য করব,
আদমকে ওফিরের সোনার চেয়েও দুর্লভ করব।
এজন্যই আমি আকাশমণ্ডল কাঁপিয়ে তুলব,
এবং সেনাবাহিনীর প্রভুর কোপে তাঁর সেই জ্বলন্ত ক্রোধের দিনে
পৃথিবী তার ভিত্তিমূলের উপরে টলতে থাকবে।
তখন, ধাওয়া করা হরিণের মত,
কারও দ্বারা জড় করা নয় এমন মেষপালের মত,
প্রত্যেকে যে যার জাতির দিকে ফিরবে,
প্রত্যেকে যে যার দেশের দিকে পালাবে।
যত মানুষকে পাওয়া যাবে, তাদের সকলকে বিঁধিয়ে দেওয়া হবে;
যত মানুষ ধরা পড়বে, তারা সকলে খড়্গের আঘাতে মারা পড়বে।
তাদের চোখের সামনেই তাদের শিশুদের আছাড় মারা হবে,
তাদের বাড়ি-ঘর লুট করা হবে, তাদের বধূরা অসম্মানের বস্তু হবে।
দেখ, আমি তাদের বিরুদ্ধে মেদীয়দের উত্তেজিত করছি,
তারা তো রুপো তুচ্ছই করে,
সোনার দিকে তাদের চিন্তাটুকুও নেই।
তাদের ধনুক দ্বারা তারা যুবকদের নিশ্চিহ্ন করবে,
গর্ভফলের প্রতি করুণা দেখাবে না,
শিশুদের প্রতিও তাদের চোখ মমতা দেখাবে না।
তখন বাবিলন—সমস্ত রাজ্যের সেই মণিমুক্তা,
কাল্দীয়দের সেই উজ্জ্বল গর্বের বস্তু—
সেই সদোম ও গমোরার মত হবে,
যা পরমেশ্বর উৎপাটন করেছিলেন।

তার মধ্যে কোন বসতি আর থাকবে না,
পুরুষপুরুষানুক্রমে সেখানে আর কেউই বাস করবে না।
আরবীয় সেখানে তাঁবু গাড়বে না,
রাখালেরাও সেখানে মেষপাল শুইয়ে রাখবে না।
বরং সেখানে আস্তানা করবে মরুপ্রান্তরের পশু,
পেচকে তাদের বাড়ি-ঘর দখল করবে,
উটপাখিতে সেখানে বাসা করবে,
সেখানে ছাগেরা নাচবে।
তাদের প্রাসাদগুলিতে নেকড়ে গর্জনধ্বনি তুলবে,
তাদের বিলাস-বাড়িগুলোতে শিয়ালে চিৎকার করবে।
হ্যাঁ, তার ক্ষণ এবার কাছে এসে গেছে,
তার দিনগুলি প্রসারিত হবে না!

শ্লোক যোয়েল ২:১১-১৩; প্রত্যা ৬:১৭ দ্রঃ

প্ প্রভুর দিন সত্যি মহান ও মহাভয়ঙ্কর। তা সহ্য করবে এমন সাধ্য কার্?
উ তাই এখন তোমাদের পরমেশ্বর প্রভুর কাছে ফিরে এসো, তিনি যে দয়াবান, স্নেহশীল।
প্ যিনি সিংহাসনে আসীন, তাঁর এবং মেষশাবকের ক্রোধের মহাদিন এসে পড়ল : কে দাঁড়াতে সক্ষম?
উ তাই এখন তোমাদের পরমেশ্বর প্রভুর কাছে ফিরে এসো, তিনি যে দয়াবান, স্নেহশীল।

দ্বিতীয় পাঠ - ইগ্নির মঠাধ্যক্ষ ধন্য গেরিকের উপদেশাবলি **দীক্ষাগুরু যোহনের জন্মোৎসব, উপদেশ ৩**

দীক্ষাগুরু যোহনের মাহাত্ম্য

নারী-গর্ভজাতদের মধ্যে দীক্ষাগুরু যোহনের চেয়ে মহান কেউই কখনও আবির্ভূত হয়নি। সলোমন নির্দেশ দিলেন, *তোমার প্রশংসা তোমার প্রতিবেশীর ওষ্ঠ থেকেই আসুক,* কিন্তু আপন ঈশ্বরের ওষ্ঠ দ্বারাই প্রশংসিত হওয়া মানুষের পক্ষে আর কতই না কল্যাণকর, কতই না গৌরবের বিষয়! ঈশ্বর তো প্রবঞ্চিত হতে পারেন না, তিনি তোষামোদও করেন না। যে ব্যক্তি তিনি জানেন গর্বে স্ফীত হবে, বা যে ব্যক্তি তিনি জানেন শেষদিনে দন্ডিত হবে, তেমন ব্যক্তির প্রশংসা করতে তিনি তত তৎপর নন। তাই তুমি যে মানুষমাত্র, তুমি কারও বিচার করতে গিয়ে এ সত্যকার সাবধান বাণী স্মরণ কর: জীবনকালে কারও প্রশংসা করো না, কেননা যেমন তুমি একজনের গভীরতম অন্তরের কথা জানতে পার না, তেমনি তুমি পার না জানতে শেষে তার কী পরিণাম হবে। নিজের বেলায়ও তোমাকে স্বীকার করতে হয়, *আমি কোন পাপ বিষয়ে সচেতন নই বলেই ক্ষমা পাব তেমন নয়। এমন ধার্মিক ও জ্ঞানী লোক আছে যাদের কাজকর্ম ঈশ্বরের হাতে,* তারাও তো জানে না তারা আসলে ভালবাসা বা ঘৃণা পাবার যোগ্য কিনা; ভবিষ্যতের কথা ধরে সবকিছুই অনিশ্চিত।

তাই ধন্য তারা, যারা স্বয়ং বিচারকর্তার রায় থেকেই জানতে পেরেছে তারা ভালবাসা পাবার যোগ্য। বর্তমান ধর্মিষ্ঠতার জোরে দুর্বল একটা মানুষ ভাবীকালের সমস্ত ভয় ও দুষ্কর্ম থেকে নিষ্কৃতি পায় না, একথা সত্য; তবু যখন স্বয়ং ঈশ্বরের প্রজ্ঞাপূর্ণ বিচার মর্ত একটি মানুষকে প্রশংসনীয় বলে প্রতিপন্ন করে, তখন তা অপার গুণাবলি ও মহা পবিত্রতার এমন চিহ্ন যা সন্দেহের অতীত।

তাই যখন নোয়াকে উদ্দেশ করে সেই পরম ন্যায়বান বললেন, *আমি দেখেছি, তুমি আমার দৃষ্টিতে ন্যায়বান,* তখন নিঃসন্দেহে এ ছিল নোয়ার ন্যায়পরতার মূল্যবান একটি প্রশংসা। যখন ঈশ্বর আব্রাহামের কাছে শপথ করে বলেছিলেন, তাঁর কাছে দেওয়া যত প্রতিশ্রুতি তাঁর খাতিরেই পূর্ণতা লাভ করবে, তখন অবশ্যই এ ছিল আব্রাহামের বিশেষ যোগ্যতার চিহ্ন। ধন্য যোবের মহাগৌরবের কতই না বড় প্রমাণ যে প্রভু শত্রুর সামনে তাঁর

প্রশংসা করে বলেছিলেন, *তুমি কি আমার দাস যোবকে লক্ষ করেছ? পৃথিবীতে তার মত কেউই নেই; লোকটি সৎ ও ন্যায়বান, পরমেশ্বরকে ভয় করে ও অধর্ম থেকে দূরে থাকে।* আবার, মোশীর পক্ষ সমর্থন করায় এবং যারা মোশীকে ঈর্ষা করছিল তাদের উচ্ছেদ করায় ঈশ্বর তাঁকে কতই না মহা অনুগ্রহের পাত্র ঘোষণা করেছিলেন: *তোমাদের মধ্যে যদি কেউ নবী হয়, তবে আমি প্রভু তার কাছে দর্শনযোগে নিজেকে প্রকাশ করি, স্বপ্নে তার সঙ্গে কথা বলি। আমার দাস মোশীর ব্যাপারে তেমন নয়, আমার সমস্ত গৃহের মধ্যে সে-ই বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তি; তার সঙ্গে আমি মুখোমুখি হয়ে কথা বলি—নিগূঢ় ভাষার আশ্রয়ে নয়, প্রকাশ্যেই; এবং সে প্রভুর রূপ দেখতে পায়। তাই তোমরা আমার দাস এই মোশীর বিরুদ্ধে কথা বলতে কেমন করে ভীত হওনি?* অবশেষে, আপন মনের মত একটা মানুষকে পেয়েছিলেন বিধায় ঈশ্বর যাঁকে নিয়ে প্রীত ছিলেন, সেই দাউদের সঙ্গে কে বা কখনও তুলনায় দাঁড়াতে পারল?

অথচ এ সকল ব্যক্তি ও অন্যান্য ব্যক্তি যতই মহান না কেন, তবু কুমারীর সন্তানের সাক্ষ্যদান অনুসারে তাঁদের মধ্যে ও সকল নারীজাতদের মধ্যে দীক্ষাগুরু যোহনের চেয়ে মহান ব্যক্তি নেই। উজ্জ্বলতা ক্ষেত্রে যদিও *একটা তারা অন্য তারা থেকে ভিন্ন,* সত্যকার সূর্যের উদয়ের আগে যে পুণ্য লীলাময় তারকারাজি এ জগতের রাত্রি আলোকিত করল তাদের মধ্যে যদিও কোন জ্যোতিষ্ক চমৎকার বিভায় উদ্ভাসিত ছিল, তবুও আপন অভিষিক্তজনের জন্য পিতা যে জ্বলন্ত ও দীপ্তিমান প্রদীপ প্রস্তুত করলেন, সেই প্রভাতী তারার চেয়ে তাদের মধ্যে মহত্তর ও চমৎকার তারা নেই।

শ্লোক লুক ১:১৭,৭৬

প্/ সে প্রভুর সামনে এলিয়ের আত্মায় ও পরাক্রমে এগিয়ে চলবে
উ/ পিতাদের হৃদয় ছেলেদের প্রতি, ও বিদ্রোহীদের ধার্মিকদের সদ্বিবেচনায় ফেরাবার জন্য, প্রভুর যোগ্য এক জনগণকেই প্রস্তুত করার জন্য।
প্/ তুমি, শিশু, পরাৎপরের নবী বলে অভিহিত হবে, কারণ প্রভুর আগে আগে চলবে তাঁর পথ প্রস্তুত করতে,
উ/ পিতাদের হৃদয় ছেলেদের প্রতি, ও বিদ্রোহীদের ধার্মিকদের সদ্বিবেচনায় ফেরাবার জন্য, প্রভুর যোগ্য এক জনগণকেই প্রস্তুত করার জন্য।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - ইসা ২১:৬-১২

রাতের প্রহরী বাবিলনের পতন-সংবাদ দেয়

প্রভু আমাকে একথা বললেন,
‘যাও, একজন প্রহরী মোতায়েন রাখ,
সে যা যা দেখবে, তা জানিয়ে দিক,
সে অশ্বারোহী-দল দেখবে,
জোড় জোড় করে অশ্বারোহীকে,
গাধায় চড়ে এমন লোকের দল,
উটে চড়ে এমন লোকের দল দেখবে,
সে খুবই সতর্কতার সঙ্গে লক্ষ করুক, খুবই সতর্কতার সঙ্গে!’
তখন প্রহরী চিৎকার করে বলল,
‘প্রভু, আমি সারাদিন ধরে
নিরন্তর প্রহরী-দুর্গে দাঁড়িয়ে থাকি;
আমি সারারাত ধরে আমার প্রহরা-স্থানে পায়ে দাঁড়িয়ে থাকি।

ওই দেখ, এক দল অশ্বারোহী আসছে,
জোড় জোড় করে অশ্বারোহী আসছে।'
তারা চিৎকার করে বলছে,
'পতন হয়েছে, হ্যাঁ, বাবিলনের পতন হয়েছে!
তার দেব-দেবীর সকল মূর্তি ভূমিসাৎ হল!'
হে আমার আপন জাতি, তুমি যে চূর্ণবিচূর্ণ,
আমার নিজের খামারে মাড়াই করা সন্তান আমার!
আমি ইস্রায়েলের পরমেশ্বর সেই সেনাবাহিনীর প্রভুর কাছ থেকে
যা কিছু শুনেছি, তা তোমাদের জানিয়েছি।
দুমা সংক্রান্ত দৈববাণী।
সেইর থেকে কে যেন আমার দিকে চিৎকার করে বলছে:
'প্রহরী, রাত কত? প্রহরী, রাত কত?'
প্রহরী উত্তরে বলে:
'প্রভাত আসছে, পরে আবার রাত আসবে;
তোমরা জিজ্ঞাসা করতে চাইলে জিজ্ঞাসা কর;
ফের, এখানে এসো!'

শ্লোক প্রত্যা ১৮:২,৪,৫

℟ এক স্বর্গদূত বলিষ্ঠ কণ্ঠে চিৎকার করে বলে উঠলেন, মহতী বাবিলনের পতন হয়েছে! পরে আমি শুনতে পেলাম, স্বর্গ থেকে অন্য এক কণ্ঠ বলে উঠল:
℣ হে আমার আপন জনগণ, বাবিলন ছেড়ে বেরিয়ে এসো, যেন তোমাদের তার পাপকর্মের অংশী না হতে হয়।
℟ তার পাপ আকাশ পর্যন্তই রাশি রাশি হয়ে জমে গেছে এবং ঈশ্বর তার যত অপরাধ স্মরণ করেছেন।
℣ হে আমার আপন জনগণ, বাবিলন ছেড়ে বেরিয়ে এসো, যেন তোমাদের তার পাপকর্মের অংশী না হতে হয়।

দ্বিতীয় পাঠ - সাধু সিপ্রিয়ান-লিখিত 'সহনশীলতা' ২২-২৪

প্রভুর সহনশীলতার আদর্শ

আমি আমার শান্তি রক্ষা করে এসেছি, কিন্তু আমি কি আমার শান্তি সবসময়ের মতই রক্ষা করে যাব? ইনি কে, যিনি সাবধান বাণী দিয়ে বলেন, অতীতকালে শান্তি রক্ষা করা সত্ত্বেও তিনি সবসময়ের মত তা করে যাবেন না? অবশ্য ইনি হলেন সেই ব্যক্তি যাঁকে মেষের মত জবাইখানায় নিয়ে যাওয়া হল, যিনি লোমকাটিয়ের সামনে নিশ্চুপ মেষশাবকের মত মুখ খুললেন না। অবশ্য ইনি হলেন সেই ব্যক্তি যিনি জোরে কথা বললেন না, যাঁর কণ্ঠস্বর রাস্তা-ঘাটে শোনা যায়নি, যিনি কশাঘাতের কাছে আপন পিঠ ও নির্যাতকের কাছে আপন গাল পেতে দিয়ে প্রতিরোধ করেননি, বাদানুবাদও করেননি, যিনি যাজকদের ও প্রবীণদের দ্বারা অভিযুক্ত হয়ে কোন উত্তর দেননি, বরং পিলাতের বিস্ময়ে অধিক সহনশীল হয়ে নীরব থাকলেন। ইনি হলেন সেই ব্যক্তি যিনি যদিও যন্ত্রণাভোগের সময়ে নীরব থাকলেন তবু প্রতিশোধের সময় এলে আর নীরব থাকবেন না। ইনি হলেন আমাদের ঈশ্বর, অর্থাৎ ইনি সকলের ঈশ্বর নন, বরং শুধু সেই ভক্তদের ঈশ্বর যারা তাঁর উপর বিশ্বাস রাখে। দ্বিতীয় আগমনে তিনি যখন প্রকাশ্যে আবির্ভূত হবেন, তখন তিনি নীরব থাকবেন না। দীনাবস্থার জন্য তিনি আগে লুকোনো ছিলেন, তিনি কিন্তু মহাপ্রতাপে পুনরাগমন করবেন, আর তখন সকলে তাঁকে দেখতে পাবে।

প্রিয়তমেরা, এসো, আমাদের এ বিচারকর্তা ও প্রতিফলদাতার প্রতীক্ষায় থাকি। যারা তাঁর মণ্ডলীভুক্ত এবং সেই সকল ন্যায়নিষ্ঠজন যারা জগতের শুরু থেকে জীবনযাপন করল, তিনি নিজের সঙ্গে তাদেরও জন্য

প্রতিশোধ নেবেন। যারা প্রতিশোধ নিতে অতি তৎপর, অতি ব্যস্ত, তারা ভেবে দেখুক যে স্বয়ং প্রতিফলদাতার প্রতিফল এখনও দেওয়া হয়নি।

পিতা ঈশ্বর আদেশ দিলেন যেন তাঁর পুত্র পূজিত হন, এবং এ ঐশআদেশের কথা মনে রেখে প্রেরিতদূত পল একই কথা সমর্থন করে বলেন, *ঈশ্বর তাঁকে উন্নীত করলেন এবং তাঁকে দিলেন সেই নাম, সকল নামের চেয়ে শ্রেষ্ঠ যে নাম, যেন যীশু-নামে প্রতিটি জানু নত হয়—স্বর্গে, মর্তে ও পাতালে।* প্রত্যাদেশ পুস্তকেও যোহন যখন সেই দূতকে পূজা করতে চান, তখন দূতটি নিষেধ করে বলেন, *তুমি তা করবেই না! আমি তো তোমার ও তোমার ভাইদের সহদাস। প্রভু যীশুকেই পূজা কর।*

আহা, কতই না মহান সেই প্রভু যীশু, আর কতই না মহান তাঁর সহনশীলতা, কেননা যিনি স্বর্গে পূজিত হচ্ছেন, তিনি এখনও মর্তে প্রতিফল পাননি। প্রিয়জনেরা, এসো, তাঁর সহনশীলতার কথা মনে রাখি আমাদের দুঃখ ও নির্যাতনের সময়ে। এসো, গভীর আকাঙ্ক্ষায় তাঁর আগমনের জন্য প্রতীক্ষা করতে একাগ্রতা দেখাই। প্রভু নিজে যতদিন প্রতিফল না পান, এসো, আমরা যেন নির্লজ্জ আর অনুচিত ব্যস্ততার সঙ্গে প্রতিফল পাবার জন্য ছুটে না যাই—আমরা যে দাস মাত্র! বরং এসো, সহনশীল হয়ে পরিশ্রম করি। সম্পূর্ণরূপে জাগ্রত হয়ে এবং সহনশীলতায় নিষ্ঠাবান হয়ে এসো, প্রভুর আজ্ঞা মেনে চলি, যেন ক্রোধ ও প্রতিশোধের দিন এলে আমরা ধর্মহীন পাপীদের সঙ্গে দণ্ডিত না হই, বরং ধার্মিক ও ঈশ্বরভীরুদের সঙ্গে সম্মানের যোগ্য হয়ে উঠি।

শ্লোক হাবা ২:৩; হিব্রু ১০:৩৭ দ্রঃ

প্র তাঁর কথামত তিনি শেষে আবির্ভূত হবেন।
উ তিনি দেরি করলেও তাঁর প্রতীক্ষায় থাক, কারণ তাঁর আগমন আবশ্যক।
প্র অতি অল্পকাল বাকি আছে, আর যাঁর আসবার কথা তিনি এসে উপস্থিত হবেন।
উ তিনি দেরি করলেও তাঁর প্রতীক্ষায় থাক, কারণ তাঁর আগমন আবশ্যক।

২য় সপ্তাহ

রবিবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - ইসা ১৪:১-২১

জনগণের মুক্তি

প্রভু যাকোবের প্রতি নিজের স্নেহ দেখাবেন, তিনি আবার ইস্রায়েলকে বেছে নেবেন, তাদের আপন দেশভূমিতে তাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করবেন। তাদের সঙ্গে বিদেশী মানুষ যোগ দেবে, তারা যাকোবকুলের সঙ্গে সংযুক্ত হবে। জাতিসকল তাদের গ্রহণ করে নিয়ে তাদের দেশে আবার চালনা করবে, এবং ইস্রায়েলকুল প্রভুর দেশভূমিতে তাদের সকলকে আপন দাস-দাসীর মত অধিকার করে নেবে; এভাবে যারা তাদের বন্দি করেছিল, তারা তাদের বন্দি করবে; হ্যাঁ, তারা তাদের সেই বিরোধীদের উপর কর্তৃত্ব করবে।

সেদিন, যখন প্রভু তোমার দুঃখ ও উদ্বেগ থেকে, এবং যে কঠোর দাসত্বে তুমি আবদ্ধ ছিলে, তা থেকে তোমাকে বিশ্রাম দেবেন, তখন তুমি বাবিলন-রাজ বিষয়ে এই বিদ্রূপের গান ধরে বলবে:

‘আহা, সেই নিপীড়কের শেষ দশা কেমন হয়েছে!
তার আস্ফালন শেষ হয়েছে!
প্রভু দুর্জনদের লাঠি ছিন্ন করেছেন,

শাসনকর্তাদের রাজদণ্ড ভেঙে দিয়েছেন।
তারা কোপে জাতিসকলকে আঘাত করত,
আঘাত করতে কখনও ক্ষান্ত হত না,
তারা ক্রোধে জাতিসকলের উপরে কর্তৃত্ব চালাত,
স্বস্তি না দিয়েই তাদের তাড়না করত।
সমগ্র পৃথিবী এখন শান্ত প্রশান্ত,
আনন্দচিৎকারে হর্ষধ্বনি তুলছে।
দেবদারু ও লেবাননের এরসগাছও
তোমার বিষয়ে উচ্চকণ্ঠে আনন্দগান করে বলে,
"যে সময় থেকে তোমাকে ভূমিসাৎ করা হয়েছে,
সেসময় থেকে কোন কাঠকাটিয়ে আমাদের বিরুদ্ধে আর আসে না।"

তোমার ব্যাপারে, নিচে সেই পাতাল
তোমার আগমনে অভিনন্দন জানাবার জন্য অস্থির;
তোমার জন্য তারা ছায়ামূর্তি—পৃথিবীর সেই নেতাসকলকে—জাগিয়ে তুলছে,
পাতাল জাতিগুলির রাজাদেরও তাদের রাজাসন থেকে উঠিয়ে দিচ্ছে।
সকলে একথা বলে তোমাকে গ্রহণ করবে:
"আমাদের মত তোমাকেও ভূমিসাৎ করা হল,
তুমিও আমাদের সমান হলে!
তোমার ঘটা, তোমার সেতারের ঝঙ্কার, সবই পাতালে নিক্ষেপ করা হল,
তোমার নিচে কীটের বিছানা,
তোমার গায়ে পোকার কম্বল!
হে প্রভাতী তারা, হে উষার সন্তান,
আকাশ থেকে তোমার এ কেমন পতন?
হে জাতিগুলির বিজয়ী শাসক, তোমার এ কেমন ভূমিসাৎ?
অথচ তুমি ভাবছিলে, আমি স্বর্গ পর্যন্তই আরোহণ করব,
ঈশ্বরের তারানক্ষত্রের ঊর্ধ্বেও আমার সিংহাসন স্থাপন করব,
আমি সমাবেশ-পর্বতে, উত্তরদিকের দূরতম প্রান্তেই আসীন হব।
হ্যাঁ, আমি মেঘলোকের ঊর্ধ্বতম অঞ্চলে গিয়ে উঠব,
আমি পরাৎপরের সমকক্ষ হব!"
বরং তোমাকে পাতালে,
অতল গহ্বরের গভীরতম স্থানেই নিক্ষেপ করা হল!
যত মানুষ তোমাকে দেখতে পাচ্ছে,
তারা সকলে তোমার দিকে চোখ নিবদ্ধ রাখছে,
তোমার ব্যাপারটা বিবেচনা করে বলছে,
"এ কি সেই পুরুষ, যে পৃথিবীকে কাঁপিয়ে তুলছিল,
যত রাজ্যকে উল্টিয়ে দিচ্ছিল?
এ তো বিশ্বকে মরুপ্রান্তর করল,
এ তো যত শহর ধ্বংস করে দিল,

বাড়ি যাবার জন্য বন্দিদের কখনও মুক্ত করেনি!”
জাতিগুলির অন্য সকল রাজা,
তারা সকলেই সসম্মানে বিশ্রাম করছে,
প্রত্যেকে যে যার আপন সমাধিমন্দিরে শুয়ে আছে।
কিন্তু তোমাকে তোমার সমাধি থেকে বাইরে ফেলে দেওয়া হল
কুৎসিত একটা অজাত ভ্রূণেরই মত!
—যারা খড়্গের আঘাতে বিদ্ধ,
যারা গহ্বরের এই প্রস্তররাশিতে পতিত,
তুমি এখন তাদের রাশি রাশি মৃতদেহে আচ্ছাদিত—
হ্যাঁ, তুমি পশুর পায়ে মাড়িয়ে যাওয়া একটা লাশের মত!
তুমি ওদের সঙ্গে সমাধিতে যোগ দেবে না,
কারণ তুমি তোমার নিজের দেশ উচ্ছেদ করেছ,
তোমার নিজের প্রজাদের খুন করে ফেলেছ;
না, কোন কালেই অপকর্মার বংশের নামের উল্লেখ হবে না!
তোমরা এখন ওর সন্তানদের হত্যাকাণ্ড প্রস্তুত কর,
ওদের পিতার অপরাধের কারণেই তা প্রস্তুত কর;
তারা উঠে আর কখনও পৃথিবীকে জয় না করুক,
জগৎকে নগরে নগরে পরিপূর্ণ না করুক।’

শ্লোক ইসা ১৪:১; হাবা ২:৩ দ্রঃ

প্র তার ক্ষণ এবার কাছে এসে গেছে, তার দিনগুলি প্রসারিত হবে না, কারণ প্রভু যাকোবের প্রতি নিজের স্নেহ দেখাবেন,

উ তিনি ইস্রায়েলকে উদ্ধার করবেন।

প্র তাঁর আগমন আবশ্যক, তত দেরি করবে না; আমাদের দেশভূমিতে ভয় আর থাকবে না, কারণ তিনি আমাদের ত্রাণকর্তা।

উ তিনি ইস্রায়েলকে উদ্ধার করবেন।

দ্বিতীয় পাঠ - ১১৮ নং সামসঙ্গীতে সাধু আম্ব্রোজের ব্যাখ্যা **১৯:৩০-৩২**

এসো, সূর্যের উদয়ের আগে প্রভুকে বরণ করতে যাই

আহা, কতই না অসীম মণ্ডলীর অনুগ্রহ, কতই না মহৎ জীবন্ত বিশ্বাসের পুরস্কার! যেহেতু এসব কিছু আমাদের প্রেরণা দেয়, সেজন্য, *দেখ, এই যে আমি আসছি,* খ্রীষ্ট একথা বলার আগে, এসো, ধর্মময়তার সূর্য সেই খ্রীষ্টকে বরণ করতে উদীয়মান সূর্যের আগেই উঠি। আমরা তাঁর উদয়ের আগে জাগ্রত থাকব, এ তো তাঁর ইচ্ছা ও প্রত্যাশা। খ্রীষ্টের এ বাসনা ও প্রত্যাশা তুমি সেই বাণীতে শুনতে পাও, যে বাণী তিনি লাওডিসিয়ার দূতের প্রতি উচ্চারণ করলেন: *আগ্রহ দেখাও, মনপরিবর্তন কর। দেখ, আমি দরজায় দাঁড়িয়ে ঘা দিচ্ছি; আমার গলা শুনে কেউ যদি দরজাটা খুলে দেয়, তাহলে আমি তার কাছে প্রবেশ করব।*

তাঁর ঢোকবার ক্ষমতা আছে; পুনরুত্থানের পর কোন খিল তাঁকে বাধা দিতে পারল না, আর তিনি হঠাৎ, অপ্রত্যাশিত ভাবেই উপরতালার সেই ঘরে সমবেত শিষ্যদের কাছে দেখা দিয়েছিলেন। প্রেরিতদূতদের তিনি যাচাই করেই গেছেন, এবার তিনি তোমারই ভক্তির আকাঙ্ক্ষা যাচাই করতে ইচ্ছা করেন। হয় তো নির্যাতনের সময়ে তিনি নিজেই প্রথম এসে তোমার কাছে নিজেকে উপস্থিত করেন, কিন্তু শান্তির সময়ে তিনি চান তুমিই

প্রথম তাঁর কাছে যাবে।

সূর্য আকাশে দেখা দেবার আগে জাগ্রত হও; *হে নিদ্রামগ্ন, জেগে ওঠ, মৃতদের মধ্য থেকে উত্থিত হও, তবে খ্রীষ্ট তোমাকে আলোকিত করবেন।* এ সূর্যোদয়ের আগে জাগ্রত হলে, তাহলে তুমি আলো-খ্রীষ্টকে বরণ করবে, এমনকি তোমার হৃদয়ের অন্তঃস্থল আলোকিত ক'রে তিনি নিজে প্রথম তোমার কাছে এসে নিজেকে উপস্থিত করবেন; তুমি যদি তাঁকে বল, *রাতে তোমারই আকাঙ্ক্ষা করে আমার প্রাণ,* তাহলে তিনি তোমার রাত্রিকালীন বাণীধ্যান প্রভাতের আলোতে আলোকিত করবেন। তবে তোমার ধ্যান হয়ে উঠবে এমন একটি আলো যা আলোদর্শী—দিনের আলো নয়, অনুগ্রহেরই আলোদর্শী—আর তুমি বলবে, *প্রভুর আজ্ঞাবলি চোখে আলো দান করে।* তুমি ঐশবাণীতে ধ্যানরত থাকতেই যখন নতুন দিনের আবির্ভাব হয়, এবং প্রার্থনা ও সামসঙ্গীত-আবৃত্তির মত মহা কাজ পালনে যখন তোমার প্রাণ জুড়িয়ে যায়, তখন তুমি একথাও প্রভু যীশুকে বলবে, *প্রভাত ও সন্ধ্যার বহির্দ্বারে তুমি জাগাও আনন্দধ্বনি।*

মোশীর নির্দেশ অনুসারে ইহুদী জাতি এ বিশেষ কাজে নিযুক্ত প্রবীণদের মাধ্যমে পবিত্র শাস্ত্র দিনরাত অবিরতই পাঠ করে চলে; আর সেই সময়ে তুমি একজন প্রবীণের কাছে অন্য প্রসঙ্গে প্রশ্ন রাখলে প্রত্যুত্তরে শাস্ত্রের একটা অংশ ছাড়া তিনি জানেন না তোমাকে আর কী শোনাবেন। তাঁদের মধ্যে জাগতিক কোন আলাপ-আলোচনার জন্য সময় নেই, তাঁরা কেবল পবিত্র পুস্তকটি অবিরতই পাঠ করে চলেন; পালাক্রমে একজনের স্বর আর একজনের স্বর চালিয়ে যায়, যাতে করে দিব্য আজ্ঞাবলির পবিত্র স্বরধ্বনি মুহূর্তমাত্রই শেষ না হয়। আর তুমি, হে খ্রীষ্টান, খ্রীষ্টই যখন তোমার আপন গুরু, তুমি কি ঘুমিয়ে থাক? তোমার কি কোন ভয় নেই যে তোমাকে বলা হবে: 'এ জাতির মানুষ ওষ্ঠেও আমাকে সম্মান করে না; ইহুদী জাতির মানুষ ওষ্ঠেই কমপক্ষে আমাকে সম্মান করে, তুমি কিন্তু তাও কর না।' যে মানুষ কেবল ওষ্ঠেই ঈশ্বরকে সম্মান করে, তার হৃদয় যখন ঈশ্বর থেকে দূরে থাকে, ওষ্ঠেও তাঁকে সম্মান না জানায় তোমার তেমন হৃদয় তখন কি করে তাঁর কাছে থাকতে পারে? ঘুম, জাগতিক ব্যাপার, সংসারের চিন্তা ও পার্থিব বিষয় তোমার কত সময়ই না কেড়ে নেয়! কমপক্ষে ঈশ্বর ও ইহলোকের মধ্যে সময় ভাগ কর; অথবা, যখন তুমি বাজারে তোমার পার্থিব কর্মকান্ড চালাতে পার না, যখন রাতের অন্ধকারের জন্য তোমার কাজ সম্পাদনে বিঘ্নিত হও, তখনই ঈশ্বরের জন্য নিজেকে মুক্ত রেখে প্রার্থনায় রত থাক; ঘুম প্রতিরোধ করার জন্য একটা সামসঙ্গীত উচ্চকণ্ঠে আবৃত্তি কর—বুদ্ধি খাটিয়ে প্রতারণার মধ্য দিয়ে ঘুম প্রতারণা কর! ভোরে তৎপর হয়ে গির্জায় গিয়ে তোমার পুণ্য আকাঙ্ক্ষার প্রথমফসল অর্পণ কর, তারপর যদি সংসার আর পার্থিব বিষয় তোমাকে ডাকে, তবুও তুমি সরল মনে বলতে পারবে, *তোমার বচন ধ্যান করার জন্য রাতের প্রতিটি প্রহরের আগেই জাগ্রত আমার চোখ,* আর তাই ব'লে তুমি শান্তচিত্তে তোমার যত কর্মকাণ্ডে মন দিতে পারবে। স্তুতিগান ও বন্দনাগীতি গেয়ে, সুসমাচারের আশীর্বচন প'ড়ে দিন শুরু করা, আহা, কতই না আনন্দদায়ী! খ্রীষ্টের বাণীর আশীর্বাদ, আহা, কতই না সমৃদ্ধির পণ! প্রভুর আশীর্বাদের কথা মনে মনে পুনঃপুনঃ গান করতে করতে কোন একটা সদ্‌গুণের সঙ্কল্পে নিজেকে উদ্দীপিত কর, যাতে করে নিজের মধ্যেও ঐশআশীর্বাদের কার্যকারিতা উপলব্ধি করতে পার।

শ্লোক প্রত্যা ১:৫; হিব্রু ১০:৩৭ দ্রঃ

প্র দেখ, পৃথিবীর রাজাদের অধিরাজ সেই প্রভু আসবেন;
উ সুখী তারা, যারা তাঁকে বরণ করতে প্রস্তুত: তারা পবিত্র নগরী যেরুসালেমে স্থান পাবে।
প্র প্রভু আসবেন; দেরি না করেই আসবেন।
উ সুখী তারা, যারা তাঁকে বরণ করতে প্রস্তুত: তারা পবিত্র নগরী যেরুসালেমে স্থান পাবে।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - ইসা ২২:৮খ-২৩

প্রাসাদ-অধ্যক্ষ শেব্না ও যেরুসালেমের দর্পের জন্য
প্রভুর ভর্ৎসনা-বাণী

সেদিন তোমরা অরণ্য-গৃহে সেই অস্ত্র-সরঞ্জামের দিকে চোখ ফেরালে;
তোমরা তো দেখলে দাউদ-নগরীতে কতগুলো ভগ্নস্থান;
নিচের দিঘির জল একস্থানে একত্র করলে;
যেরুসালেমের বাড়ি-ঘর পরিদর্শন ক'রে
তোমরা প্রাচীর দৃঢ় করার জন্য কতগুলো বাড়ি-ঘর ভেঙে ফেললে;
পুরাতন দিঘির জলের জন্য
তোমরা দুই প্রাচীরের মাঝখানে একটা জলাধার তৈরি করলে;
কিন্তু এসব কিছুর নির্মাতা যিনি, তাঁর দিকে তোমরা তাকাওনি,
দীর্ঘকাল থেকেই এসব কিছু গড়লেন যিনি, তাঁকে দেখওনি।
সেদিন সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর প্রভু কান্না-বিলাপ করতে,
মাথার চুল খেউরি করতে ও চটের কাপড় পরতে তোমাদের আহ্বান জানিয়েছিলেন;
কিন্তু তার বদলে রয়েছে আমোদপ্রমোদ, বলদ-জবাই, মেষ-কাটা,
মাংসাহার ও আঙুররস-পান;
'এসো, খাওয়া-দাওয়া করি, কারণ কাল মারা পড়ব!'
তখন সেনাবাহিনীর প্রভু আমার কানে একথা প্রকাশ করলেন:
'তোমাদের মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত
নিশ্চয় তোমাদের এই অপরাধের মার্জনা হবে না;'
—একথা বলছেন স্বয়ং প্রভু, সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর।
সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর প্রভু একথা বলছেন:
তুমি ওই মন্ত্রীকে, প্রাসাদ-অধ্যক্ষ ওই শেব্নাকে গিয়ে বল:
'এখানে তোমার কী? আবার এখানে তোমার কেইবা আছে যে,
তুমি এইখানে নিজের জন্য একটা সমাধি খুঁড়তে লাগলে?'
সে তো নিজের জন্য একটা সমাধি খুঁড়তে লাগল,
নিজের জন্য শৈলে একটা বিশ্রামস্থান কাটতে লাগল!
দেখ, পুরুষ! প্রভু শক্ত করে তোমাকে ধরে
একেবারে ছুড়ে ফেলবেন।
তিনি তোমাকে একটা গোলক পিণ্ডের মত ভাল মতই ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বিস্তীর্ণ এক দেশে নিক্ষেপ করবেন;
সেখানে তুমি মরবে, সেখানে তোমার যত গৌরবময় রথও চলে যাবে,
তুমি যে তোমার প্রভুর প্রাসাদের কলঙ্কমাত্র!
আমি তোমার পদ থেকে তোমাকে দূরে ঠেলে দেব,
তোমার আসন থেকে তোমাকে উল্টিয়ে ফেলব।
সেদিন এমনটি ঘটবে,
আমি আমার আপন দাসকে,

হিল্কিয়ার সন্তান সেই এলিয়াকিমকে ডাকব;
তোমার বসন তাকেই পরাব,
তোমার বন্ধনী তারই কোমরে বাঁধব,
তোমার কর্তৃত্ব তারই হাতে তুলে দেব।
সে যেরুসালেম-বাসীদের জন্য ও যুদাকুলের জন্য পিতা হবে।
আমি দাউদকুলের চাবিকাঠি তাঁর কাঁধে রেখে দেব:
সে যা খুলে দেবে, কেউই তা বন্ধ করতে পারবে না;
সে যা বন্ধ করবে, কেউই তা খুলে দিতে পারবে না।
আমি তাকে একটা গোঁজের মত শক্ত মাটিতে পুঁতে রাখব,
সে তার পিতৃকুলের পক্ষে গৌরবাসন হয়ে উঠবে।

শ্লোক প্রত্যা ৩:৭,৮

প্র পবিত্রজন যিনি, সত্যময় যিনি, যাঁর হাতে রয়েছে দাউদের চাবিকাঠি, তিনি একথা বলেন:
উ তোমার সামনে আমি একটা দরজা খুলে রেখেছি, যা বন্ধ করার সাধ্য কারও নেই।
প্র তুমি বাণী পালন করেছ, আমার নাম অস্বীকার করনি:
উ তোমার সামনে আমি একটা দরজা খুলে রেখেছি, যা বন্ধ করার সাধ্য কারও নেই।

দ্বিতীয় পাঠ - ইসাইয়ার পুস্তকে সীজারিয়ার বিশপ এউসেবিউসের ব্যাখ্যা **৪০শ অধ্যায়**

মরুপ্রান্তরে কার যেন কণ্ঠস্বরের চিৎকার

মরুপ্রান্তরে এক কণ্ঠস্বর চিৎকার করে বলে: প্রভুর জন্য পথ প্রস্তুত কর; আমাদের পরমেশ্বরের জন্য রাস্তা সমতল কর। স্পষ্ট প্রচার করা হয় যে সেই ভবিষ্যদ্বাণীর কথা যথা প্রভুর গৌরবের আবির্ভাব এবং সকল মানুষের কাছে পরমেশ্বরের পরিত্রাণের প্রকাশ যেরুসালেমে নয়, মরুপ্রান্তরেই সিদ্ধিলাভ করবে। আর তা ঐতিহাসিক ও আক্ষরিক দিক দিয়ে তখনই সিদ্ধিলাভ করল যখন দীক্ষাগুরু যোহন যর্দনের মরুপ্রান্তরে ঈশ্বরের পরিত্রাণকারী আগমনের কথা প্রচার করলেন—সেইখানে তো ঈশ্বরের পরিত্রাণ দৃষ্টিগোচর হল। বাস্তবিকই খ্রীষ্ট ও তাঁর গৌরব তখনই সকলের কাছে স্পষ্ট প্রকাশ পেল যখন তিনি দীক্ষাস্নাত হলে পর স্বর্গ উন্মুক্ত হল এবং পবিত্র আত্মা কপোতের আকারে নেমে এসে তাঁর উপরে অধিষ্ঠান করলেন এবং ধ্বনিত হল পিতার কণ্ঠস্বর যা পুত্রের বিষয়ে সাক্ষ্যদান করে বলল: *ইনিই আমার প্রিয় পুত্র, এঁতে আমি প্রসন্ন; তাঁর কথা শোন।*

এ সকল কথা বলা হয়েছিল, কেননা ঈশ্বর এমন মরুপ্রান্তরেই আগমন করতে যাচ্ছিলেন যা আদি থেকে দুর্গম ও অগম্য ছিল, অর্থাৎ কিনা সেই সময়ে মানবজাতি ঈশ্বরজ্ঞানে শূন্য ছিল, ঈশ্বরের যত ধার্মিক ব্যক্তি ও নবীর পক্ষে সেই মানবজাতির কাছে যাওয়ার পথ রুদ্ধই ছিল। সেই কণ্ঠস্বর কিন্তু আদেশ দেয় যেন ঈশ্বরের পথ প্রস্তুত করা হয় এবং অসমতল ও দুর্গম ভূমি সমতল করা হয় যাতে করে আমাদের ঈশ্বর আগমন করে এগতে পারেন। *প্রভুর জন্য পথ প্রস্তুত কর,* এই তো সেই সুসমাচার-প্রচার, সেই নতুন সান্ত্বনা-বাণী যার উদ্দেশ্য হল ঈশ্বরের পরিত্রাণের কথা যেন সকল মানুষের কাছে এসে জ্ঞাত হতে পারে।

তুমি যে সিয়োনের কাছে সুসমাচার প্রচার কর, উচ্চ পর্বতে গিয়ে ওঠ! তুমি যে যেরুসালেমের কাছে সুসমাচার প্রচার কর, যথাসাধ্য উচ্চকণ্ঠে চিৎকার কর। উপরোল্লিখিত কথার সঙ্গে বাক্যটির সম্পর্ক যুক্তিসঙ্গত: মরুপ্রান্তরে যে কণ্ঠস্বর চিৎকার করে সেই কথার পর এ বাক্য যথার্থভাবে সুসমাচার-রচয়িতাদের কথাও উল্লেখ করে এবং মানবজাতির কাছে ঈশ্বরের আগমনের কথা জ্ঞাত করে। বস্তুতপক্ষে সুসমাচার-রচয়িতাদের কথা যে দীক্ষাগুরু যোহনের ভবিষ্যদ্বাণীর পরেই উল্লিখিত, তা যুক্তিসঙ্গত।

উপরোক্ত যেরুসালেম ছাড়া সিয়োন বলতে আর কী বোঝাতে পারে? সিয়োনও একটি পর্বত ছিল বটে,

যেইভাবে শাস্ত্র প্রমাণ দিয়ে বলে, *তুমি সিয়োন পর্বতে বসবাস করলে;* প্রেরিতদূতও এবিষয়ে বলেন, *তোমরা এগিয়ে গিয়ে সিয়োন পর্বতের সম্মুখীন হয়েছ।* এবার কিন্তু উচ্চতর পর্যায়ের অর্থে সিয়োন বলতে কি সেই প্রেরিতদূতবর্গকে বোঝায় না, পরিচ্ছেদন-পন্থী সেই আগেকার জাতির মধ্য থেকে যাঁদের বেছে নেওয়া হয়েছিল?

হ্যাঁ, এই তো সেই সিয়োন ও সেই যেরুসালেম যা ঈশ্বরের পরিত্রাণ গ্রহণ করেছে, যা ঈশ্বরের পর্বতচূড়ায় তথা তাঁর একমাত্রজাত বাণীর উপরে উঁচুভাবে স্থাপিত। তাকেই ঈশ্বর উঁচু পর্বতে গিয়ে উঠে পরিত্রাণের বাণী প্রচার করতে আদেশ করেন। সুসমাচার-রচয়িতাবৃন্দ ছাড়া সুসমাচার-প্রচারক আর কেবা হতে পারেন? আর সুসমাচার প্রচার করা, এর অর্থ কী? অর্থটি এ: নিখিল মানবজাতির কাছে, সর্বপ্রথমে কিন্তু যুদার নগরগুলির কাছেই পৃথিবীতে খ্রীষ্টের আগমনের কথা প্রচার করা।

শ্লোক মথি ১১:১১,৯ দ্রঃ

℟ প্রভুর সেই অগ্রদূত আসছেন যাঁর বিষয়ে সাক্ষ্য দেওয়া হয়েছিল যে,
℣ নারী-গর্ভজাতদের মধ্যে দীক্ষাগুরু যোহনের চেয়ে মহান কেউই কখনও আবির্ভূত হয়নি।
℟ তিনিই সেই নবী, এমনকি নবীর চেয়েও সেই শ্রেষ্ঠ মানুষ, যাঁর বিষয়ে ত্রাণকর্তা বললেন,
℣ নারী-গর্ভজাতদের মধ্যে দীক্ষাগুরু যোহনের চেয়ে মহান কেউই কখনও আবির্ভূত হয়নি।

সোমবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - ইসা ৩৪:১-১৭

এদোমের উপরে প্রভুর দণ্ডাজ্ঞা

জাতিসকল, কাছে এসে শোন;
দেশগুলি, মনোযোগ দিয়ে শোন;
শুনুক পৃথিবী ও তার মধ্যে যা কিছু আছে,
জগৎ ও তার মধ্যে যা কিছু উৎপন্ন হয়।
কারণ প্রভু সকল দেশের উপরে ক্রুদ্ধ,
তাদের সমস্ত সৈন্যদলের উপরে রুষ্ট;
তিনি তাদের বিনাশ-মানতের বস্তু করলেন,
হত্যাকাণ্ডে তাদের তুলে দিলেন।
তাদের নিহতদের বাইরে ফেলা দেওয়া হচ্ছে,
তাদের শবের দুর্গন্ধ চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে,
তাদের রক্ত পর্বত পর্বত বেয়ে ঝরছে।
আকাশের সমস্ত বাহিনী উবে যাচ্ছে,
আকাশমণ্ডল একটা লিপি-পত্রের মত গুটিয়ে দেওয়া হচ্ছে;
আঙুরলতার পতিত পল্লবের মত,
ডুমুরগাছের জীর্ণ পাতার মত
তার যত জ্যোতিষ্ক শীর্ণ হয়ে পড়ছে।
কেননা স্বর্গে আমার খড়্গ মত্ত হয়েছে;
দেখ, তা এদোমের উপরে পড়ছে,

এমন জাতির উপরে,
যাকে শাস্তির উদ্দেশ্যে বিনাশ-মানতের বস্তু করা হল।
প্রভুর খড়্গ রক্তে ভরা, চর্বিতে মাখা,
—মেষশাবক ও ছাগের রক্তে ভরা, ভেড়ার মেটের চর্বিতে মাখা—
কেননা বস্রাতে প্রভুর উদ্দেশে এক যজ্ঞানুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হচ্ছে,
এদোম দেশে বিরাট পশুবধ।
তাদের সঙ্গে মহিষও মারা পড়ছে, ষাঁড়ের সঙ্গে বাছুর;
তাদের দেশ রক্তভরা,
ধুলা চর্বিতে মাখা।
কারণ এই দিন প্রভুর প্রতিশোধের দিন,
এই বর্ষ সিয়োনের বিরোধীর উপর প্রতিফল-বর্ষ।
সেই দেশের যত জলস্রোত আলকাতরায়,
তার ধুলা গন্ধকে পরিণত হবে,
তার ভূমি জ্বলন্ত আলকাতরা হবে।
তা দিনরাত কখনও নিভবে না,
তার ধোঁয়া চিরকাল উঠতে থাকবে;
তা পুরুষানুক্রমে জনশূন্য থাকবে,
সেখান দিয়ে কেউই আর কখনও যাবে না।
পানিভেলা ও শজারুই তা অধিকার করে নেবে,
পেচক ও দাঁড়কাক সেখানে বাসা বাঁধবে;
তার উপরে প্রভু ঘোরের দড়ি ও শূন্যতার ওলনসুতো ধরবেন।
সেখানে রাজ-অধিকার ঘোষণা করতে
রাজপুরুষ কেউই আর থাকবে না;
সেখানকার সমস্ত সমাজনেতার চিহ্নমাত্র থাকবে না।
তার প্রাসাদগুলিতে কাঁটাগাছ,
তার সমস্ত দুর্গে বিছুটি ও শেয়ালকাঁটা গজে উঠবে;
দেশটা হবে শিয়ালের আস্তানা,
উটপাখির মাঠ।
বনবিড়াল নেকড়ের সঙ্গে মিলবে,
ছাগ একে অপরকে ডাকবে,
নিশাচরও সেখানে বাস করে শান্ত বিশ্রামস্থান পাবে।
সেখানে সাপ বাসা করে ডিম পাড়বে,
তা ফুটিয়ে শাবকদের নিজের ছায়ায় জড় করবে;
সেখানে চিলও যার যার সঙ্গিনীর খোঁজে সমবেত হবে।
তোমরা প্রভুর পুস্তকে অনুসন্ধান কর, তা পড়;
এগুলোর একটাও অনুপস্থিত হবে না,
এগুলো কেউই সঙ্গী-বঞ্চিত থাকবে না;
কারণ তাঁরই মুখ তেমন আজ্ঞা জারি করেছে,

তাঁরই প্রেরণা এগুলোকে জড় করছে।
তিনি গুলিবাঁট করে সেগুলোকে যার যার অধিকার দিলেন,
তাঁর হাত সূক্ষ্মরূপে প্রত্যেকটির অংশ নিরূপণ করলেন,
সেগুলো তা অধিকার করবে চিরকাল ধরে,
পুরুষানুক্রমে সেখানে বাস করবে।

শ্লোক ১ পি ৪:১৭-১৮; যোব ৪:১৮

প্র এমন সময় এসেছে, যখন বিচার ঈশ্বরের গৃহ নিয়েই শুরু হচ্ছে; আর তা যখন আমাদের নিয়ে শুরু হয়, তখন যারা সুসমাচারে বিশ্বাস করতে অসম্মত, তাদের শেষ পরিণাম কী হবে?
উ আর ধার্মিকের পক্ষে যখন পরিত্রাণ পাওয়া কঠিন, তখন ভক্তিহীন ও পাপীর দশা কীবা হবে?
প্র দেখ, নিজের দাসদের তিনি বিশ্বাস করেন না।
উ আর ধার্মিকের পক্ষে যখন পরিত্রাণ পাওয়া কঠিন, তখন ভক্তিহীন ও পাপীর দশা কীবা হবে?

দ্বিতীয় পাঠ - সাধু বার্নার্ডের উপদেশাবলি **প্রভুর আগমন, উপদেশ ১:৯-১০**

মানুষের অন্তরে প্রভুর আগমন

এখন আমাদের ত্রাণকর্তার আগমনকাল সম্বন্ধে একটু চিন্তা করা দরকার, কেননা তোমরা অবশ্যই একথা জান যে আদিকালে নয়, মধ্যবর্তী কোন এক সময়েও নয়, বরং কালের পূর্ণতায়ই তিনি আগমন করলেন। তা তাঁর নিজের পছন্দের উপর নির্ভর করল এমন নয়, তা বরং ছিল ঐশদূরদর্শিতারই একটা সুচিন্তিত ব্যবস্থা। আদমসন্তানেরা কৃতঘ্নতা প্রবণ, একথা ভাল করেই জানতেন বিধায় তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন, মানুষকে সহায়তা করার আগে তিনি ততদিন অপেক্ষা করবেন যতদিন মানুষ অত্যন্ত অসহ্য দুঃখকষ্টে না ভোগে। প্রায় সন্ধ্যা হয়ে এসেছিল, বেলাও প্রায় শেষ হয়ে গেছিল। ন্যায়ের সূর্য অস্তাচলের পিছনে ডুবে যাচ্ছিল, তার আলো অধিক ক্ষীণ হয়ে যাচ্ছিল, পৃথিবীর বুকে তার উত্তাপও হ্রাস পাচ্ছিল, কেননা ঈশ্বরজ্ঞানের আলো ক্ষীণ হয়ে গেছিল ও পাপের বৃদ্ধিলাভের ফলে প্রেম শীতল হয়ে পড়েছিল। আর কোন স্বর্গদূত দেখা দিচ্ছিলেন না, নবীর কোন কণ্ঠস্বরও আর শোনা যাচ্ছিল না; মনে হচ্ছিল, মানবজাতির কঠিন নির্বুদ্ধিতা দেখে স্বর্গদূত ও নবীরা উভয়ই নিরাশ হয়ে পড়েছিলেন, এবং মানবের ব্যাপার আর চিন্তা না করে দূরেই সরে গেছিলেন। কিন্তু ঠিক এ সময়ে ঈশ্বরের পুত্র বললেন, *এই দেখ, আমি আসছি!* মর্তের মঞ্চে সনাতন ঈশ্বরের প্রবেশ আসলে ঠিক সময়েই ঘটল—সেসময় সাংসারিক ঐশ্বর্য সর্বোচ্চ মাত্রা পৌঁছে গেছিল। একটিমাত্র উদাহরণ দেওয়া যথেষ্ট মনে করি: সেই লগ্নে শান্তি এমন সার্বজনীন ছিল যে একটিমাত্র মানুষের আদেশেই সারা বিশ্বে লোকগণনা করা সম্ভব হল।

যিনি আসছেন, তিনি যে কে, কোথেকে আর কার কাছে, কেন, কোন্ উদ্দেশ্যে বা কখনই বা তিনি আসছেন, এসব কথা তোমাদের তো জানাই বটে। জানবার বাকিটুকু যে কথা, তা হল কোন্ পথ দিয়ে তিনি আসবেন। তা আমাদের পক্ষে ভালভাবেই আবিষ্কার করতে হবে আমরা যেন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে ও তাঁকে সমুচিত অভ্যর্থনা জানাতে ছুটে যেতে পারি। যাই হোক, যেমন একসময় আমাদের পরিত্রাণ সাধন করতে তিনি মাংসগত ভাবেই এলেন, তেমনি প্রত্যেকটি মানবাত্মার পরিত্রাণের জন্য তিনি প্রতিদিন আধ্যাত্মিক ভাবে আগমন করেন। পার্থক্য এই: প্রথম আগমন দৃষ্টিগোচর ছিল, দ্বিতীয়টা কিন্তু দৃষ্টিগোচর নয়। শাস্ত্রের বাণী অনুসারে *খ্রীষ্ট প্রভু হলেন আমাদের জীবনের রুটি,* আর এ দ্বিতীয় আগমনের গুপ্ত বৈশিষ্ট্য একই বাণীর পরবর্তী কথায় ব্যক্ত হয়: *তাঁর ছায়ায় আমরা বিজাতীয়দের মধ্যে বাস করব।* অতএব যদিও তোমরা এতই অসুস্থ যে প্রভুকে বরণ করার জন্য বেশি দূরে যেতে পার না, তবু তোমাদের কমপক্ষে এ করা উচিত যে, তেমন মহান চিকিৎসকের আগমনের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ তোমরা যেন অন্তত মাথা উঁচু করতে চেষ্টা কর। তাঁর আগমনে তাঁকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য একটু উঠতেও চেষ্টা কর।

তোমাদের কাছে দেখানো এ পথ তত দীর্ঘ নয়: তোমাদের ঈশ্বরের সঙ্গে দেখা করার জন্য সাত সাগর পার হওয়া বা মেঘলোক ভেদ করা কিংবা পাহাড়পর্বতে আরোহণ করা প্রয়োজন নেই। নিজ অন্তরে প্রবেশ কর, তবেই তাঁর সন্ধান পাবে, কেননা *তাঁর বাণী তোমার নিকটবর্তী, তোমার ওষ্ঠে, তোমার অন্তরেই রয়েছে।* অন্তরের গভীরতম স্থলে প্রবেশ কর যতক্ষণ না অন্তর ঐশপ্রেমে বিদ্ধ হয়; পাপস্বীকার কর, যাতে কমপক্ষে তোমরা প্রত্যাখ্যান করতে পার তোমাদের সেই কলুষিত বিবেক যা পবিত্রতার স্রষ্টাকে বরণ করতে অযোগ্য।

শ্লোক যেরে ১৪:৭-৮; রো ১১:২৬

প্র প্রভু, তুমি তোমার নামের খাতিরে একটা কিছু কর! কেননা আমাদের অবিশ্বস্ততা বড়ই অবিশ্বস্ততা, আমরা তোমার বিরুদ্ধেই করেছি পাপ।

উ হে ইস্রায়েলের প্রত্যাশা, সঙ্কটকালে তার পরিত্রাতা, আমাদের পরিত্যাগ করো না!

প্র লেখা আছে: সিয়োন থেকেই নিস্তারকর্তা আসবেন, তিনি যাকোব থেকে অভক্তি দূর করে দেবেন।

উ হে ইস্রায়েলের প্রত্যাশা, সঙ্কটকালে তার পরিত্রাতা, আমাদের পরিত্যাগ করো না!

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - ইসা ২৪:১-১৮

প্রভুর আত্মপ্রকাশের দিনে
উচ্ছৃঙ্খল নগরীর বিনাশ ঘটবে

দেখ, প্রভু পৃথিবীকে শূন্যস্থান করছেন, তা মরুভূমি করছেন,
ভূমণ্ডল উল্টিয়ে ফেলছেন, তার অধিবাসীদের বিক্ষিপ্ত করছেন।
এই দশা ভোগ করবে প্রজা ও যাজক, দাস ও কর্তা,
দাসী ও কর্ত্রী, ক্রেতা ও বিক্রেতা,
পাওনাদার ও দেনাদার, ঋণ দিয়েছে ও ঋণ নিয়েছে উভয়েই।
পৃথিবী একেবারে লুণ্ঠিত হবে, সবই লুটতরাজ,
কারণ প্রভু এই বাণী উচ্চারণ করেছেন।
পৃথিবী শোকাকুল, নিস্তেজ,
জগৎ ম্লান, নিস্তেজ,
আকাশ ও পৃথিবী দু'টোই মিলে ম্লান!
পৃথিবী তার আপন অধিবাসীদের পদতলে কলুষিত,
কারণ তারা সমস্ত বিধান লঙ্ঘন করেছে,
বিধি অমান্য করেছে, চিরন্তন সন্ধি ভঙ্গ করেছে।
এজন্য অভিশাপ পৃথিবীকে গ্রাস করছে,
ও তার অধিবাসীরা এর দণ্ড বহন করছে;
এজন্য পৃথিবীর অধিবাসীরা দগ্ধ হল,
কেবল স্বল্প লোক অবশিষ্ট রইল।
নতুন আঙুররস শোকাকুল, আঙুরখেত ম্লান;
যারা একদিন প্রফুল্লচিত্ত ছিল,
তারা সবাই এখন দীর্ঘশ্বাস ফেলছে।
খঞ্জনির আনন্দ এবার ক্ষান্ত হয়েছে,
শেষ হয়েছে উল্লাসীদের কোলাহল,

বীণার আনন্দ এবার ক্ষান্ত হয়েছে।
গানে গানে কেউই আর আঙুররস খায় না,
যে কেউ উগ্র পানীয় পান করে, তা তিতই লাগে তার মুখে।
শূন্যতার নগরী এবার শুধু ধ্বংসস্তূপ,
রুদ্ধই প্রতিটি ঘরের প্রবেশপথ।
রাস্তা-ঘাটে সবার চিৎকার—আঙুররস আর নেই!
সমস্ত আনন্দ মিলিয়ে গেল,
দেশ থেকে পুলক নির্বাসিত হল।
নগরীতে শুধু রয়েছে ধ্বংসন,
টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে পড়ে আছে তার তোরণদ্বার।
কেননা পৃথিবীর কেন্দ্রস্থলে, জাতিসকলের মাঝে এমনটি ঘটবে,
ঠিক যেমন ঘটে জলপাইগাছ ঝাড়বার সময়ে,
ঠিক যেমন ঘটে আঙুর-সংগ্রহকাল শেষে
পড়ে থাকা আঙুরফল জড় করার সময়ে।
ওরা জোর গলায় চিৎকার করবে,
প্রভুর প্রতাপের উদ্দেশে হর্ষধ্বনি তুলবে,
পশ্চিম থেকে উচ্চধ্বনি শোনাবে;
তাই পুব থেকে তোমরা প্রভুর গৌরবকীর্তন কর,
সমুদ্রের যত দ্বীপপুঞ্জে ইস্রায়েলের পরমেশ্বর প্রভুর নামকীর্তন কর।
পৃথিবীর চরম প্রান্ত থেকে আমরা শুনেছি এই সামগান:
‘সেই ধার্মিকেরই জয়!’
কিন্তু আমি ভাবলাম, ‘হায় হায়!
হায়, আমাকে ধিক!’
বিশ্বাসঘাতকেরা বিশ্বাসঘাতকতা করেছে,
হ্যাঁ, বিশ্বাসঘাতকেরা দারুণ বিশ্বাসঘাতকতা করেছে!
হে মর্তবাসী, সন্ত্রাস, গহ্বর, ফাঁদ এবার অনিবার্য।
যে কেউ সন্ত্রাসের চিৎকার থেকে পালিয়ে রেহাই পাবে,
সে সেই গহ্বরে পড়বে,
যে কেউ গহ্বর থেকে উঠে আসবে,
সে সেই ফাঁদে ধরা পড়বে।
হ্যাঁ, ঊর্ধ্বের সমস্ত জলদ্বার খুলে গেল,
পৃথিবীর ভিত কেঁপে উঠল।

শ্লোক ইসা ২৪:১৪,১৫; সাম ৯৬:১ দ্রঃ

প্র তারা জোর গলায় চিৎকার করবে,
উ পুব ও পশ্চিম থেকে প্রভুর গৌরবকীর্তন কর।
প্র প্রভুর উদ্দেশে গাও নতুন গান, প্রভুর উদ্দেশে গাও সমগ্র পৃথিবী।
উ পুব ও পশ্চিম থেকে প্রভুর গৌরবকীর্তন কর।

ঈশ্বর খ্রীষ্টের মাধ্যমেই আমাদের কাছে কথা বলেছেন

প্রাক্তন সন্ধির বিধান অনুসারে ঈশ্বরের কাছে প্রশ্ন রাখা বিধেয় ছিল; নবী ও যাজকদের পক্ষেও দৈবদর্শন ও দৈববাণী পাবার জন্য যাচনা করা প্রয়োজন ছিল। এর কারণ হল এই যে, সুসমাচারের বিধান তখনও প্রবর্তিত হয়নি, বিশ্বাস ক্ষেত্রেও দৃঢ় ভিত্তি ছিল না। অতএব মানুষের পক্ষে ঈশ্বরের কাছে প্রশ্ন রাখা এবং ঈশ্বরের পক্ষে দৈবদর্শন, ঐশপ্রকাশ, চিহ্ন, প্রতীক বা অন্য ধরনের উপায়ের মধ্য দিয়েই সাড়া দেওয়া আবশ্যক ছিল। বিশ্বাসের নিগূঢ়তত্ত্ব, বিশ্বাস-সম্পর্কিত বা বিশ্বাসলাভের জন্য ঐশসত্য, এগুলিই ছিল ঈশ্বরের বিষয়বস্তু যখন তিনি সাড়া দিতেন, কথা বলতেন ও সত্যপ্রকাশ করতেন।

এখন কিন্তু বিশ্বাস খ্রীষ্টেই তো স্থাপিত এবং সুসমাচারের বিধান এই অনুগ্রহকালে জারীকৃত; সুতরাং আগের মত তাঁর কাছে প্রশ্ন রাখা ও তাঁর পক্ষে সাড়া দেওয়া আর প্রয়োজন নেই। তিনি আমাদের কাছে তাঁর আপন পুত্রকে দান করলেন যিনি তাঁর একমাত্র ও চরম বাণী—তাই করে তিনি একবারই মাত্র সবকিছু বলে ফেলেছেন আর তাঁর অতিরিক্ত ঐশপ্রকাশ দেওয়ার মত আর কিছুই নেই।

এ হল হিব্রুদের কাছে সাধু পলের কথার প্রকৃত অর্থ যখন তিনি, তারা যেন মোশীর বিধান অনুসারে ঈশ্বরের সঙ্গে কথা বলার সেই আগেকার পদ্ধতি ত্যাগ ক'রে কেবল খ্রীষ্টেই চোখ নিবদ্ধ রাখে, বলেছিলেন: *ঈশ্বর, যিনি প্রাচীনকালে বহুবার বহুরূপে পিতৃপুরুষদের কাছে নবীদের মধ্যে কথা বলেছিলেন, শেষযুগের এই দিনগুলিতে আমাদের কাছে পুত্রেই কথা বলেছেন।* এতে প্রেরিতদূত শেখাতে চান, ঈশ্বর তাঁর আপন বাণীর মধ্য দিয়ে এমন পরিপূর্ণভাবেই কথা বলেছেন যে তাঁর বলার মত আর কিছুই নেই: একসময়ে যা যা আংশিকভাবে নবীদের মধ্য দিয়ে বলতেন, তিনি এখন তাঁর আপন পুত্রকে দান করায় আমাদের কাছে সেই সবকিছু সম্পূর্ণরূপেই বলে ফেলেছেন।

অতএব, যদি এমনটি ঘটে যে, কেউ প্রভুর কাছে প্রশ্ন রাখতে কিংবা তাঁর কাছে কোন দর্শন বা ঐশপ্রকাশ যাচনা করতে চায়, সে ঈশ্বরকে অপমান করে, কেননা অন্য কিছু বা নতুন কিছু চেয়ে সে কেবল খ্রীষ্টে চোখ নিবদ্ধ রাখে না।

আসলে ঈশ্বর তাকে এইভাবে উত্তর দিতে পারবেন, *ইনি আমার প্রিয় পুত্র, এঁতে আমি প্রসন্ন; তোমরা তাঁর কথা শোন।* আমি তো আমার বাণীর মধ্য দিয়েই সবকিছু বলেছি: কেবল তাঁরই দিকে চোখ নিবদ্ধ রেখ; তাঁরই মধ্যে আমি ইতিমধ্যে তোমাকে সবকিছু বলেছি, সবকিছু প্রকাশও করেছি; তাঁরই মধ্যে তুমি এমন অতিরিক্তও কিছু পাবে যা তোমার আকাঙ্ক্ষা ও যাচনার অতীত। আমার পবিত্র আত্মার সঙ্গে আমি তাবর পর্বতে তাঁর উপরে নেমে এসে বলেছিলাম: *ইনি আমার প্রিয় পুত্র, এঁতে আমি প্রসন্ন; তোমরা তাঁর কথা শোন।* নতুন ধর্মশিক্ষা বা নতুন ঐশপ্রকাশ চেয়ো না; আগে যখন কথা বলতাম, তখন খ্রীষ্টের প্রতিশ্রুতি দেবার জন্যই কথা বলতাম; আর যখন সেকালের মানুষ আমার কাছে কিছু যাচনা করত, তখন তাদের প্রশ্ন খ্রীষ্টকেই নির্দেশ করত, তারা সেই খ্রীষ্টেরই প্রতীক্ষা করত যাঁর মধ্যে তাদের যত মঙ্গলদান পাবার কথা—যেইভাবে আজ সুসমাচার-রচয়িতা ও প্রেরিতদূতদের সমগ্র শিক্ষা সপ্রমাণ করে।

শ্লোক মিখা ৪:২; যোহন ৪:২৫

প্র বহুদেশ এসে বলবে: চল, আমরা গিয়ে উঠি প্রভুর পর্বতে, তিনি যেন আমাদের দেখিয়ে দেন তাঁর মার্গসকল,

উ আমরা যেন তাঁর সকল পথ ধরে চলতে পারি।

প্র খ্রীষ্ট বলে অভিহিত মসীহ আসছেন; তিনি যখন আসবেন, তখন সমস্তই আমাদের জানাবেন,

ট্ট আমরা যেন তাঁর সকল পথ ধরে চলতে পারি।

মঙ্গলবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - ইসা ৩৫:১-১০

**বিমুক্ত জনগণ প্রান্তরের মধ্য দিয়ে
সিয়োনে ফিরে আসে**

প্রান্তর ও শুষ্ক মাটি পুলকিত হোক,
মরুভূমি উল্লসিত হোক, মুকুলিত হোক,
গোলাপফুলের মত প্রস্ফুটিত হোক।
হ্যাঁ, আনন্দফুর্তির সঙ্গে গান করুক;
তাকে দেওয়া হবে লেবাননের গৌরব,
কার্মেল ও শারোনের মহিমা।
তারা দেখতে পাবে প্রভুর গৌরব, আমাদের পরমেশ্বরের মহিমা।
সবল কর দুর্বল যত হাত,
সুস্থির কর কম্পিত যত হাঁটু,
ভীরুহৃদয়দের বল: 'সাহস ধর, ভয় করো না;
এই যে তোমাদের পরমেশ্বর!
ঐশ্বরিক প্রতিদান সেই প্রতিশোধ আসছে।
তিনি তোমাদের ত্রাণ করতে আসছেন।'
তখন অন্ধের চোখ খুলে যাবে,
বধিরের কান উন্মোচিত হবে।
খোঁড়া মানুষ হরিণের মত লাফ দেবে,
বোবার মুখ আনন্দচিৎকার করবে,
কারণ প্রান্তরে জলধারা উৎসারিত হবে,
মরুভূমিতে খরস্রোত প্রবাহিত হবে।
দগ্ধ ভূমি জলাশয় হয়ে উঠবে,
শুষ্ক মাটি জলের উৎসে রূপান্তরিত হবে,
শিয়ালে যেখানে শুয়ে থাকত,
সেই সকল স্থান হবে নল খাগড়ার বন।
তার মাঝখান দিয়ে চলে যাবে একটা রাস্তা,
তা পবিত্র পথ বলে অভিহিত হবে;
অশুচি কেউ তা দিয়ে যাতায়াত করতে পারবে না,
কেননা স্বয়ং প্রভুই পথ উন্মুক্ত করবেন;
নির্বোধ মানুষ সেখানে চলাচল করবে না।
সেখানে কোন সিংহ থাকবে না,
হিংস্র কোন পশুও তার উপর পা বাড়াবে না,

না, তেমন কিছু সেখানে দেখা দেবে না।
সেই পথ দিয়ে কেবল বিমুক্ত মানুষই চলবে,
এবং প্রভু যাদের মুক্তিকর্ম সাধন করলেন, তারা ফিরে আসবে,
হর্ষধ্বনি তুলতে তুলতে তারা সিয়োনে প্রবেশ করবে;
তাদের মাথা হবে চিরন্তন আনন্দে বিভূষিত;
সুখ ও আনন্দ হবে তাদের সহচর;
শোক ও কান্না তখন পালিয়ে যাবে।

শ্লোক ইসা ৩৫:৩-৪ দ্রঃ

প্‌ সবল কর দুর্বল যত হাত, সুস্থির কর কম্পিত যত হাঁটু, ভীরুহৃদয়দের বল: সাহস ধর, ভয় করো না—প্রভুর উক্তি—কারণ আমি আসছি
উ তোমাদের দাসত্বের জোয়াল ভাঙবার জন্য।
প্‌ এই যে তোমাদের পরমেশ্বর! ঐশ্বরিক প্রতিদান সেই প্রতিশোধ আসছে। তিনি আসছেন
উ তোমাদের দাসত্বের জোয়াল ভাঙবার জন্য।

দ্বিতীয় পাঠ - ইসাইয়ার পুস্তকে আলেকজান্দ্রিয়ার বিশপ সাধু সিরিলের ব্যাখ্যা ৩য় পুস্তক ৩

খ্রীষ্টের দেহধারণের ফল

প্রান্তর ও জলহীন মাটি পুলকিত হোক, তৃষাতুর ভূমি উল্লসিত হোক, মুকুলিত হোক, গোলাপফুলের মত প্রস্ফুটিত হোক। হ্যাঁ, আনন্দফুর্তির সঙ্গে গান করুক; তাকে দেওয়া হবে লেবাননের গৌরব, কার্মেল ও শারোনের মহিমা। তারা দেখতে পাবে প্রভুর গৌরব, আমাদের পরমেশ্বরের মহিমা।

ঐশঅনুপ্রাণিত শাস্ত্রে বিজাতীয়দের মধ্য থেকে আগত মণ্ডলী সাধারণত *বন্ধ্যা* ও *অনুর্বরা* বলে বর্ণিত। অর্থাৎ কিনা সেই মণ্ডলী যা একসময় বিজাতীয়দের মাঝে বাস করত, যা স্বর্গ থেকে তার আধ্যাত্মিক বর খ্রীষ্টকে তখনও পায়নি, যা সেসময় যত আশিসধারা থেকে বঞ্চিত ছিল। জলহীন ও তৃষাতুর হওয়ায় সেই মণ্ডলী ছিল এমন মাটির মত যা কাঁটাগাছ উৎপন্ন করে। তারপর একসময় খ্রীষ্ট তার কাছে এলেন। মণ্ডলী বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে তাঁকে আপন করে নিলেন, আর তখন খ্রীষ্ট থেকে নির্গত দিব্য জলস্রোত তাকে ধনবতী করল, কেননা খ্রীষ্টই হলেন জীবন-জলের উৎস, তিনিই অমৃতধারা। খ্রীষ্ট নিজেই একজন নবীর মুখ দিয়ে বলেছিলেন, *দেখ, আমি তার উপর প্রবাহিত করব নদীর মতই শান্তি, প্লাবিনী স্রোতস্বতীর মতই জাতি-বিজাতির গৌরব।* এরপর মণ্ডলী আর বন্ধ্যা ও অনুর্বরা হয়নি, বরং স্বামী ও বহু সন্তানকে পেল, আধ্যাত্মিক পুষ্পরাজিতে পুষ্পিত হয়ে উঠল।

শাস্ত্র বলে, *সেই তৃষাতুর ভূমি উল্লসিত হোক, মুকুলিত হোক, গোলাপফুলের মত প্রস্ফুটিত হোক।* সাধু পলের মধ্য দিয়ে আমরা জানি যে এ ছিল খ্রীষ্টেরই সুগন্ধ, কেননা তিনি লিখেছিলেন, *ঈশ্বরের কাছে আমরা খ্রীষ্টের সুগন্ধস্বরূপ।*

শাস্ত্র যে যর্দনের মরু অঞ্চলের কথা বলে, তা হল সেই নদীর ধারে অবস্থিত যত অঞ্চল। সেই যর্দন নদীকে বিজাতীয় আমাদেরই কাছে দেওয়া হল, বা কমপক্ষে তাদেরই কাছে দেওয়া হল, আমাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস করেছে; তাই যর্দন নদী হল আমাদের অঞ্চল। আমরা সেই জলে দীক্ষাস্নাত হয়েছি, সুতরাং—যেমন বলেছি—সেই পুণ্য জলস্রোত আমাদেরই।

এই যে মরুপ্রান্তর একসময় ছিল জলহীন, এখন কিন্তু বিখ্যাত যর্দন নদী দ্বারা জলসিক্ত হল, এ মরুপ্রান্তরকে দেওয়া হল লেবাননের গৌরব ও কার্মেলের মহিমা। লেবানন ও কার্মেল এমন নাম যেগুলি বারবার যেরুসালেম

ও ঈশ্বরের মন্দির নির্দেশ করে। কিন্তু যে গৌরব একসময় পবিত্র নগরীর ও ঈশ্বরের মন্দিরের অধিকার ছিল, তা এখন দেওয়া হয়েছে বিজাতীয়দের মধ্য থেকে আগত মণ্ডলীর কাছে, আর এতে আমরা দেখতে পেলাম প্রভুর গৌরব ও ঈশ্বরের মাহাত্ম্য। ইহুদীরা প্রভুর সঙ্গে ঠিক যেন সাধারণ একটা মানুষের মত ব্যবহার করেছিল, তাদের চোখে তিনি অন্যান্য মানুষের চেয়ে আদৌ মহান ব্যক্তি ছিলেন না; আমরা কিন্তু তাঁর গৌরবের মাহাত্ম্য দেখতে পেলাম। আমরা জানি, তিনি ঈশ্বর—ঐশব্যবস্থা ক্রমে মানুষ হওয়া ঈশ্বর, তবু স্বয়ং ঈশ্বর।

তার মাঝখান দিয়ে চলে যাবে একটা রাস্তা, তা পবিত্র পথ বলে অভিহিত হবে। পবিত্র পথ বলতে নবী সেই প্রভাব বোঝান যা সুসমাচার অনুযায়ী জীবন যাপন করলেই অর্জনীয়, কিংবা বিকল্প অর্থে, সেই পবিত্রতা বোঝান যা পবিত্র আত্মাই দান করেন। কেননা পবিত্র আত্মা যত কালিমা থেকে মানবাত্মাকে পরিশুদ্ধ করেন, পাপ থেকে মুক্ত করেন, এবং যা কিছু আমাদের কলুষিত করতে পারে তার উপর প্রভুত্ব করার অধিকার দান করেন। তাই যথার্থ ভাবেই সেই পথকে পুণ্য ও পবিত্র পথ বলে। যারা এখনও পবিত্রিত হয়নি, তাদের পক্ষে সেই পথ অগম্য, কেননা পবিত্র দীক্ষাস্নানের পবিত্রতা অর্জন করার আগে কেউই সুসমাচার অনুযায়ী জীবন যাপন করতে সক্ষম নয়; সুতরাং অবিশ্বাসীও সক্ষম নয়।

শ্লোক যেরে ৩১:১০; ৪:৫ দ্রঃ

প্র জাতি-বিজাতি, প্রভুর বাণী শোন, পৃথিবীর শেষ প্রান্ত পর্যন্ত তা প্রচার কর,

উ সুদূর উপকূলকে বল, আমাদের ত্রাণকর্তা আসছেন!

প্র শুভসংবাদ ঘোষণা কর, তা সকলকে শোনাও, চিৎকার করে তা জ্ঞাত কর;

উ সুদূর উপকূলকে বল, আমাদের ত্রাণকর্তা আসছেন!

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - ইসা ২৪:১৯–২৫:৫

প্রভুর দিনে ঈশ্বরের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হবে,
ও বিমুক্তদের সঙ্গীত শোনা যাবে

একটা ফাটল—পৃথিবী ফেটে গেল;
একটা ঝাঁকুনি—পৃথিবী ঝেঁকে উঠল;
একটা কাঁপন—পৃথিবী কম্পিত হল।
পৃথিবী মাতালের মত টলটলাবে,
টোঙের মত দোলবে;
তার উপরে তার শঠতার ভার এমনই হবে যে,
তার পতন হবে, সে আর কখনও উঠতে পারবে না।
সেদিন এমনটি ঘটবে,
প্রভু ঊর্ধ্বলোকে ঊর্ধ্বের সেনাদলকে তার যোগ্য শাস্তি দেবেন,
ও মর্তলোকে মর্ত-রাজাদের তাদের যোগ্য প্রতিফল দেবেন।
তাদের সকলকে একটা গর্তের মধ্যে জড় করে বন্দি করা হবে,
একটা কারাগারে রুদ্ধ করা হবে,
আর বহুদিন পরে তাদের কৈফিয়ত দিতে হবে।
তখন চন্দ্র মলিন হবে ও সূর্য লজ্জিত হবে,
কারণ সিয়োন পর্বতে ও যেরুসালেমে সেনাবাহিনীর স্বয়ং প্রভুই রাজা,
ও তাঁর প্রবীণদের সামনে তিনি গৌরবমণ্ডিত।

প্রভু, তুমি আমার পরমেশ্বর,
আমি তোমার বন্দনা করব, করব তোমার নামগান,
কারণ তুমি সাধন করেছ আশ্চর্য কাজ,
পুরাকালে সঙ্কল্পিত সেই বিশ্বস্ততাপূর্ণ ও সত্যময় কাজ।
কেননা নগরীকে তুমি প্রস্তররাশিতে,
সুরক্ষিত নগরীকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করেছ;
বিদেশীদের সেই রাজপুর এখন আর নগর নয়,
তা কখনও পুনর্নির্মিত হবে না।
তাই বলবান এক জাতি করে তোমার গৌরবকীর্তন,
তোমায় সম্ভ্রম করে দুর্দান্ত জাতিগুলির শহর।
কারণ তুমি দরিদ্রের দৃঢ়দুর্গ,
সঙ্কটকালে নিঃস্বের দৃঢ়দুর্গ,
ঝড়ঝঞ্ঝার দিনে আশ্রয়, গরমের দিনে ছায়া;
হ্যাঁ, দুর্দান্তদের শ্বাস শীতকালীন বর্ষার মত,
শুষ্ক দেশে রোদের তাপের মত।
যেমন মেঘের ছায়াতে রোদের তাপ,
তুমি তেমনি প্রশমিত কর সেই বর্বরদের কোলাহল;
ক্ষান্ত কর সেই দুর্দান্তদের জয়গান।

শ্লোক ইসা ২৫:১,৪

℣ প্রভু, তুমি আমার পরমেশ্বর; আমি তোমার বন্দনা করব, করব তোমার নামগান,
℟ কারণ তুমি সাধন করেছ আশ্চর্য কাজ।
℣ তুমি হলে দরিদ্রের দৃঢ়দুর্গ, সঙ্কটকালে নিঃস্বের দৃঢ়দুর্গ,
℟ কারণ তুমি সাধন করেছ আশ্চর্য কাজ।

দ্বিতীয় পাঠ - ২য় ভাতিকান বিশ্বজনীন মহাসভার, মণ্ডলী বিষয়ক ধর্মতাত্ত্বিক সংবিধান   সর্বজাতির আলো ৪৮

প্রবাসী-যাত্রী মণ্ডলীর চরমকালীন বৈশিষ্ট্য

এই যে মণ্ডলীর কাছে আমরা সকলে খ্রীষ্ট যীশুতে আহূত এবং যার মধ্যে আমরা ঈশ্বরের অনুগ্রহে পবিত্রতা অর্জন করি, এই মণ্ডলী শুধু স্বর্গীয় গৌরবেই পূর্ণতা লাভ করবে। তখন সবকিছু নবীভূত হবে এবং এই যে বিশ্ব যা মানুষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ও মানুষের মধ্য দিয়েই তার আপন লক্ষ্যে পৌঁছতে সক্ষম, মানবজাতির সঙ্গে এ নিখিল বিশ্বও খ্রীষ্টে সম্পূর্ণরূপে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে।

মর্ত থেকে উত্তোলিত হয়ে খ্রীষ্ট সকলকে নিজের বুকে আকর্ষণ করলেন; মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান করে তিনি শিষ্যদের অন্তরে তাঁর আপন জীবনদায়ী আত্মাকে সঞ্চার করলেন, এবং এ আত্মার মধ্য দিয়ে তিনি তাঁর আপন দেহকে অর্থাৎ মণ্ডলীকে পরিত্রাণের সার্বজনীন সাক্রামেন্ত রূপেই প্রতিষ্ঠা করলেন; পিতার ডান পাশে আসীন থেকে তিনি এ জগতে নিয়তই কাজ করে যাচ্ছেন মণ্ডলীর কাছে মানুষকে চালিত করার জন্য, যাতে করে মণ্ডলীর মধ্য দিয়ে তিনি মানুষকে নিজের সঙ্গে অধিক ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত করতে পারেন এবং নিজ দেহরক্তে পরিপুষ্ট ক'রে তাকে নিজের গৌরবময় জীবনের সহভাগী করতে পারেন।

তাই সেই পুনঃপ্রতিষ্ঠা, প্রতিশ্রুত বলেই যার প্রতীক্ষায় রয়েছি, তা ইতিমধ্যে খ্রীষ্টে সূচিত হয়েছে, পবিত্র আত্মাকে প্রেরণে ক্রিয়াশীল হয়ে উঠেছে ও তাঁর মধ্য দিয়ে মণ্ডলীতে নিত্য সাধিত হচ্ছে,—যে মণ্ডলীতে আমরা

বিশ্বাসগুণে মর্তজীবনের অর্থও জানতে পারি, এবং সেইসঙ্গে পিতা যে দায়িত্ব এই জগতে আমাদের কাছে ন্যস্ত করেছেন, আমরা ভাবীকালের মঙ্গলাশিসের আশায় তা পালন করে আমাদের নিজেদের পরিত্রাণ সার্থক করি।

অতএব, চরমযুগ ইতিমধ্যে আমাদের মাঝে এসে গেছে; জগতের নবায়ন অপরিবর্তনীয় ভাবে আদিষ্ট হয়েছে, এমনকি বাস্তবেই এই বর্তমান যুগে পূর্বপ্রতিষ্ঠিত, কেননা লৌকিক মণ্ডলী ইতিমধ্যে সত্যকার—যদিও অপূর্ণ—পবিত্রতায় চিহ্নিত। তথাপি যতদিন সেই নতুন আকাশ ও নতুন পৃথিবী, যেখানে ন্যায় বাস করবে, উপস্থিত না হয়, ততদিন পর্যন্ত প্রবাসী-যাত্রী মণ্ডলী বর্তমানকাল-সাপেক্ষ তার সমস্ত সাক্রামেন্ত ও প্রতিষ্ঠান নিয়ে এ অস্থায়ী সংসারের সাদৃশ্য বহন করে, এবং বসবাস করে সেই সকল সৃষ্টজীবদের মাঝে যারা যেন প্রসব-বেদনা ভোগ ক'রে আর্তনাদ করে ও ঈশ্বরের সন্তানদের প্রকাশের প্রতীক্ষায় থাকে।

শ্লোক ফিলি ৩:২০-২১; তীত ২:১২-১৩

℣ আমরা তো পরিত্রাতারূপে প্রভু যীশুখ্রীষ্টেরই প্রতীক্ষায় রয়েছি।

℟ তিনি আমাদের হীনাবস্থার এই দেহটি রূপান্তরিত ক'রে তাঁর আপন গৌরবময় দেহের সমরূপ করবেন।

℣ এসো, আমরা এই বর্তমান যুগে আত্মসংযত, ধর্মময়, ভক্তিময় জীবন যাপন করি, এবং সেই সুখময় আশার প্রতীক্ষায়, এবং আমাদের মহান ঈশ্বরের গৌরবপ্রকাশের প্রতীক্ষায় থাকি।

℟ তিনি আমাদের হীনাবস্থার এই দেহটি রূপান্তরিত ক'রে তাঁর আপন গৌরবময় দেহের সমরূপ করবেন।

বুধবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - রুথ ১:১-২২

রুথের বিশ্বস্ততা

বিচারকদের আমলে দেশে একসময় দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। তখন যুদার বেথলেহেমের একজন লোক তাঁর স্ত্রী ও দুই ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে মোয়াবের সমতল ভূমিতে বসবাস করতে গেলেন। লোকটির নাম এলিমেলেক, তাঁর স্ত্রীর নাম নয়েমি, ও তাঁর দুই ছেলের নাম মাহ্লোন ও কিলিওন; তাঁরা ছিলেন যুদার বেথলেহেম-নিবাসী এফ্রাথীয়। মোয়াবের সমতল ভূমিতে গিয়ে তাঁরা সেইখানে বসতি করলেন। পরে নয়েমির স্বামী এলিমেলেকের মৃত্যু হল, আর নয়েমি ও তাঁর দুই ছেলে একাই হয়ে রইলেন। এই দু'জন মোয়াবীয়া মেয়েদের বিবাহ করলেন: একজনের নাম অর্পা, আর একজনের নাম রুথ। তাঁরা সকলে সেই জায়গায় দশ বছরের মত বাস করলেন। পরে মাহেলান ও কিলিওন এই দু'জনেরও মৃত্যু হল, তাই নয়েমি স্বামী ও পুত্র-বঞ্চিতা হয়ে একাই রইলেন।

তখন তিনি তাঁর দুই পুত্রবধূকে সঙ্গে নিয়ে মোয়াবের সমতল ভূমি থেকে ফিরে যাবেন বলে স্থির করলেন, কারণ মোয়াবের সমতল ভূমিতে তিনি শুনতে পেয়েছিলেন যে, প্রভু তাঁর আপন জনগণকে দেখতে এসে তাদের জন্য খাদ্য যুগিয়ে দিয়েছেন। তাই তিনি যেখানে থাকতেন, তাঁর দুই পুত্রবধূকে সঙ্গে নিয়ে সেই জায়গা ছেড়ে বেরিয়ে পড়লেন, এবং যুদা অঞ্চলে ফিরে যাবার জন্য রওনা হলেন। নয়েমি দুই পুত্রবধূকে বললেন, 'তোমরা যাও, নিজ নিজ মায়ের বাড়িতে ফিরে যাও; সেই মৃতজনদের প্রতি ও আমার প্রতি তোমরা যেমন সহৃদয়তা দেখিয়েছ, প্রভু যেন তোমাদের প্রতি তেমন সহৃদয়তা দেখান। প্রভু তোমাদের এমনটি মঞ্জুর করুন, তোমরা দু'জনে যেন কোন এক স্বামীর বাড়িতে আশ্রয় পেতে পার।' তিনি তাঁদের চুম্বন করলেন, কিন্তু তাঁরা জোরে কাঁদতে লাগলেন; বলছিলেন, 'না, আমরা তোমারই সঙ্গে তোমার লোকদের কাছে ফিরে যাব।' নয়েমি বললেন, 'মেয়েরা আমার, ফিরে যাও; আমার সঙ্গে কেন যাবে? আমার গর্ভে কি এখনও সন্তান আছে যে তোমাদের স্বামী হতে পারবে? মেয়েরা আমার, ফের, চলে যাও; কারণ আমি এখন বৃদ্ধা, আবার বিবাহ করা আমার পক্ষে তো

সম্ভব নয়। যদিও বলতাম, আমার আশা আছে: আজ রাতেই বিবাহ করব ও পুত্রসন্তান প্রসব করব, তবু তোমরা কি তাদের বয়স না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবে? এজন্যই কি তোমরা বিবাহ না করে থাকবে? না, মেয়েরা আমার, তা হবে না; প্রভুর হাত যে আমার বিরুদ্ধে বাড়ানো রয়েছে, তাতে তোমাদের জন্য আমার হৃদয় তিক্ত।'

তখন পুত্রবধূরা আবার জোরে কাঁদতে লাগলেন; পরে অর্পা তাঁর শাশুড়ীকে চুম্বন করে বিদায় নিলেন, কিন্তু রুথ তাঁকে আঁকড়ে ধরলেন। তখন নয়েমি তাঁকে বললেন, 'দেখ, তোমার বড় জা তার নিজের লোকদের ও তার নিজের দেবতার কাছে ফিরে গেল, তুমিও তোমার বড় জার পিছু পিছু ফিরে যাও।' কিন্তু রুথ উত্তরে বললেন, 'তোমাকে ছেড়ে চলে যেতে, তোমাকে ফেলে রেখে একা ফিরে যেতে, একথা আমাকে বারবার বলো না, কেননা

তুমি যেখানে যাবে, আমিও সেখানে যাব;
তুমি যেখানে রাত কাটাবে, আমিও সেখানে রাত কাটাব;
তোমার জাতির মানুষ হবে আমার জাতির মানুষ;
তোমার পরমেশ্বর হবেন আমার আপন পরমেশ্বর;
তুমি যেখানে মরবে, আমিও সেখানে মরব,
সেইখানে আমাকে সমাধি দেওয়া হবে;
কেবল মৃত্যু ছাড়া অন্য কিছুই
যদি তোমা থেকে আমাকে পৃথক করতে পারে,
তবে প্রভু আমার উপর বড় শাস্তির সঙ্গে
আরও বড় শাস্তিও এনে দিন।'

নয়েমি যখন দেখলেন, রুথ তাঁর সঙ্গে যেতে দৃঢ়সঙ্কল্পবদ্ধ, তখন তাঁকে আর কিছু বললেন না।

তাই তাঁরা দু'জনে পথ চলতে চলতে শেষে বেথলেহেমে এসে পৌঁছলেন। তাঁরা বেথলেহেমে এসে পৌঁছলে পর সমস্ত শহর তাঁদের বিষয়ে অস্থির হয়ে উঠল; স্ত্রীলোকেরা বলছিল, 'এ কি নয়েমি?' তিনি তাদের বললেন, 'তোমরা আমাকে নয়েমি আর বলো না, মারা-ই বরং বলে ডাক, কারণ সর্বশক্তিমান আমার জীবন তিক্ত করেছেন।

আমি পরিপূর্ণা হয়ে রওনা হয়েছিলাম,
এখন প্রভু আমাকে শূন্যা করে ফিরিয়ে আনলেন।
তোমরা আমাকে কেন নয়েমি বলে ডাকবে,
যখন প্রভু আমার বিপক্ষেই দাঁড়িয়েছেন,
ও সর্বশক্তিমান আমাকে দুঃখক্লিষ্টা করেছেন?'

এইভাবে নয়েমি ফিরে এলেন, তাঁর সঙ্গে তাঁর মোয়াবীয়া পুত্রবধূ রুথও মোয়াবের সমতল ভূমি থেকে এলেন। যবের ফসল কাটার সময়ের আরম্ভেই তাঁরা বেথলেহেমে এসে পৌঁছলেন।

শ্লোক যোয়েল ৩:৫; আমোস ৯:১১-১২

℣ সিয়োন পর্বতে ও যেরুসালেমে এমন দল থাকবে যারা রেহাই পেয়েছে;
℟ প্রভু নিজেই তাদের আহ্বান করবেন।
℣ আমি দাউদের খসে পড়া কুটির পুনরুত্তোলন করব, আগে যেমনটি ছিল, সেইমত তা পুনর্নির্মাণ করব, তারা যেন এদোমের অবশিষ্ট লোকদের উপর ও যত জাতির উপরে জয়ী হতে পারে।
℟ প্রভু নিজেই তাদের আহ্বান করবেন।

খ্রীষ্ট মেষপালকের মত সর্বজাতির মানুষকে চারণ করবেন

আমার কাছে যাচনা কর, দেশগুলিকে করব তোমার উত্তরাধিকার, পৃথিবীর প্রান্তসীমা তোমার সম্পদ। তাঁর আপন যাচনা অনুসারে খ্রীষ্ট উত্তরাধিকার রূপে সত্যিই দেশগুলিকে পেলেন। তা কখন ঘটল? তা তখন ঘটল যখন তিনি প্রার্থনা করে বললেন, *পিতা, সেই ক্ষণ এসেছে, তুমি তোমার পুত্রকে গৌরবান্বিত কর, তোমার পুত্র যেন তোমাকেই গৌরবান্বিত করতে পারেন। যেমন সমস্ত মর্তের উপর তুমি তাঁকে অধিকার প্রদান করেছ, তেমনি তিনি অনন্ত জীবন তাদেরই সকলকে দান করুন যাদের তুমি তাঁর হাতে দিয়েছ।* তাঁর উত্তরাধিকার বলতে একথা বোঝায়, তিনি সকল মানুষকে অনন্ত জীবন দান করবেন, যেন সকল জাতি দীক্ষাস্নাত হয়ে ও বিশ্বাস-জ্ঞানে উপনীত হয়ে জীবনে নবজন্ম লাভ করতে পারে; এমনকি জাতিগুলি স্বর্গদূতদের অধীনে আর থাকবে না,—মোশীর বিখ্যাত গীতিকার কথা অনুসারে—সংখ্যা অনুসারে স্বর্গদূতদের মধ্যে আর বিভক্তও হবে না, তারা বরং প্রভুর পরিবারে সংগৃহীত হয়ে ঈশ্বরের পরিজন রূপেই পরিগণিত হবে; তারা অসৎ পাপময় ও ধূর্ত শাসকদের কর্তৃত্ব থেকে ঈশ্বরের শাশ্বত রাজ্যেই স্থানান্তরিত হবে। একসময় *প্রভুর সম্পদ* ছিল *তাঁর আপন জাতি, যাকোবই তাঁর উত্তরাধিকার,* এখন কিন্তু বিশ্বের সেই সমস্ত দেশগুলি, পৃথক পৃথক হয়ে যাদের সীমারেখা ইস্রায়েলীয়দের সংখ্যা অনুসারে স্থির করা হয়েছিল, হয়ে উঠেছে একমাত্র ঈশ্বরের একমাত্র জাতি। আর পুনরুত্থিত এই সকলেই হল মৃতদের মধ্য থেকে প্রথমজাত সেই সনাতন উত্তরাধিকারীর উত্তরাধিকার।

লৌহদণ্ড দ্বারা তুমি ওদের চারণ করবে, কুমোরের পাত্রের মতই ওদের টুকরো টুকরো করবে। অনেকে মনে করে এ বাক্য ঈশ্বরের মঙ্গলময়তার সঙ্গে খাপ খায় না: যে দেশগুলিকে ঈশ্বরের পুত্র যাচনা ক'রে উত্তরাধিকার রূপে গ্রহণ করলেন, তাদের কি লৌহদণ্ড দ্বারা সন্ত্রাসিত করতে হবে? তাদের কি সত্যি একটা পাত্রের মত টুকরো টুকরো করা হবে? অনেকে এ যুক্তি দেখায় যে, কোনও ভাল লোক শুধু ধ্বংস করার জন্য কখনও কিছু দান করে না, কিছু গ্রহণও করে না। পাপীদের মৃত্যুর চেয়ে ঈশ্বর কি তাদের মনপরিবর্তনে প্রীত নন? সুতরাং যাদের তিনি আপন উত্তরাধিকার রূপে যাচনা করলেন, তাদের তিনি যদি লৌহদণ্ড দ্বারা চারণ করেন, তাহলে তিনি কেমন করে বলতে পারেন, তিনি আপন মঙ্গলময় স্বরূপ অনুসারেই ব্যবহার করেন?

এ সকল লোক হয় ঐশবিধানগুলিকে ভুল বোঝে, না হয় সেগুলির ন্যায্যতা ও যৌক্তিকতা বুঝে উঠতে পারে না। *তুমি ওদের চারণ করবে* বাক্যটির অর্থ হল, খ্রীষ্ট মেষপালকের মত প্রেমপূর্ণ যত্নের সঙ্গে তাদের পথ দেখিয়ে মেষপালকেরই মত তাদের চালিত করবেন, কেননা তিনি হলেন উত্তম মেষপালক আর আমরা হলাম সেই মেষপাল যার জন্য তিনি প্রাণ বিসর্জন দিলেন। *তোমার রাজদণ্ড ন্যায়েরই দণ্ড:* সেটাই ন্যায়দণ্ড যেটা তার শিক্ষার মধ্য দিয়ে ন্যায্য ও উপযোগী পথে আমাদের চালিত করে; আর রাজদণ্ড হল সেই ন্যায়ধর্ম যার উপর ন্যায়দণ্ড নির্ভর করে। ইসাইয়ার কাছ থেকে আমরা জানি যে স্বয়ং ঈশ্বর তাঁর আপন ধর্মশিক্ষার ন্যায্য ও উপযোগী প্রচারের জন্য দণ্ড বলে অভিহিত: *যেসের মূলকাণ্ড থেকে এক দণ্ড উৎপন্ন হবেন।* আর কেউই যেন এমন কথা ভাবতে সাহস না করে যে, দণ্ড শব্দটা অত্যাচারী কঠোরতা নির্দেশ করে, এজন্য নবী সঙ্গে সঙ্গে বলে চলেন, *তার শিকড় থেকে এক পল্লব অঙ্কুরিত হবেন আর তাঁর উপর প্রভুর আত্মা অধিষ্ঠান করবেন;* পল্লবের কোমলতা দণ্ডের কঠোরতা হ্রাস করে, যেন ধর্মশিক্ষার ভয়ে আমরা পূর্ণ পরমানন্দ আকাঙ্ক্ষা করতে উদ্দীপিত হতে পারি।

এ দণ্ড দ্বারাই প্রভু তাঁকে দেওয়া জাতিগুলিকে চারণ করবেন: তেমন দণ্ড ক্ষয়শীল নয়, নশ্বর নয়, ভঙ্গুরও নয়, বরং লৌহতৈরী বলে অখণ্ডনীয় এবং তার জাতীয়তার দৃঢ়তার জোরে সর্বতোভাবে স্থায়ী।

শ্লোক ইসা ৪০:১০; যোহন ১০:১

℟ দেখ, প্রভু পরমেশ্বর মহাপরাক্রমে আসছেন; পালকের মত তিনি চরিয়ে বেড়ান তাঁর আপন পাল।

℟ তিনি শাবকদের বাহুতে সংগ্রহ করেন, কোলে করে তাদের বহন করেন, দুগ্ধদাত্রী মেষিকাদের ধীরে ধীরেই চালনা করেন।

℣ আমিই উত্তম মেষপালক। উত্তম মেষপালক আপন মেষগুলির জন্য প্রাণ বিসর্জন দেয়।

℟ তিনি শাবকদের বাহুতে সংগ্রহ করেন, কোলে করে তাদের বহন করেন, দুগ্ধদাত্রী মেষিকাদের ধীরে ধীরেই চালনা করেন।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - ইসা ২৫:৬–২৬:৬

সকল জাতির জন্য প্রভুর আয়োজিত মহাভোজ;
তখন বিমুক্তরা জয়গান জাগিয়ে তুলবে

সেনাবাহিনীর প্রভু এই পর্বতের উপর সকল জাতির জন্য
সাজিয়ে রাখবেন উৎকৃষ্ট খাদ্যের এক মহাভোজ,
উত্তম আঙুররস, রসাল-শাঁসাল খাদ্য, সেরা আঙুররসের এক মহাভোজ।
এই পর্বতের উপরে তিনি বিলুপ্ত করবেন সেই আচ্ছাদন,
যা আচ্ছন্ন করে রাখছিল সকল জাতির মানুষের মুখ,
সেই আবরণ, যা পাতা ছিল সকল দেশের মানুষের উপর।
তিনি মৃত্যুকে চিরকালের মতই বিলুপ্ত করবেন;
স্বয়ং পরমেশ্বর প্রভু সকলের মুখ থেকে মুছে দেবেন অশ্রুজল,
তাঁর আপন জাতির অপমান গোটা পৃথিবী থেকে দূর করে দেবেন,
কারণ স্বয়ং প্রভুই একথা বললেন।
সেদিন সকলে বলবে, 'দেখ, ইনিই আমাদের পরমেশ্বর;
আমরা তাঁর উপরেই এই প্রত্যাশা রেখেছিলাম যে, ইনি আমাদের ত্রাণ করবেন;
ইনিই সেই প্রভু, যাঁর উপরে প্রত্যাশা রেখেছিলাম;
এসো, তাঁর পরিত্রাণের জন্য উল্লাস করি, আনন্দ করি!'
কারণ প্রভুর হাত এই পর্বতের উপরেই থাকবে।
কিন্তু বিচালি যেমন সারকুণ্ডে মাড়িয়ে দেওয়া হয়,
তেমনি মোয়াবকে মাটিতে মাড়িয়ে দেওয়া হবে।
যে সাঁতার দেয়, সাঁতারের জন্য সে যেমন হাত বাড়ায়,
মোয়াব তেমনি সেখানে হাত বাড়াবে;
কিন্তু তার হাত যাই কিছু করতে চেষ্টা করবে না কেন,
তিনি তার গর্ব অবনমিতই করবেন।
হ্যাঁ, তিনি নামিয়ে দেবেন, ধ্বংস করবেন, ধূলিসাৎ করবেন
তোমার নগরপ্রাচীরের অগম্য যত দৃঢ়দুর্গ।
সেদিন যুদা-দেশে সকলে এই সঙ্গীত গান করবে:
'আমাদের শক্তিশালী এক নগরী আছে,
ত্রাণস্বরূপ তিনি প্রাচীর ও প্রাকার-বেষ্টনী দিলেন।
খুলে দাও নগরদ্বার,
প্রবেশ করুক সেই ধর্মময় জাতি যে বিশ্বস্ততা বজায় রাখে।

যার মন সুস্থির, তুমি তাকে পূর্ণ শান্তিতেই পালন করবে,
কারণ সে তোমাতেই ভরসা রাখে,
তোমরা প্রভুতে ভরসা রাখ চিরকাল ধরে,
প্রভুই তো শাশ্বত শৈল ;
কারণ উচ্চস্থানে যাদের বাস,
তিনি তাদের অবনত করলেন,
উচ্চতম সেই নগরকে অবনত করে ভূমিসাৎ করলেন।
লোকদের পা—অত্যাচারিতদের পা, দীনহীনদের পদক্ষেপ
এখন তা পদদলিত করছে।'

শ্লোক প্রত্যা ২১:৩; ইসা ২৫:৮

℟ আমি একটা উদাত্ত কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম : দেখ, মানুষদের মাঝে ঈশ্বরের তাঁবু। তিনি তাদের মাঝে তাঁবু খাটাবেন।

℣ তারা হবে তাঁর আপন জনগণ, আর তিনি হবেন তাদের-সঙ্গে-ঈশ্বর।

℟ তিনি মৃত্যুকে চিরকালের মতই বিলুপ্ত করবেন ; স্বয়ং পরমেশ্বর প্রভু সকলের মুখ থেকে মুছে দেবেন অশ্রুজল।

℣ তারা হবে তাঁর আপন জনগণ, আর তিনি হবেন তাদের-সঙ্গে-ঈশ্বর।

দ্বিতীয় পাঠ - ইসাইয়ার পুস্তকে আলেকজান্দ্রিয়ার বিশপ সাধু সিরিলের ব্যাখ্যা ৩য় পুস্তক ১

খ্রীষ্ট প্রাক্তন সন্ধিকালের প্রতীক্ষিত মুক্তিসাধক

মৃত্যু বিজয়ী হয়ে আমাদের গ্রাস করেছিল, কিন্তু পরমেশ্বর প্রভু সকলের মুখ থেকে মুছে দেবেন অশ্রুজল। আদমের পাপের ফলে মৃত্যু আমাদের সেই আদিপিতার উপর প্রভুত্ব ক'রে বন্য হিংস্র পশুর মত তাকে আক্রমণ ক'রে ছিনিয়ে নিয়েছিল। সেসময় থেকে জগদ্বাসীদের মধ্যে ঘটল হাহাকার, শোকপ্রকাশ, ক্রন্দন ও বিলাপের আবির্ভাব। খ্রীষ্টে কিন্তু এ সবকিছু শেষ হয়ে গেল। তৃতীয় দিনে পুনরুত্থিত হয়ে তিনি মৃত্যুকে পদদলিত ক'রে হয়ে উঠলেন সেই পথ যা ধরে আমরা ক্ষয়শীলতার হাত থেকে রেহাই পেতে পারব।

খ্রীষ্ট হলেন মৃতদের মধ্য থেকে প্রথমজাত, নিদ্রাগতদের মধ্য থেকে প্রথম উৎপন্ন ফল। তবে সেই প্রথম ফল, অর্থাৎ যে ফল সর্বপ্রথমে উৎপন্ন হয়, অবশ্যই সেই প্রথম ফলের পিছনে আসবে আর কতগুলো ফল, অর্থাৎ কিনা আমরা। তাই দুঃখ আনন্দেই পরিণত হল ; আমরা তো আর শোকে পরিবৃত নই, বরং ঈশ্বর দেওয়া এমন পুলকেই সজ্জিত হলাম যার ফলে অনুপ্রাণিত হয়ে মহোল্লাসে বলে উঠি : *ওহে মৃত্যু, তোমার বিজয় কোথায়? কোথায়, মৃত্যু, তোমার হুল?*

সেদিন তারা বলবে : দেখ! ইনি আমাদের পরমেশ্বর, আমরা তাঁর উপর আশা রেখেছি। এসো, আনন্দ করি, আমাদের পরিত্রাণে উল্লাস করি, কারণ তিনি এই পর্বতে আমাদের বিশ্রাম দেবেন। অন্য কথায়, তোমরা তাঁকেই চিনতে পারবে যিনি আনন্দের ও আঙুররসের পানপাত্র পরিপূর্ণ করেন, যিনি আধ্যাত্মিক সিয়োনের অধিবাসীদের তাজা তেলে অভিষিক্ত করেন। আর তিনি যদিও একসময় সকলের জীবন ও পরিত্রাণের খাতিরে ক্রীতদাস রূপে আবির্ভূত হলেন এবং পাপ ছাড়া সবদিক দিয়েই জগদ্বাসীদের মত মানুষ হলেন, তবু তোমরা তাঁকে সত্যকার ঈশ্বর ও স্বরূপে ঈশ্বরপুত্র বলেই চিনতে পারবে।

দেখ! ইনি আমাদের পরমেশ্বর, আমরা তাঁর উপর আশা রেখেছি। আমার মতে এ বাক্য ইস্রায়েলীয়দেরই উচ্চারিত বাক্য বলে মেনে নিতে হবে ; কেননা তারা মোশীর শিক্ষা অনুসারে গঠিত হয়েছিল বলে এবং নবীদের সমস্ত ভবিষ্যদ্বাণী ভাল করে জানত বলে এমন এক ত্রাণকর্তা ও মুক্তিসাধকের প্রতীক্ষায় ছিল যিনি নিরূপিত

সময়ে আগমন করবেন—তিনি আমাদের প্রভু সেই যীশু খ্রীষ্ট। আত্মা দ্বারা ভাববাণী দিতে অনুপ্রাণিত হয়ে যোহনের পিতা জাখারিয়া ঘোষণা করেছিলেন, সমগ্র জাতির জন্য এক শক্তিশালী ত্রাণকর্তাকে উত্তোলন করা হয়েছিল। পুণ্য শিশুকে কোলে বরণ করে সিমেয়োনও বলেছিলেন, *আমার চোখ দেখেছে তোমার সেই পরিত্রাণ, যা তুমি প্রস্তুত করেছ সকল জাতির সামনে।*

সুতরাং প্রাচীনকাল থেকে পূর্বপ্রচারিত সেই ত্রাণকর্তা ও মুক্তিসাধককে আমাদের মানবজাতির আশা বলে চিনতে পেরে তারা নবীর কথা আপন ক'রে বলে উঠবে, *দেখ! ইনি আমাদের পরমেশ্বর।* তারা ঘোষণা করবে যে ঈশ্বর এই পর্বতে বিশ্রাম দেবেন। যে পর্বতের কথা বলা হয়, তা অবশ্যই হল মণ্ডলী, কেননা সেইখানে বিশ্রাম দেওয়ার কথা। আমরা তো খ্রীষ্টের সেই বাণী শুনেছি, *তোমরা, পরিশ্রান্ত ও ভারাক্রান্ত যারা, সকলে আমার কাছে এসো, আমি তোমাদের বিশ্রাম দেব।* খ্রীষ্টে বিশ্বাস রেখে আমরা পাপের ভারী দুর্বহ বোঝা সরিয়ে দিয়েছি। অন্য ধরনের বিশ্রামও পেয়েছি, কেননা আমাদের পাপের জন্য যে দণ্ড আমাদের ভোগ করার কথা ছিল, আমরা সেই ভয়ঙ্কর দণ্ড থেকেই মুক্তি পেয়েছি। এগুলি হল আমাদের অন্তরে ত্রাণকর্তা খ্রীষ্টের অনুগ্রহের উপস্থিতির ফল; কিন্তু তা শুধু নয়; তাছাড়া আমাদের আছে ভাবী আশীর্বাদের আশা, ঐশরাজ্য, অনন্ত জীবন, যত ভয়-শঙ্কা থেকে মুক্তি।

শ্লোক ইসা ৪০:১০; সাম ২৯:১১ দ্রঃ

প্র দেখ, প্রভু পরমেশ্বর মহাপরাক্রমে আসছেন; আপন বাহুবলেই তিনি আধিপত্য করেন।
উ তিনি আপন জাতির কাছে এসে শান্তি দান করবেন, জীবন দান করবেন।
প্র দেখ, আমাদের প্রভু পরমেশ্বর আসছেন।
উ তিনি আপন জাতির কাছে এসে শান্তি দান করবেন, জীবন দান করবেন।

বৃহস্পতিবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - রুথ ২:১-১৩

বোয়াজের সঙ্গে রুথের সাক্ষাৎ

স্বামীর দিক থেকে এলিমেলেকের গোত্রে নয়েমির একজন জ্ঞাতি ছিলেন, তিনি যথেষ্ট অবস্থাপন্ন লোক, তাঁর নাম বোয়াজ। মোয়াবীয়া রুথ নয়েমিকে বললেন, 'আমাকে মাঠে যেতে দাও; যে মাঠে ফসল তোলা হচ্ছে, সেখানে গিয়ে আমি মাটিতে পড়া শিষগুলো এমন একজনের পিছু পিছু কুড়োই, যার দৃষ্টিতে অনুগ্রহ পাই।' নয়েমি বললেন, 'মেয়ে আমার, যাও।' তিনি গিয়ে মাঠে শস্যকাটিয়েদের পিছু পিছু মাটিতে পড়া শিষ কুড়োতে লাগলেন; দৈবাৎ তিনি এলিমেলেকের গোত্রের ওই বোয়াজের জমিতেই গিয়ে পড়লেন। আর দেখ, বোয়াজ বেথলেহেম থেকে এসে কাটিয়েদের বললেন, 'প্রভু তোমাদের সঙ্গে থাকুন।' তারা উত্তরে বলল, 'প্রভু আপনাকে আশীর্বাদ করুন।' কাটিয়েদের উপরে তাঁর যে কর্মচারী নিযুক্ত ছিল, তাকে বোয়াজ জিজ্ঞাসা করলেন, 'এ যুবতী মেয়ে কার্?' কাটিয়েদের উপরে নিযুক্ত কর্মচারী উত্তরে বলল, 'এ সেই মোয়াবীয়া যুবতী, যে নয়েমির সঙ্গে মোয়াবের সমতল ভূমি থেকে এসেছিল; সে বলল: দয়া করে আমাকে কাটিয়েদের পিছু পিছু আটিগুলোর মধ্যে মাটিতে পড়া শিষ কুড়িয়ে সংগ্রহ করতে দাও। তাই সে এসে সকাল থেকে এখন পর্যন্ত এখানে রয়েছে: ঘর নয়, এ-ই তো তার বাসস্থান!' তখন বোয়াজ রুথকে বললেন, 'মেয়ে আমার, একটু শোন; কুড়োতে তুমি অন্য মাঠে যেয়ো না; এখান থেকে চলে যেয়োও না; এখানে আমার যুবতী দাসীদের সঙ্গে সঙ্গে থাক। কাটিয়েরা যে মাঠের ফসল কাটবে, সেদিকে নজর রেখে তুমি দাসীদের পিছনে যাও; আমি কি আমার যুবকদের তোমাকে বিরক্ত

করতে নিষেধ করিনি? আর তোমার তেষ্টা পেলে তুমি পাত্রের ধারে গিয়ে, যুবকেরা যে জল তুলেছে, তা থেকে খাও।' তখন রুথ উপুড় হয়ে ভূমিতে প্রণিপাত করলেন; তাঁকে বললেন, 'আমি কেন আপনার দৃষ্টিতে এমন অনুগ্রহের পাত্র হয়েছি যে, বিদেশিনী এই আমার প্রতি আপনি মুখ তুলে চাইলেন?' বোয়াজ উত্তরে বললেন, 'আমাকে বলা হয়েছে, তোমার স্বামীর মৃত্যুর পরে তুমি তোমার শাশুড়ীর প্রতি কেমন ব্যবহার করেছ; এও শুনেছি যে, তোমার পিতামাতা ও জন্মভূমি ছেড়ে তুমি আগে যাদের জানতে না, এমন লোকদেরই কাছে এসেছ। প্রভু তোমার তেমন ব্যবহারের যোগ্য মজুরি দিন; ইস্রায়েলের পরমেশ্বর যে প্রভুর ডানার নিচে তুমি আশ্রয় নিয়েছ, তিনি তোমাকে পুরো মজুরি দিন।' রুথ বললেন, 'প্রভু আমার, আমি যেন আপনার দৃষ্টিতে অনুগ্রহের পাত্র হতে পারি! আমি আপনার একটা দাসীর সমান না হলেও আপনি আমাকে সান্ত্বনা দিয়েছেন, আপনার এই দাসীর হৃদয় জুড়িয়ে দিয়েছেন!'

শ্লোক হো ২:২৫; লুক ১৩:২৯

প্র যার নাম স্নেহবঞ্চিতা আমি তাকে স্নেহ করব,
উ যার নাম আমার-আপন-জাতি-নয় আমি তাকে বলব, তুমি আমার আপন জাতি; এবং সে বলবে, তুমি আমার আপন পরমেশ্বর।
প্র তারা পুব-পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণ থেকে আসবে।
উ যার নাম আমার-আপন-জাতি-নয় আমি তাকে বলব, তুমি আমার আপন জাতি; এবং সে বলবে, তুমি আমার আপন পরমেশ্বর।

দ্বিতীয় পাঠ - সাধু আগস্তিন-লিখিত 'সামসঙ্গীত-মালায় উপদেশাবলি' সাম ১০৯,১-৩

ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতি খ্রীষ্টের মধ্য দিয়েই পূর্ণতা লাভ করেছে

ঈশ্বর একটি সময় নিরূপণ করলেন প্রতিশ্রুতি দানের জন্য, আর একটি সময় তাঁর সেই প্রতিশ্রুতি পূরণের জন্য। প্রতিশ্রুতি দানের সময় ছিল নবীদের সময় থেকে দীক্ষাগুরু যোহনের আগমন পর্যন্ত, এবং সেই সময় থেকে চরমকাল পর্যন্ত হল সেই প্রতিশ্রুতি পূরণের সময়।

যে ঈশ্বর আমাদের কাছ থেকে কিছুই না পেয়ে বরং ততখানি প্রতিশ্রুতি দানেই আমাদের কাছে নিজেকে ঋণী করেছেন, সেই ঈশ্বর তো বিশ্বস্ত। প্রতিশ্রুতি যথেষ্ট ছিল না বলে সেই প্রতিশ্রুতির একটা দলিলপত্রই যেন আমাদের হাতে দিয়ে তিনি লিখিত আকারেই নিজেকে বাধ্য করলেন, যাতে করে প্রতিশ্রুতি পূরণের সময় এলে আমরা শাস্ত্রবাণীতে দেখতে পেতাম, সব প্রতিশ্রুতি ক্রমে ক্রমে পূর্ণতা লাভ করে। সুতরাং, যেমনটি বারবার বলেছি, ভবিষ্যদ্বাণীর সময় ছিল প্রতিশ্রুতিরই পূর্বঘোষণা।

তিনি শাশ্বত পরিত্রাণ, স্বর্গদূতদের সঙ্গে অনন্ত আশিসপূর্ণ জীবন, অক্ষয়শীল উত্তরাধিকার, চিরকালীন গৌরব, তাঁর আপন শ্রীমুখের মাধুর্য, স্বর্গে তাঁর আপন পবিত্র আবাস এবং মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থানের পর মৃত্যুভয় থেকে মুক্তি দেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিলেন। তা হল সেই সবকিছু, যা তিনি চরম লক্ষ্য হিসাবেই প্রতিশ্রুত হলেন; সেই চরম লক্ষ্যের দিকেই ছুটে চলে আমাদের যত আধ্যাত্মিক সঙ্কল্প, আর যখন আমরা সেই চরম লক্ষ্যে গিয়ে পৌঁছব, তখন বেশি কিছুই চাইব না, বেশি কিছুও দাবি করব না। কিন্তু কেমন করে সেই চরম লক্ষ্যে পৌঁছানো যায়, তিনি তাও প্রতিশ্রুতি ও ভবিষ্যদ্বাণীর মধ্য দিয়ে প্রকাশ করলেন। তিনি প্রতিশ্রুত হলেন মানুষকে দেবেন ঈশ্বরত্ব, মরণশীলকে অমরত্ব, পাপীকে ক্ষমা, হীনজনকে গৌরব।

এ মরণশীলতা, ক্ষয়শীলতা, হীনাবস্থা, দুর্বলতা, ধূলি ও ছাই থেকে যে মানুষ ঈশ্বরের স্বর্গদূতদের মত হয়ে উঠবে, ঈশ্বরের এ প্রতিশ্রুতি মানুষের কাছে অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছিল বিধায় ঈশ্বর মানুষের কাছে তা লিখিত আকারেই দিলেন, মানুষ যেন বিশ্বাস করতে পারে। আর শুধু তাই নয়, আপন বিশ্বস্ততার প্রমাণস্বরূপ তিনি

এমন মধ্যস্থকে নিযুক্ত করলেন যিনি নায়কও নন, স্বর্গদূতও নন, মহাদূতও নন, বরং যিনি ছিলেন তাঁর একমাত্র পুত্র, তিনি যে কোন্ পথ ধরে সেই প্রতিশ্রুত লক্ষ্যের দিকে আমাদের চালিত করতে যাচ্ছিলেন, তা যেন তাঁর সেই আপন পুত্রের মধ্য দিয়েই দেখাতে পারেন, অর্পণও করতে পারেন। তাঁর আপন পুত্র যে পথের দিশারী হবেন, তা কিন্তু ঈশ্বরের পক্ষে যথেষ্ট হয়নি; তিনি তাঁকে পথও করলেন, তুমি যেন তাঁরই দ্বারা চালিত হয়ে তাঁরই আপন পথে চলতে পার। এ উদ্দেশ্যে ঈশ্বরের সেই একমাত্র পুত্রের পক্ষে দরকার ছিল তিনি মানুষের ঘরে এসে মানবস্বরূপ ধারণ ক'রে সেই মানবস্বরূপে জন্মগ্রহণ করবেন এবং মৃত্যুবরণ, পুনরুত্থান ও স্বর্গারোহণ ক'রে পিতার ডান পাশে আসন গ্রহণ করে যত প্রতিশ্রুতি মানবজাতির মধ্যে পূরণ করবেন। মানবজাতির মধ্যে যত প্রতিশ্রুতি পূরণ করার পর তাঁর পক্ষে এও করা দরকার ছিল: পুনরাগমন ক'রে তিনি যা শর্ত হিসাবে রেখেছিলেন তা দাবি করবেন—দয়ার পাত্র থেকে ঘৃণার পাত্র নির্ণয় করবেন, কথামত দুর্জনকে দণ্ডিত করবেন, ধার্মিককে প্রতিশ্রুত পুরস্কার দান করবেন।

এ সবকিছুর ভবিষ্যদ্বাণী ও পূর্বঘোষণা দেওয়া দরকার ছিল, তা ভাবী ঘটনা বলে বুঝিয়ে দেওয়াও দরকার ছিল, তার আকস্মিক আগমনে সন্ত্রাসিত না হয়ে আমরা বরং যেন বিশ্বাসেরই বস্তু বলে তার প্রতীক্ষায় থাকি।

শ্লোক মিখা ৭:১৯; শিষ্য ১০:৪৩

℟ আমাদের পরমেশ্বর আবার আমাদের প্রতি তাঁর স্নেহ দেখাবেন;
℣ তিনি আমাদের যত অপরাধ পদদলিত করবেন, আমাদের সমস্ত পাপ সমুদ্রতলেই ছুড়ে ফেলে দেবেন।
℟ তাঁর বিষয়ে সকল নবী এ সাক্ষ্য দেন যে, তাঁর প্রতি যে কেউ বিশ্বাস রাখে, তাঁর নাম দ্বারা সে পাপমোচন লাভ করবে।
℣ তিনি আমাদের যত অপরাধ পদদলিত করবেন, আমাদের সমস্ত পাপ সমুদ্রতলেই ছুড়ে ফেলে দেবেন।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - ইসা ২৬:৭-২১

ধার্মিকদের গীতিকা
ও পুনরুত্থানের প্রতিশ্রুতি

ধার্মিকের পথ সমতল পথ,
ধার্মিকের রাস্তা তুমি কর সরল-সোজা।
সত্যি, তোমার বিচারগুলির পথে আমরা তোমার প্রত্যাশায় রয়েছি, প্রভু,
তোমার নাম, তোমার স্মৃতিই আমাদের প্রাণের অভিলাষ।
রাতে তোমাকেই আকাঙ্ক্ষা করে আমার প্রাণ,
প্রভাতে আমার আত্মা তোমার অন্বেষণ করে,
কারণ যখন তোমার বিচারগুলি পৃথিবীতে আসে,
তখন জগতের অধিবাসীরা ধর্মময়তায় উদ্বুদ্ধ হয়।
দুর্জনের প্রতি দয়া দেখালেও
সে ধর্মময়তায় উদ্বুদ্ধ হবেই না;
সততার দেশে সে তো অনিষ্টের সাধক,
প্রভুর মাহাত্ম্যের দিকে তাকায় না।
প্রভু, তোমার হাত তো উত্তোলিত,
তবু তারা তা দেখে না;
তোমার জনগণের প্রতি তোমার উত্তপ্ত প্রেম দেখে তারা লজ্জিত হোক;

হ্যাঁ, তোমার বিরোধীদের জন্য তৈরী আগুন তাদের গ্রাস করুক।
প্রভু, তুমি আমাদের মঞ্জুর করবে শান্তি,
কারণ তুমিই তো সম্পন্ন কর আমাদের সকল কাজ।
হে আমাদের পরমেশ্বর প্রভু,
তুমি ছাড়া অন্য প্রভুরা আমাদের উপর কর্তৃত্ব করল;
কিন্তু কেবল তোমার প্রতি, তোমার নামেরই প্রতি আমাদের সম্মান!
মৃতেরা পুনরুজ্জীবিত হবে না,
ছায়ামূর্তি পুনরুত্থিত হবে না,
কারণ তুমি শাস্তি দিয়ে ওদের ধ্বংস করেছ,
ওদের স্মৃতি নিঃশেষে মুছে দিয়েছ।
তুমি এই জাতির সংখ্যা বৃদ্ধি করেছ, প্রভু,
এই জাতির সংখ্যা বৃদ্ধি করেছ, নিজের গৌরব প্রকাশ করেছ,
দেশের চতুঃসীমানা বিস্তার করেছ।
প্রভু, সঙ্কটে তারা তোমার আশ্রয় নিতে চাইল,
তুমি তাদের শাস্তি দিচ্ছিলে বিধায়
তারা প্রার্থনায় নিজেদের উজাড় করে দিল।
প্রসবকাল আসন্ন হলে গর্ভবতী নারী
যেমন যন্ত্রণায় মোচড় খেতে খেতে চিৎকার করে,
তোমার সামনে, প্রভু, আমরা সেইমত ছিলাম।
আমরাও গর্ভধারণ করলাম,
আমরাও প্রসবযন্ত্রণায় ভুগলাম,
কিন্তু প্রসব করলাম শুধু বাতাসমাত্র!
আমরা দেশে পরিত্রাণ আনিনি,
জগতেও কোন নিবাসীর জন্ম হয়নি।
কিন্তু তোমার মৃতজনেরা পুনরুজ্জীবিত হবে,
তাদের মৃতদেহ পুনরুত্থিত হবে।
তোমরা যারা ধুলায় শায়িত,
পুনর্জাগরিত হও, আনন্দধ্বনি তোল,
কারণ তোমাদের শিশির জ্যোতির্ময় শিশির;
কিন্তু পৃথিবী ছায়ামূর্তিই প্রসব করবে।
চল, আমার জাতি; তোমার অন্তঃকক্ষে প্রবেশ কর,
পিছনে দরজা বন্ধ করে দাও।
কিছুক্ষণের মত লুকিয়ে থাক,
যতক্ষণ না সেই কোপ গত হয়।
কেননা দেখ, পৃথিবীর অধিবাসীদের অপরাধের শাস্তি দিতে
প্রভু আপন আবাস ছেড়ে বেরিয়ে আসছেন;
পৃথিবী নিজের উপরে পাতিত রক্ত প্রকাশ করবে,
নিজের নিহতদের আর আচ্ছন্ন রাখবে না।

শ্লোক ইসা ২৬:১৯; দা ১২:২ দ্রঃ

℟ তোমরা যারা ধুলায় শায়িত, পুনর্জাগরিত হও, আনন্দধ্বনি তোল,
℣ কারণ প্রভুর শিশির জ্যোতির্ময় শিশির।
℟ ধুলার দেশে যারা নিদ্রিত, তাদের মধ্যে অনেকেই আবার জেগে উঠবে।
℣ কারণ প্রভুর শিশির জ্যোতির্ময় শিশির।

দ্বিতীয় পাঠ - সাধু পিতর খ্রীসোলগের উপদেশাবলি **উপদেশ ১৪৭**

ঈশ্বরকে দেখবার আকাঙ্ক্ষাই তো ভালবাসা

জগৎকে ভয়ে অভিভূত দে'খে ঈশ্বর তৎক্ষণাৎ হস্তক্ষেপ ক'রে প্রেমের মাধ্যমে তাকে আবার নিজের কাছে ডাকলেন, অনুগ্রহের মাধ্যমে আমন্ত্রণ করলেন, ভালবাসার মাধ্যমে সুস্থির করলেন, করুণার মাধ্যমে ঘিরে রাখলেন।

এজন্যই তিনি অপকর্ম-বৃদ্ধ পৃথিবীকে প্রতিশোধ-দানকারী জলপ্লাবনের বারিতে প্রক্ষালন করলেন, এবং নোয়াকে নবযুগের পিতা বলে আহ্বান ক'রে মধুর কথা দিয়ে তাঁকে প্রেরণ করলেন, বন্ধুর মত তাঁর উপর আস্থা রাখলেন, বর্তমানকালের জন্য পিতৃসুলভ নির্দেশ দিলেন, অনুগ্রহের মধ্য দিয়ে ভবিষ্যতের জন্য সাহস দিলেন। তিনি তাঁকে শুধু আদেশই দিলেন এমন নয়, বরং সহযোগিতা দান ক'রে সেই জাহাজের মধ্যে নিখিল বিশ্বের সর্বশ্রেণীর জীবজন্তুকে আটকিয়ে দিলেন যেন ভ্রাতৃপ্রেমই দাসত্বের ভয়ের স্থান দখল করতে পারে, এবং যা সকলের প্রচেষ্টায় ত্রাণ পেয়েছিল তা যেন সকলের প্রেম দ্বারা রক্ষাও পেতে পারে। এজন্যই তিনি বিজাতীয়দের মধ্য থেকে আব্রাহামকে ডাকলেন, তাঁর নাম দীর্ঘ করলেন, তাঁকে বিশ্বাসীদের পিতা করলেন, তাঁর সঙ্গে পথ চললেন, বিদেশে তাঁকে রক্ষা করলেন, তাঁকে সম্পত্তি দিলেন, বিজয়দানে তাঁকে গৌরবমণ্ডিত করলেন, তাঁর সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করলেন, বিপদ থেকে তাঁকে নিষ্কৃতি দিলেন, তাঁর আতিথ্য উপভোগ করলেন, অপ্রত্যাশিত বংশ দানে তাঁকে মহিমান্বিত করলেন যেন ততখানি মঙ্গলদানে পরিপূর্ণ হয়ে ও ঐশভালবাসার তেমন মাধুর্যে আকর্ষিত হয়ে তিনি ঈশ্বরকে ভয় করতে নয়, ভালইবাসতে শেখেন; তিনি যেন ভয়ের মধ্যে নয়, প্রেমের সঙ্গেই ঈশ্বরকে পূজা করেন। এজন্যই তিনি পলাতক যাকোবকে স্বপ্নের মাধ্যমে সান্ত্বনা দিলেন, ফিরে আসার সময়ে তাঁকে নিজের সঙ্গে লড়াই করতে আহ্বান করলেন, যোদ্ধার আলিঙ্গনে তাঁকে ঘিরে ধরলেন তিনি যাঁর সঙ্গে লড়াই করেছিলেন সেই পিতাকে যেন ভয় করতে নয়, ভালইবাসতে শেখেন। এজন্যই তিনি পিতারই মত মোশীকে ডাকলেন এবং পিতৃস্নেহের মাধ্যমে তাঁকে আমন্ত্রণ করলেন তিনি যেন তাঁর জাতির মুক্তিসাধক হন।

এই যে সমস্ত ঘটনা আমরা স্মরণ করলাম, তাতে দেখা যায়, যেখানে ঐশপ্রেমের শিখা মানুষের হৃদয় প্রজ্বলিত করল এবং ঐশভালবাসার প্রবল উদ্দীপনা মানুষের ইন্দ্রিয়গুলির সঙ্গে মিশে গেল, সেখানে আত্মায় বিদ্ধ হয়ে মানুষ স্বচক্ষেই ঈশ্বরকে দেখবার আকাঙ্ক্ষা অনুভব করতে লাগল। যে ঈশ্বরকে জগৎ নিজের বুকে ধারণ করতে অক্ষম, মানুষের সঙ্কীর্ণ দৃষ্টি কী করেই বা তাঁকে ধারণ করতে পারত? উত্তর এ: কী হবে, কী হওয়া উচিত, কী হতে পারে,

—প্রেমের বিধান কিন্তু এ সকল প্রশ্ন মানে না। প্রেম তো সুবুদ্ধি মানে না, প্রেম তো যুক্তিহীন, প্রেম তো কোন মাত্রা মানে না। ব্যাপার যে অসম্ভব এতেও প্রেমের বিশ্রাম নেই, ব্যাপার যে দুষ্প্রাপ্য এতেও প্রেমের আরাম নেই। আকাঙ্ক্ষার বস্তু না পেতে পারলে প্রেম তো প্রেমিককে ধ্বংসই করে; যা উচিত তা নয়, যাতে আকর্ষিত সেদিকেই প্রেম যায়। প্রেম আকাঙ্ক্ষাকে প্রসব করে, উত্তেজিত হয়ে ওঠে, উত্তেজিত হয়ে উঠে নিষিদ্ধ বস্তুর দিকে প্রবণ হয়। আর বেশি কথা কেন? প্রেম যা প্রেম করে, তা না দেখে পারে না। এজন্য যতই পুরস্কার পেতে পারতেন, সাধুসাধ্বীরা ঈশ্বরকে না দেখতে পারলে সেই সবকিছু তুচ্ছই মনে করতেন। যে প্রেম ঈশ্বরকে দেখতে আকাঙ্ক্ষা করে, সেই প্রেম হয় তো তত যুক্তিসঙ্গত নাও হতে পারে, তবু সেই প্রেম উদ্দীপ্ত ভক্তির প্রমাণ।

এজন্যই মোশী সাহস করে বলতে পারলেন, *আমি যদি তোমার দৃষ্টিতে অনুগ্রহ পেয়ে থাকি, তাহলে তোমার শ্রীমুখ আমাকে দেখাও।* এজন্যই সামসঙ্গীত-রচয়িতাও বললেন, *তোমার শ্রীমুখ দেখাও।* বিধর্মীরাও এ উদ্দেশ্যে মূর্তি তৈরি করল, ভুলবশত যা পূজা করত, তারা যেন স্বচক্ষেই তা দেখতে পারত।

শ্লোক ইসা ৬৬:১৩; ১ রাজা ১১:৩৬; ইসা ৬৬:১৪; ৪৬:১৩ দ্রঃ

℟ মা যেমন নিজের ছেলেকে সান্ত্বনা দেয়, আমি তেমনি তোমাদের সান্ত্বনা দেব—প্রভুর উক্তি: আমার মনোনীত নগরী যেরুসালেম থেকেই তোমাদের কাছে সাহায্য আসবে:
℣ এসব কিছু দেখে উল্লসিত হবে তোমাদের হৃদয়।
℟ আমি সিয়োনে মঞ্জুর করব পরিত্রাণ, যেরুসালেমে আমার গৌরব।
℣ এসব কিছু দেখে উল্লসিত হবে তোমাদের হৃদয়।

শুক্রবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - রুথ ২:১৪-২৩

নয়েমির কাছে রুথের প্রত্যাগমন

খাওয়া-দাওয়ার সময়ে বোয়াজ তাঁকে বললেন, 'এখানে এসে রুটি খাও, তোমার রুটির টুকরোটা সির্কায় ভিজিয়ে নাও।' তাই তিনি কাটিয়েদের পাশে পাশে বসলেন, আর বোয়াজ তাঁকে ভাজা গম দিলেন; রুথ তৃপ্তির সঙ্গে খেলেন, আর বাকি কিছুটা বাঁচিয়ে রাখলেন। পরে তিনি উঠে যখন কুড়োতে যাচ্ছিলেন, তখন বোয়াজ তাঁর কর্মচারীদের আজ্ঞা দিলেন: 'ওকে আটিগুলোর মধ্যেও কুড়োতে দাও, ওকে বিরক্ত করবে না। এমনকি, ওর জন্য বাঁধা আটি থেকে ইচ্ছা করেই কিছুটা শিষ মাটিতে পড়তে দাও; সেগুলো রেখে যাও, ও যেন তা কুড়োতে পারে; ওকে ধমক দেবে না!'

তাই রুথ সন্ধ্যা পর্যন্ত সেই মাঠে কুড়োলেন; পরে তিনি কুড়িয়ে নেওয়া শিষগুলো মাড়াই করালে তাতে প্রায় এক মণ যব হল। তা তুলে নিয়ে তিনি শহরে ফিরে গেলেন, এবং শাশুড়ী তাঁর কুড়িয়ে নেওয়া শিষগুলো দেখলেন। পরে রুথ যে খাবারটুকু বাঁচিয়ে রেখেছিলেন, তা বের করে তাঁকে দিলেন। শাশুড়ী তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি আজ কোথায় কুড়িয়েছ? কোথায় কাজ করেছ? যিনি তোমার দিকে মুখ তুলে চাইলেন, তিনি ধন্য হোন!' তখন রুথ কার্ মাঠে কাজ করেছিলেন, তা শাশুড়ীকে জানিয়ে দিলেন; বললেন, 'যাঁর কাছে আজ কাজ করেছি, তাঁর নাম বোয়াজ।' নয়েমি পুত্রবধূকে বললেন, 'তিনি প্রভুর আশীর্বাদের পাত্র হোন! তিনি জীবিত ও মৃতদের প্রতি সহৃদয়তা দেখাতে ক্ষান্ত হননি।' নয়েমি বলে চললেন, 'এই লোকের সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠ জ্ঞাতি-সম্পর্ক আছে; মূল্য দিয়ে আমাদের মুক্তিসাধনের অধিকার যাঁদের আছে, সেই জ্ঞাতিদের মধ্যে তিনি একজন।' মোয়াবীয়া রুথ বললেন, 'তিনি আমাকে একথাও বললেন, আমার সমস্ত ফসল-কাটা শেষ না হওয়া পর্যন্ত তুমি আমার কর্মচারীদের সঙ্গে সঙ্গে থাক।' তখন নয়েমি পুত্রবধূ রুথকে বললেন, 'মেয়ে আমার, ভাল কথাই যে তুমি তাঁর দাসীদের সঙ্গে যাবে, এবং অন্য কোন মাঠে তোমাকে দুর্ব্যবহার সহ্য করতে যেতে হবে না।' তাই যব ও গম কাটা শেষ হওয়া পর্যন্ত তিনি কুড়োবার জন্য বোয়াজের দাসীদের সঙ্গে সঙ্গে থাকলেন; পরে শাশুড়ীর সঙ্গে বসবাস করলেন।

শ্লোক লুক ১:৬৮,৭০; ১ যোহন ৪:১৪

℟ প্রভু সাধন করেছেন তাঁর আপন জনগণের মুক্তিকর্ম,
℣ যেমনটি তাঁর প্রাচীনকালের পবিত্র নবীদের মুখ দিয়ে বলেছিলেন।

℟ পিতা তাঁর আপন পুত্রকে জগতের পরিত্রাতা রূপে প্রেরণ করলেন,
℣ যেমনটি তাঁর প্রাচীনকালের পবিত্র নবীদের মুখ দিয়ে বলেছিলেন।

দ্বিতীয় পাঠ - সাধু ইরেনেউস-লিখিত 'ভ্রান্তমতের বিরুদ্ধে' **৫ম পুস্তক ১৯:১; ২০:২; ২১:১**

আদম ও খ্রীষ্ট ; হবা ও মারীয়া

তাঁর অধিকৃত সম্পদ এ মর্তে প্রকাশ্যে এসে প্রভু, সেই যে মানবদশা তিনি নিজেই যার নির্ভর তা ধারণ ক'রে, ক্রুশ-বৃক্ষের উপরে নিজ বাধ্যতার মধ্য দিয়ে প্রাচীন বৃক্ষে সূচিত অবাধ্যতা বাতিল ক'রে মানবদশার পুনঃপ্রতিষ্ঠা সাধন করলেন। একইসঙ্গে, আদমের বাগ্‌দত্তা বধূ কুমারী হবা যে সর্বনাশা প্রবঞ্চনার দরুন প্রবঞ্চিতা হয়েছিলেন, তিনি দূত দ্বারা যোসেফের বাগ্‌দত্তা বধূ কুমারী মারীয়ার কাছে সুন্দরভাবে ঘোষিত সত্যেরই মধ্য দিয়ে সেই প্রবঞ্চনার প্রতিকার সাধন করলেন। হবা যেমন একটা দূতের বাক্য দ্বারা প্রবঞ্চিতা হয়ে ঈশ্বরের বাণী অমান্য ক'রে তাঁর কাছ থেকে দূরে সরে গেছিলেন, তেমনি মারীয়া একটি দূতের শুভসংবাদ গুণে ঈশ্বরের বাণীর প্রতি বাধ্য হয়ে তাঁকে গর্ভে ধারণ করলেন। আর যখন প্রথমজন ঈশ্বরের প্রতি অবাধ্যতা দেখিয়েছিলেন অথচ দ্বিতীয়জন ঈশ্বরের প্রতি বাধ্য হতে অনুপ্রাণিতা হয়েছিলেন, তখন তা ঘটেছিল যেন কুমারী মারীয়া কুমারী হবার সাহায্যকারিণী হতে পারতেন।

খ্রীষ্ট নিজের মধ্যে সবকিছুই সম্মিলিত করলেন: আমাদের যে শত্রু আদিতে আমাদের সকলকে আদমে বন্দি করেছিল, তিনি তাকে যুদ্ধে আহ্বান করে পরাজিত করলেন এবং সাপের মাথা পিষে মারলেন যেইভাবে আদিপুস্তকে ঈশ্বর বলেছিলেন, *আমি তোমার ও নারীর মধ্যে, তোমার বংশ ও তার বংশের মধ্যে পরস্পর শত্রুতা জাগিয়ে তুলব; তিনি তোমার মাথা পিষে মারবেন, আর তুমি তাঁর পাদমূলের জন্য ওত পেতে থাকবে।* কুমারী থেকে নব-আদম রূপে যাঁর জন্ম নেবার কথা ছিল, সেইসময় থেকে তাঁর সম্বন্ধে এমন বর্ণনা দেওয়া হল তিনি ঠিক যেন সাপের মাথা পিষে মারবেন; আর তিনি হলেন আদমের সেই বংশধর যাঁর বিষয়ে গালাতীয়দের কাছে পত্রে প্রেরিতদূত বলেন, *অপরাধ লক্ষ ক'রেই বিধান যোগ করা হয়েছিল, যতদিন সেই বংশধর না আসেন যাঁর জন্য সেই প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল।* বিষয়টি আরও স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করে তিনি একই পত্রে বলেন, *যখন সময়ের পূর্ণতা এল, তখন ঈশ্বর তাঁর আপন পুত্রকে প্রেরণ করলেন, যিনি নারীগর্ভে জন্ম নিলেন, বিধানের অধীনে জন্ম নিলেন।* বস্তুতপক্ষে বিজয়ী খ্রীষ্ট যদি নারীগর্ভে জাত একজন মানুষ না হতেন, তবে শত্রুর উপরে তাঁর বিজয় ন্যায্য হত না, কেননা সেই শত্রু আদি থেকে একটি নারীর মধ্য দিয়ে মানুষের উপর প্রভুত্ব ক'রে মানুষবৈরী রূপে রুখে দাঁড়িয়েছিল।

এজন্যই প্রভু নিজেকে মানবপুত্র বলেই ঘোষণা করেন। যে আদিমানব থেকে নারীজাত মানবজাতি গঠিত হয়েছিল, তিনি নিজেরই মধ্যে সেই আদিমানবকে সম্মিলিত করলেন, যেন পরাজিত একটি মানুষ দ্বারা যেমন আমাদের মানবস্বরূপ মৃত্যুতে অবরোহণ করেছিল, তেমনি যেন বিজয়ী একজন মানুষের মধ্য দিয়েই আমরা পুনরায় জীবনে আরোহণ করতে পারি।

শ্লোক লুক ১:২৬,৩০-৩৩ দ্রঃ

℟ গাব্রিয়েল দূত যোসেফের বাগ্‌দত্তা বধূ কুমারী মারীয়ার কাছে সংবাদ দিতে প্রেরিত হলেন। তেমন আলোর সামনে মারীয়া ভয়ে বিচলিতা হলেন। ভয় করো না, মারীয়া, তুমি ঈশ্বরের কাছে অনুগ্রহই পেয়েছ। দেখ, গর্ভধারণ ক'রে তুমি যে পুত্রসন্তান প্রসব করবে,
℣ তিনি পরাৎপরের পুত্র বলে অভিহিত হবেন।
℟ প্রভু ঈশ্বর তাঁর পিতৃপুরুষ দাউদের সিংহাসন তাঁকে দান করবেন, আর তিনি যাকোবকুলের উপর চিরকাল রাজত্ব করবেন।
℣ তিনি পরাৎপরের পুত্র বলে অভিহিত হবেন।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - ইসা ২৭:১-১৩

প্রভু আপন আঙুরখেত আবার চাষ করবেন :
আপন জনগণকে নবীকৃত করে একত্রে সংগ্রহ করবেন

সেদিন প্রভু তাঁর নিদারুণ, বিরাট ও পরাক্রমী খড়্গ দ্বারা
কুটিল সাপ সেই লেভিয়াথানকে,
হ্যাঁ, কুণ্ডলিত সাপ সেই লেভিয়াথানকে শাস্তি দেবেন ;
সমুদ্র-বাসী সেই নাগকে মেরে ফেলবেন।
সেদিন লোকে বলবে :
‘সেই যে উৎকৃষ্ট আঙুরখেত—তোমরা তার গুণগান কর !’
স্বয়ং প্রভু আমিই তার রক্ষক,
আমিই পলে পলে তা জলসিক্ত করি ;
পাছে তার ক্ষতি হয়,
আমি দিনরাত তা যত্ন করি।
আমি এখন ক্রুদ্ধ নই।
আঃ ! আমাকে বিরোধিতা করতে
যদি কাঁটাগাছ ও শেয়ালকাঁটা থাকত !
সেইসব আক্রমণ করে আমি একেবারে পুড়িয়ে দিতাম !
সে বরং আমার কাছে আশ্রয় নিতে আসুক,
আমার সঙ্গে শান্তি-চুক্তি করুক,
শান্তি-চুক্তি করুক আমার সঙ্গে !
ভাবী দিনগুলিতে যাকোব শিকড় গাড়বে,
ইস্রায়েল মুকুলিত হবে, হবে প্রস্ফুটিত,
ভূমণ্ডলকে ফলাদিতে পরিপূর্ণ করে তুলবে।
প্রভু ইস্রায়েলের প্রহারকদের যেমন প্রহার করেছিলেন,
ইস্রায়েলকেও কি সেইমত প্রহার করলেন ?
কিংবা তার হত্যাকারীদের তিনি যেমন হত্যা করেছিলেন,
তাকেও কি সেইমত হত্যা করলেন ?
তাকে তাড়িয়ে দেওয়ায়, ত্যাগ করায়ই তুমি তাকে শাস্তি দিলে,
পুববাতাসের দিনের মত
তুমি প্রবল ফুৎকারেই তাকে ঝেড়ে দূর করলে।
তখন যাকোবের অপরাধ এভাবেই ক্ষমা হবে,
তখন এটিই হবে তার পাপহরণের গোটা ফল,
সে যখন যজ্ঞবেদির সমস্ত পাথর চূর্ণবিচূর্ণ চুনের পাথরের মত করবে,
ও কোন পবিত্র দণ্ড ও কোন ধূপবেদি আর থাকবে না।
কারণ সুদৃঢ় নগরটি শূন্যস্থান হয়েছে,
হয়েছে নির্জন স্থান, মরুভূমির মত পরিত্যক্ত ;
সেখানে বাছুর চরে বেড়ায়, শুয়ে পড়ে ও যত ঘাস খায়।

সেখানকার ডালপালা শুষ্ক হলে তা টুকরো টুকরো করা হবে,
স্ত্রীলোকেরা এসে তা দিয়ে আগুন জ্বালাবে।
সত্যি! তেমন জাতি নির্বোধ এক জাতি;
এজন্য তার নির্মাতা তার প্রতি করুণা করবেন না,
যিনি তাকে গড়লেন, তিনি তার প্রতি দয়া দেখাবেন না।
সেদিন এমনটি ঘটবে,
প্রভু [ইউফ্রেটিস] নদীর প্রণালী থেকে মিশরের জলস্রোত পর্যন্ত
শস্যমাড়াই আরম্ভ করবেন,
আর তোমাদের, হে ইস্রায়েল সন্তানেরা, একে একে করে জড় করা হবে।
সেই দিন যখন আসবে, তখন বড় তুরিটা বাজবে;
আর যারা আসিরিয়াতে বিক্ষিপ্ত, যারা মিশরে তাড়িত,
তারা ফিরে আসবে।
তারা যেরুসালেমে পবিত্র পর্বতের উপরে
প্রভুর উদ্দেশে প্রণিপাত করবে।

শ্লোক মথি ২৪:৩১; ইসা ২৭:১৩ দ্রঃ

প্‌ প্রভু মহা তুরির সঙ্গে আপন দূতদের প্রেরণ করবেন; তাঁরা তাঁর সকল মনোনীতদের জড় করবেন
উ চারিদিক থেকে, আকাশমণ্ডলের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত।
প্‌ তারা এসে যেরুসালেমে পবিত্র পর্বতের উপরে প্রভুর উদ্দেশে প্রণিপাত করবে
উ চারিদিক থেকে, আকাশমণ্ডলের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত।

দ্বিতীয় পাঠ - ইসাইয়ার পুস্তকে আলেকজান্দ্রিয়ার বিশপ সাধু সিরিলের ব্যাখ্যা ৩য় পুস্তক ১

ইস্রায়েল মুকুলিত হবে

এসো, আমরা ঈশ্বরের সঙ্গে শান্তি-চুক্তি করি; যাকোবের সন্তান আমরাই যারা আসছি, এসো, তাঁর সঙ্গে শান্তি-চুক্তি করি! ইস্রায়েল মুকুলিত হবে, হবে প্রস্ফুটিত, ভূমণ্ডলকে ফলাদিতে পরিপূর্ণ করে তুলবে। যে দেশগুলি চারদিক থেকে আসছে, সেই ধন্য নবী জ্ঞানী সুমন্ত্রণাদাতার মত ঘটনা ঘটবার আগেই তাদের কাছে কথা বললেন; মনে হচ্ছে নবী যেন আগে থেকে দেখতে পেলেন, ইহুদীরা বিশ্বত্রাতা খ্রীষ্টকে প্রেম ও বিশ্বাস আরোপ করতে অস্বীকার করবে, ঈশ্বরের প্রিয় জাতি অদম্য হবে, বিজাতীয়দেরই কাছে আহ্বান জানিয়ে খ্রীষ্ট প্রেরিতদূতদের মধ্য দিয়ে পৃথিবীর শেষ প্রান্ত থেকে নর-নারীকে ধরবার জন্য জাল ফেলবেন। এজন্য নবী বলেন, *ইস্রায়েল ঈশ্বরকে ত্যাগ করল, প্রথমজাত সন্তান অবাধ্য হল,* বিশ্বাসঘাতকতা ক'রে আপন মুক্তিসাধককে ছেড়ে চলে গেল। কিন্তু আমরা যারা আসছি, সময় পূর্ণ হলেই যারা আসব, সবদিক থেকে—অন্ধকার থেকে আলোর দিকে, বিধর্মী অজ্ঞতা থেকে সত্যকার ঈশ্বর-জ্ঞানের দিকে, পাপ থেকে ধর্মময়তার দিকে—এই আমরা, এসো, তাঁর সঙ্গে শান্তি-চুক্তি করি; প্রাচীন শত্রুতা বর্জন ক'রে, এসো, ঈশ্বরের সঙ্গে শান্তিতেই জীবনযাপন করি।

পাপ প্রত্যাখ্যান করেছি, শয়তানের কর্তৃত্ব থেকে নিজেদের সম্পূর্ণরূপে মুক্ত করেছি, খ্রীষ্ট থেকে আমাদের পৃথক করবে, তাঁর কাছ থেকে আমাদের বিচ্ছিন্ন করবে, আর তেমন কিছুই নেই। সুতরাং এসো, আমরা তাঁর ঐশপ্রকাশ গ্রহণ করি, তাঁর যত ইচ্ছা ও বাণী পালন করি, সুসমাচারের কথায় মাথা নত করি, তবেই তাঁর সঙ্গে শান্তি ভোগ করব—যেইভাবে সুবুদ্ধিসম্পন্ন পলও বিধর্মী অবস্থা থেকে আগত ভ্রাতাদের কাছে বলেন, *বিশ্বাসগুণে ধর্মময় বলে প্রতিপন্ন হয়ে উঠে, আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের দ্বারা আমরা এখন ঈশ্বরের সঙ্গে শান্তি ভোগ করি।*

বিশ্বাসের দিকে যারা পথ চলছে, তাদের উপদেশ দেওয়ার পর নবী ধন্য প্রেরিতদূতদের উদ্দেশ করেন: তাঁরা সমগ্র জগৎকে ঈশ্বরের কাছে চালিত করবেন, একথা উপলব্ধি ক'রে, বা পবিত্র আত্মার কাছ থেকে একথা জেনে তিনি মহা আনন্দে ও উত্তেজনায় প্লাবিত হয়ে বলে ওঠেন, *যাকোবের সন্তানেরা অঙ্কুরিত হবে, ইস্রায়েল মুকুলিত হবে, হবে প্রস্ফুটিত, ভূমণ্ডলকে ফলাদিতে পরিপূর্ণ করে তুলবে।* ধন্য শিষ্যেরা সেই যাকোবেরই মূল থেকে উদ্ভূত হয়েছিলেন যাঁর আর এক নাম ছিল ইস্রায়েল, কিন্তু *সূর্যের উদয় থেকে তার অস্ত পর্যন্ত সারা পৃথিবী জুড়ে ছড়িয়ে পড়ল তাঁদের কণ্ঠ, বিশ্বের প্রান্তসীমায় তাঁদের বচন।* বিজাতি সকলেই ঈশ্বরকে জানবার জন্য আহূত হল, সারা বিশ্ব এই ফলগুলিতে পূর্ণ হল বিধায় সেই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণতা লাভ করেছে। ফলগুলি কার্? ইস্রায়েলের, অর্থাৎ সেই প্রেরিতদূতদের যাঁরা ইস্রায়েলের বংশধর। বিশ্বাসীরা হল প্রেরিতদূতদের পরিশ্রমের ফল, পল তাদের আপন আনন্দ ও মুকুট বললেন। তাঁদের ধর্মশিক্ষায় যারা পরিত্রাণ পেয়েছে, তারাই তাঁদের পুণ্যবান গুরুদের সত্যকার গৌরব ও তাঁদের পরিশ্রমের ফল।

শ্লোক ইসা ৬৬:১৩,১৪; ২ করি ১:৭

প্র আমি তোমাদের সান্ত্বনা দেব; যেরুসালেমেই তোমরা সান্ত্বনা পাবে। এসব-কিছু দেখে উল্লসিত হবে তোমাদের হৃদয়;

উ তোমাদের সর্বাঙ্গ নবীন ঘাসের মত তেজময় হয়ে উঠবে, এবং প্রভুর হাত তাঁর আপন দাসদের কাছে নিজেকে জ্ঞাত করবে।

প্র তোমরা যেমন যন্ত্রণার, তেমনি সান্ত্বনারও সহভাগী।

উ তোমাদের সর্বাঙ্গ নবীন ঘাসের মত তেজময় হয়ে উঠবে, এবং প্রভুর হাত তাঁর আপন দাসদের কাছে নিজেকে জ্ঞাত করবে।

শনিবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - রুথ ৩:১-১৮

বোয়াজের প্রতিজ্ঞা

তাঁর শাশুড়ী নয়েমি তাঁকে বললেন, 'মেয়ে আমার, তোমার জন্য আমাকে কি এমন স্থায়ী ব্যবস্থা খোঁজ করতে হবে না, যেন তোমার সুখ হয়? যাঁর দাসীদের সঙ্গে তুমি সম্প্রতি ছিলে, সেই বোয়াজ কি আমাদের জ্ঞাতি নন? দেখ, তিনি আজ রাতে খামারে যব ঝাড়বেন। তাই তুমি এখন স্নান কর, গায়ে তেল মাখ, গায়ে আলোয়ান জড়াও, এবং সেই খামারে নেমে যাও; তিনি খাওয়া-দাওয়া শেষ করার আগে তুমি তাঁকে নিজেকে চিনতে দিয়ো না। তিনি যখন শুতে যাবেন, তখন তুমি তাঁর শোয়ার জায়গা লক্ষ কর, পরে গিয়ে তাঁর পায়ের দিকে কম্বল খুলে সেখানে শোও; তোমাকে যে কী করতে হবে, তা তিনি নিজেই তোমাকে বলবেন।' রুথ বললেন, 'তুমি যা বলেছ, আমি তা সবই করব।'

তাই তিনি সেই খামারে গিয়ে তাঁর শাশুড়ী যা কিছু আদেশ করেছিলেন, তা সবই করলেন। বোয়াজ খাওয়া-দাওয়া করলেন ও হৃদয়ে আনন্দকে স্থান দিলেন; পরে যবের রাশির ধারে শুতে গেলেন। তখন রুথ আস্তে আস্তে এসে তাঁর পায়ের দিকে কম্বল খুলে সেখানে শুইলেন। মাঝরাতের দিকে লোকটি চকিত হয়ে জেগে উঠে চারদিকে তাকালেন; আর দেখ, একটি স্ত্রীলোক তাঁর পায়ের ধারে শুয়ে আছে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি আবার কে?' রুথ উত্তর দিলেন, 'আমি আপনার দাসী রুথ; আপনার এই দাসীর উপরে আপনি আপনার ডানা মেলে দিন, কারণ জ্ঞাতি বলে আপনারই তো মূল্য দিয়ে মুক্তিসাধনের অধিকার আছে।' তিনি বললেন,

‘মেয়ে আমার, তুমি যেন প্রভুর আশীর্বাদের পাত্র হতে পার, কারণ তুমি ধনী বা গরিব কোন যুবা পুরুষের খোঁজে না যাওয়ায় আগেরটার চেয়ে তোমার এই দ্বিতীয় সৎকাজই শ্রেয়। মেয়ে আমার, ভয় করো না, তুমি যা বলবে, আমি তোমার জন্য তা সবই করব; কারণ তুমি যে সদ্‌গুণবতী, একথা আমার সহনাগরিকেরা সকলেই জানে। আর আমি যে জ্ঞাতি বলে মূল্য দিয়ে তোমার পক্ষে মুক্তিকর্ম সাধনের অধিকারী, একথা সত্য; কিন্তু আমার চেয়েও আরও ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের আর একজন জ্ঞাতি আছে। আজ রাতে এখানে থাক, সকালে সে যদি তোমার পক্ষে তার নিজের অধিকার অনুশীলন করতে ইচ্ছুক, তবে ভাল, সে-ই মূল্য দিয়ে তোমার পক্ষে মুক্তিকর্ম সাধন করুক; কিন্তু যদি তা করতে তার ইচ্ছা না হয়, তবে জীবনময় প্রভুর দিব্যি, আমিই মূল্য দিয়ে তোমাকে মুক্ত করব। তুমি সকাল পর্যন্ত শুয়ে থাক!’

তাই রুথ সকাল পর্যন্ত তাঁর পায়ের ধারে শুয়ে রইলেন, কিন্তু, কেউ অন্য কাউকে চিনতে পারে এমন সময়ের আগে তিনি উঠলেন। আর বোয়াজ ভাবছিলেন, ‘এই স্ত্রীলোক যে খামারে এসেছে, একথা লোকে যেন না জানতে পারে।’ পরে তিনি বললেন, ‘তোমার গায়ে যে আলোয়ান আছে, তা নিয়ে এসো, পেতে ধর।’ রুথ তা পেতে ধরলে তিনি ছয় দাঁড়ি যব তার মাথায় দিলেন; তখন রুথ শহরে চলে গেলেন; রুথ শাশুড়ীর কাছে এলে তাঁর শাশুড়ী জিজ্ঞাসা করলেন, ‘মেয়ে আমার, তবে কী হল?’ আর রুথ তাঁর জন্য সেই লোক যে কী করেছিলেন, তা সবই তাঁকে জানিয়ে দিলেন। আরও বললেন, ‘শাশুড়ীর কাছে খালি হাতে যেয়ো না; আর তাই বলে তিনি আমাকে এই ছয় দাঁড়ি যব দিয়েছেন।’ তাঁর শাশুড়ী তাঁকে বললেন, ‘মেয়ে আমার, অপেক্ষায় থাক যতক্ষণ না জানতে পার শেষে কী ঘটবে; কেননা আজই ব্যাপারটা সমাধা না করে লোকটি ক্ষান্ত হবেন না।’

শ্লোক ১ সামু ২:৭-৮; লুক ১:৪৮

প্র প্রভু ধনহীন করেন, করেন ধনবান, অবনমিত করেন, আবার উন্নীত করেন। তিনি দীনজনকে ধুলা থেকে তুলে আনেন, আবর্জনার স্তূপ থেকে নিঃস্বকে টেনে তোলেন,

উ সে যেন নেতৃবৃন্দের মাঝে আসন নিতে পারে, গৌরবময় সিংহাসনেরই উত্তরাধিকারী হতে পারে।

প্র তিনি তাঁর দাসীর বিনম্রতার দিকে মুখ তুলে চেয়েছেন,

উ সে যেন নেতৃবৃন্দের মাঝে আসন নিতে পারে, গৌরবময় সিংহাসনেরই উত্তরাধিকারী হতে পারে।

দ্বিতীয় পাঠ - নোলার সাধু পাউলিনুসের পত্রাবলি **পত্র ১২:২-৪**

খ্রীষ্টের ক্রুশই নবসৃষ্টির জীবনবৃক্ষ

আমরা নিজেদের নির্মাণ করিনি, প্রভুই আমাদের নির্মাণ করেছেন। এমনকি আমাদের পরিত্রাণ রহস্য বাস্তবায়িত করার জন্য অর্থাৎ মানবজাতিকে নবায়ন করার জন্য, সাধুসাধ্বীর জীবনে তিনি যা যা বললেন ও করলেন, সেই সব কিছুর মধ্য দিয়ে কাজে হাত দিয়ে তিনি আমাদের পুনর্নির্মাণও করে থাকেন।

উদাহরণস্বরূপ আমরা দেখতে পারি, নির্দোষী আবেলের মৃত্যুর প্রতিকারস্বরূপ সেথের জন্ম হল। সেথ আপন পিতার সাদৃশ্যে গঠিত হলেন, আপন পিতার মত তিনিও ঈশ্বরের সাদৃশ্যে নির্মিত হলেন। তাঁকে নিয়ে শুরু ক’রে জলের উৎসের মত নির্গত হল সেই ধর্মময়তার জলস্রোত যা তাঁর বংশধরদের মধ্য দিয়েও বয়ে গেল। আর যদিও সেই স্রোত জলপ্লাবন দ্বারা বন্ধ করা হয়েছিল এবং সেই সর্বনাশে সেই বিশেষ জাতিও নিঃশেষিত হয়েছিল, তবু সেই জাতিকে বিস্তারিত করার উপায়টি একটিমাত্র ধর্মনিষ্ঠ ব্যক্তিতে বেঁচে রইল। ভাবী মুক্তিদাতার গুপ্ত পরিকল্পনা সেইসময়ও বাস্তবায়িত হচ্ছিল—হ্যাঁ, সেই রহস্যময় প্রকল্প, যা অনুসারে একটিমাত্র ব্যক্তি সকলের পাপের জন্য পুনর্মিলন ঘটাবেন।

কিন্তু মানবজাতির গতি বয়ে যেতে যেতে, ধর্মময়তা আবার হ্রাস পেতে লাগল; দেশগুলি বৃদ্ধি পাবার সঙ্গে সঙ্গে অপকর্মও বৃদ্ধি পেতে থাকল। মানুষের শঠতা যাতে দ্বিতীয়বারের মত গোটা মানবজাতির সর্বনাশ না

ঘটায়, সেই উদ্দেশ্যে ঈশ্বর স্থির করলেন তিনি এমন ব্যক্তিকে মনোনীত করবেন যিনি বিশ্বাসীদের পিতা বলে পরিচিত হবেন, এবং সেই ব্যক্তি থেকেই এক রাজ্যের এবং তার সনাতন রাজার বংশের প্রতিশ্রুতি উদ্ভূত হবে। যে বংশ একদিন বিজাতীয়দের বিশ্বাসের মাধ্যমে অগণন সংখ্যায় বৃদ্ধি পাবার কথা, সেই বংশ খ্রীষ্টে বাস্তব রূপ পেল: তিনি ইতিপূর্বে কুলপতিদের কাছে দেখা দিয়েছিলেন এবং বিধান তাঁরই একটা আভাস দিয়েছিল। নবীদের মুখ দিয়ে কথা বলার পর, বিধান ও ভবিষ্যদ্বাণী দু'টোকেই পূর্ণ করার জন্য তিনি মানবরূপে এলেন। তা করে তিনি নিজ অনুগ্রহদানে এনে দিলেন সেই পরিত্রাণ যা বিধানের নিয়মবিধি দিতে অক্ষম হয়েছিল; কেননা সেইসময় পাপ গোটা দেহটাকে, অর্থাৎ সমগ্র মানবজাতিকে এমন পর্যায়ে দূষিত করেছিল যে, রোগটা অতি তীব্রতার সঙ্গে স্থান পেয়েছিল: ঔষধ নিষ্ফলই ছিল, অবস্থা মানবীয় প্রতিকারের বাইরে সরে গেছিল। অতএব নিজ গৌরবময় দেহের সাদৃশ্যে আমাদের পুনর্নির্মাণ করার জন্য আমাদের দীনাবস্থার অনুরূপ হয়ে সেই একজন এলেন যাঁর পুনরাগমন করার কথা। তিনি নিজেই এলেন, কারণ কেবল নির্মাতাই তো নিজ কাজের প্রভু, কেবল কুমোর তো বলতে পারে নিজ মাটি দিয়ে সে কী গড়তে যাচ্ছে। যিনি আমাদের এক একজনকে গড়েছিলেন, সেই সকলেরই প্রভু আমাদের অবস্থায় আনত হয়ে নিজ দেহে আমাদের ধারণ করলেন যাতে যে নৈপুণ্য ও কৌশল অনুসারে তিনি আদিতে আমাদের সৃষ্টি করেছিলেন, সেই অনুসারেই তিনি আমাদের পুনর্নির্মাণ করতে পারেন।

প্রভুরূপে তাঁর যে মহত্ত্ব, সেই অনুসারে নয়, বরং তিনি কখনও ক্রীতদাস না হয়েও ক্রীতদাসরূপেই আমাদের কাছে এলেন। যিনি ছিলেন ঈশ্বরের শক্তি, সেনাবাহিনীর প্রভু, সকলের সহায় ও রক্ষাকর্তা, তিনি নিরুপায় মানুষের মত মানুষ হলেন। যিনি বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে পাপীকে ধর্মময়তায় ফিরিয়ে আনেন, তিনি নিজে অপরাধীদেরই একজন বলে পরিগণিত হলেন। যে মেষশাবক জগতের পাপ হরণ করেন, সেই শাবক মেষের মত জবাইখানার দিকে চালিত হলেন; যিনি আমাদের অনন্ত জীবন দান করেন, তিনি মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করলেন।

এমন অপরূপ পরিকল্পনা ও মহাদান বুঝবার জন্য আমাদের একান্ত প্রয়োজন, তাঁর আপন আলো সনাতন গিরিমালা থেকে আমাদের উপর উদিত হবে। আমরা যে পথ ধরে ঊর্ধ্বে আরোহণ করছি, একসময় সেই খাড়া পথ দিয়ে পড়ে যাচ্ছিলাম—আমরা যেন দেখতে পাই কেমন করে সেই পতন থেকে উদ্ধার পেলাম এবং কেমন করে পবিত্র ইতিহাসে দ্বিতীয়বারের মত একটি বৃক্ষ ও একটি কুমারীকে বিশেষ ভূমিকা দেওয়া হল, এজন্য সেই গিরিমালার দিকেই চোখ তোলা প্রয়োজন।

একটিমাত্র পথ রয়েছে, সেই পথ নিয়ে যায় হয় দণ্ডের দিকে না হয় পরিত্রাণের দিকে। গর্ব যেন আমাদের পা না চালিত করে নিচের দিকে; বিনম্রতাই বরং ঊর্ধ্বের দিকে আমাদের পা চালিয়ে যেন প্রভুর কাছে আমাদের ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারে।

শ্লোক সাম ৭২:৮

℟ প্রভুর কাছ থেকে আমাদের মুক্তি শীঘ্রই আসবে। তিনি আমাদের ভারী জোয়াল চূর্ণ করবেন, আমাদের পাপের শৃঙ্খল খুলে ফেলবেন,
℣ কারণ তিনি পরাক্রমশালী।
℟ তিনি এক সাগর থেকে আর এক সাগর পর্যন্ত আধিপত্য করবেন, মহানদী থেকে পৃথিবীর প্রান্তসীমায়।
℣ কারণ তিনি পরাক্রমশালী।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - ইসা ২৯:১-৮

যেরুসালেমকে কঠোরভাবে বিচার করার পর
প্রভু তার রক্ষাকর্তারূপে দাঁড়াবেন

আরিয়েল, আরিয়েল, ধিক্ তোমায়!
তুমি যে দাউদের শিবিরনগর!
এক বছরের পর অন্য বছর যাক,
উৎসবচক্র ঘুরে আসুক।
কিন্তু আমি আরিয়েলের উপরে সঙ্কোচ ঘটাব,
তখন হবে কান্নাকাটি;
তাতে তুমি আমার পক্ষে প্রকৃতই আরিয়েল হবে।
দাউদের মত আমিও তোমার বিরুদ্ধে শিবির বসাব,
গড় দিয়ে চারদিকে তোমাকে ঘিরে ফেলব,
তোমার বিরুদ্ধে অবরোধ-জাঙ্গাল নির্মাণ করব।
তখন তুমি অবনত হয়ে মাটি থেকে কথা বলবে,
ধুলামাটি থেকে তোমার কথা ফিস্‌ফিস্ করে উঠবে;
মাটি থেকে নির্গত তোমার সুর ভূতের ওঝার সুরের মত হবে,
ধুলামাটি থেকে তোমার কথার শব্দ ফুস্‌ফুসের মত হবে।
তোমার অত্যাচারীদের বিপুল দল হবে সূক্ষ্ম ধুলার মত,
তোমার পীড়কদের বিপুল দল হবে তাড়িত তুষের মত।
আর হঠাৎ, এক নিমেষেই,
বজ্রধ্বনি, ভূমিকম্প ও মহাশব্দের সঙ্গে,
ঘূর্ণিঝড়, ঝঞ্ঝা ও সর্বগ্রাসী অগ্নিশিখার সঙ্গে
সেনাবাহিনীর প্রভু তোমাকে দেখতে আসবেন।
তখন সকল জাতির যে বিপুল দল আরিয়েলের বিরুদ্ধে রণ-অভিযান চালায়,
যারা তাকে ও তার নানা গড় আক্রমণ করে ও অবরুদ্ধ করে,
সেইসব একটা স্বপ্নের মত হবে, হবে রাত্রিকালীন দর্শনের মত।
এমনটি ঘটবে, যেমন ক্ষুধার্ত মানুষ স্বপ্ন দেখে: সে খাচ্ছে,
কিন্তু জেগে উঠলে তার উদর শূন্য;
কিংবা যেমন পিপাসিত মানুষ স্বপ্ন দেখে: সে পান করছে,
কিন্তু জেগে উঠলে, দেখ, সে দুর্বল, তার গলা দগ্ধ;
যে সব দেশের মানুষের দল সিয়োন পর্বতের বিরুদ্ধে রণ-অভিযান চালাচ্ছে,
তাদের দশা তেমনি হবে।

শ্লোক ইসা ৫৪:৪; ২৯:৬,৭ দ্রঃ

প্র যেরুসালেম, ভয় করো না; তোমাকে আর লজ্জা পেতে হবে না,
উ কারণ সেনাবাহিনীর প্রভু তোমাকে দেখতে আসবেন।
প্র যারা তোমাকে অত্যাচার করত, সেই সকল দেশ রাত্রিকালীন একটা স্বপ্নের মতই মিলিয়ে যাবে।

℟ কারণ সেনাবাহিনীর প্রভু তোমাকে দেখতে আসবেন।

দ্বিতীয় পাঠ - তারার মঠাধ্যক্ষ ধন্য ইসায়াকের উপদেশাবলি **উপদেশ ৫১**

মারীয়া এবং মণ্ডলী

ঈশ্বরের পুত্র হলেন বহু ভাইবোনের মধ্যে প্রথমজাত। স্বরূপে একমাত্র পুত্র হয়েও তিনি যারা তাঁর সঙ্গে এক, তাদের নিজের সঙ্গে পুনর্মিলিত করলেন, কারণ যারা তাঁকে গ্রহণ করে তিনি *তাদের দিলেন ঈশ্বরের সন্তান হওয়ার অধিকার।* মানুষের সন্তান হয়ে তিনি অনেককে ঈশ্বরের সন্তান করলেন। প্রেম ও ক্ষমতায় অনন্য হয়েও তিনি অনেককে নিজের সঙ্গে পুনর্মিলিত করলেন, আর তারা দৈহিক প্রসব অনুসারে অনেক হয়েও তবু ঐশজন্ম গুণে তাঁর সঙ্গে এক।

মাথা ও দেহ হিসাবে সেই গোটা ও একমাত্র খ্রীষ্ট আসলে এক: স্বর্গে একমাত্র ঈশ্বর থেকে জাত হয়ে এবং মর্তে একমাত্র মাতা থেকে জাত হয়ে তিনি তো এক; তিনি একাধারে হলেন বহু সন্তান ও একমাত্র সন্তান। আর যেমন মাথা ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ হল একমাত্র সন্তান ও বহু সন্তান, তেমনি মারীয়া ও মণ্ডলী হল একমাত্র মাতা ও বহু মাতা, একমাত্র কুমারী ও বহু কুমারী। উভয়ই মাতা, আবার উভয় কুমারী; উভয়ই দৈহিক লালসা থেকে মুক্ত হয়ে একই আত্মার প্রভাবে গর্ভধারণ করে; উভয়ই নিষ্পাপ হয়ে পিতা ঈশ্বরের জন্য সন্তান বহন করে। মারীয়া পাপ থেকে মুক্ত হয়ে দেহের জন্য মাথার জন্ম দিলেন, মণ্ডলী সকল পাপীর ক্ষমালাভের গুণে মাথার জন্য দেহকে গড়ে তোলে। উভয়ই খ্রীষ্টের মাতা, তবু পারস্পরিক সহযোগিতা ছাড়া সেই দু'টোর কেউই গোটা খ্রীষ্টের জন্ম দিতে পারে না।

ঐশঅনুপ্রাণিত শাস্ত্রে কুমারী মাতা মণ্ডলীর বেলায় যা সার্বিক অর্থে বলা হয়, তা বিশেষ অর্থে কুমারী মারীয়াকেও নির্দেশ করে, এবং কুমারী মাতা মারীয়ার বেলায় যা ব্যক্তিগত অর্থে বলা হয়, তা সার্বিক অর্থে কুমারী মাতা মণ্ডলীকেও নির্দেশ করে। আর যা উভয়ের বেলায় বলা হয়, তা কোন পার্থক্য না রেখে সাধারণ ভাবে উভয়ের পক্ষে প্রযোজ্য।

একপ্রকারে প্রত্যেক বিশ্বাসীর আত্মাও ঐশবাণীর কনে, খ্রীষ্টের মাতা, কন্যা, বোন, কুমারী ও উর্বরা বলে গ্রহণযোগ্য। সার্বিক অর্থে মণ্ডলীর বেলায় যা বলা হয়, তা যে বিশেষ অর্থে মারীয়ার বেলায় ও ব্যক্তিগত অর্থে প্রত্যেক বিশ্বাসীর আত্মার বেলায়ও বলা যেতে পারে, তা ঈশ্বরের স্বয়ং প্রজ্ঞা সেই পিতার বাণীই সমর্থন করেন, কারণ শাস্ত্র বলে, *আমি প্রভুর উত্তরাধিকারে বসবাস করব।* প্রভুর উত্তরাধিকার হল সার্বিক অর্থে মণ্ডলী, বিশেষ অর্থে মারীয়া ও ব্যক্তিগত অর্থে প্রত্যেক বিশ্বাসীর আত্মা। খ্রীষ্ট নয় মাস মারীয়ার গর্ভ-তাঁবুতে বসবাস করলেন, চরমকাল পর্যন্ত মণ্ডলীর বিশ্বাস-তাঁবুতে বসবাস করবেন, যুগযুগ ধরে প্রত্যেক বিশ্বাসীর আত্মার জ্ঞানে ও প্রেমে বসবাস করবেন।

শ্লোক লেবীয় ২৬:১১-১২; ২ করি ৬:১৬

℣ আমি তোমাদের মাঝে আমার আপন আবাস স্থাপন করব, আমার প্রাণ তোমাদের কখনও ফিরিয়ে দেবে না; আমি তোমাদের মাঝে হেঁটে চলব;

℟ আমি হব তোমাদের আপন পরমেশ্বর আর তোমরা হবে আমার আপন জনগণ।

℣ প্রভুর উক্তি: তোমরা ঈশ্বরের মন্দির।

℟ আমি হব তোমাদের আপন পরমেশ্বর আর তোমরা হবে আমার আপন জনগণ।